NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

# একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ স্বচ্ছ ভারত মিশন-১ শহর এলাকার বর্জ্য ব্যবস্থাপনার নীল নকশা

মহিলা সুরক্ষায় চাল ‘গোলাপী সুরক্ষা ভ্যান’, বাড়ল উইনার্স টিম ৬

কলকাতা ৮ অক্টোবর ২০২৪ ২১ আশ্বিন ১৪৩১ মঙ্গলবার অষ্টাদশ বর্ষ ১২০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 8.10.2024, Vol.18, Issue No. 120 8 Pages, Price 3.00

# পঞ্চমীতে রাজ্যের সব মেডিক্যাল কলেজে ১২ ঘণ্টার প্রতীকী অনশন

## ঘোষণা জুনিয়র ডাক্তারদের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** পঞ্চমীতে একাধিক কর্মসূচির কথা ঘোষণা করল জুনিয়র ডক্টর্স ফ্রন্ট। আজ সকাল ৯টা থেকে প্রতীকী অনশনের ডাক দিলেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। ১২ ঘণ্টা অনশন করবেন তাঁরা। তাঁদের এই অনশনে যোগ দেবেন সিনিয়র চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীরা।

সোমবার ধর্মতলায় জুনিয়র ডাক্তারদের ধর্নামঞ্চ থেকে একাধিক কর্মসূচির কথা ঘোষণা করা হয়। জুনিয়র ডাক্তারেরা বলেন, ‘মঙ্গলবার সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা অবধি প্রতীকী অনশন হবে। রাজ্যের বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজের জুনিয়র ডাক্তার, সিনিয়র ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীরা এই অনশনে যোগ দেবেন।’ এ ছাড়াও একটি ‘মহামিছিল’-এরও ঘোষণা করেছেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। আজ বিকেল সাড়ে ৪টের সময় কলেজ স্কোয়্যার থেকে অনশন মঞ্চ পর্যন্ত মিছিল হবে। সাধারণ নাগরিক থেকে সমাজের সমস্ত ক্ষেত্রের মানুষকে এই মিছিলে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

শনিবার রাত থেকে জুনিয়র ডাক্তারদের অনশন চলছে ধর্মতলায়। আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে বিচার এবং হাসপাতালে স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা-সহ ১০ দফা দাবিতে আমরণ অনশনে বসেছেন সাত জন জুনিয়র ডাক্তার। প্রথমে ছ’জন অনশন শুরু করেছিলেন। রবিবার যোগ দেন আরজি করের অনিকেত মাহাতোও। অনশন কর্মসূচিতে এখনও সরকারের সাড়া মেলেনি। তাকে কেন্দ্র করে ধর্মতলা চত্বরে সাধারণ মানুষের জমায়েতও হচ্ছে। জুনিয়রদের সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানাতে সোমবার সকালে ২৪ ঘণ্টার জন্য অনশনে যোগ দিয়েছেন কয়েক জন সিনিয়র ডাক্তারও। সেই আবহেই প্রতীকী অনশনের ডাক দিলেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। অন্যদিকে, ধর্মতলার অনশনে পুলিশ-প্রশাসনের তরফে অসহযোগিতার অভিযোগ তুলেছেন আন্দোলনকারীরা। কলকাতা পুলিশই ধর্মতলা চত্বরে নিরাপত্তার স্বার্থে ১৬৩ ধারা জারি করেছে। তার পরেও জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মসূচি চলছে।

## ‘১০ তারিখের মধ্যে ৯০ শতাংশ কাজ হয়ে যাবে...’

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** অধিকাংশ জুনিয়র ডাক্তারই কাজে ফিরেছেন। কিন্তু আমরণ অনশন করছেন যাঁরা, তাঁদেরও কাজে ফেরার আবেদন জানাল রাজ্য। সোমবার, চতুর্থীর দিন ‘রাত্তিরের সাথী’ প্রকল্প নিয়ে রিভিউ মিটিংয়ের পর নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ জানালেন, আগামী ১০ তারিখের মধ্যে রাজ্যের সরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলির ৯০ শতাংশ উন্নয়নমূলক কাজ শেষ হয়ে যাবে। সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে এবং সমাজের উন্নতিকল্পে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করার আবেদন জানালেন পন্থ। তিনি বলেন, ‘আমরা সবাইকে কাজে ফিরে আসতে অনুরোধ করছি। অনেকে ফিরেছেন। বাকিরাও ফিরুন। মানুষকে পরিষেবা দিন। আমরা সবাই মিলে হাসপাতালের পরিবেশের উন্নতির চেষ্টা করছি। এবং কাজ যে হচ্ছে, সেটাও দেখা যাচ্ছে।’ পন্থ বলেন, ‘রাজ্যে ২৮টি মেডিক্যাল কলেজ রয়েছে। সেখানে মোট সাত হাজার ৫১টি সিসি ক্যামেরা বসানো হবে। ৪৫ শতাংশ ইতিমধ্যেই বসানো হয়ে গিয়েছে।’ আবার হাসপাতালের ‘রেফার রোগ’ নিয়ে মুখ্যসচিব জানিয়েছেন, কী কারণে রেফার করা হচ্ছে কোনও রোগীকে, সেটা নথিভুক্ত করতে হবে। কোন হাসপাতালে কত বেড রয়েছে, সেটা ‘রিয়েল টাইম’ করতে পারলে সুবিধা হবে। রোগীভর্তির সময় হাসপাতালে যাঁরা দায়িত্বে থাকবেন, তাঁরাও তখন বুঝতে পারবেন কোন হাসপাতালে ‘রেফার’ করলে সুবিধা হবে। তিনি আরও বলেন, ‘সরকার সদর্থক ভূমিকা নিয়েছে। আমাদের সদিচ্ছা স্পষ্ট। সুপ্রিম কোর্ট আরও নিরাপদ এবং সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরি করার কথা বলেছে। স্থানীয় সব হাসপাতাল থেকে স্বাস্থ্য দপ্তর, সবাই এক সঙ্গে কাজ করছে। ইতিমধ্যে ১১৩ কোটি টাকার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। কাজ দ্রুতগতিতে হচ্ছে। সবার কাছে অনুরোধ, সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে পদক্ষেপগুলো দেখুন। মানুষের পরিষেবার জন্যই এই সমস্ত কাজ। এখানে দ্বিমত হওয়ার কোনও জায়গা নেই।’

অনশনের জন্য ডাক্তারেরা লালবাজারের অনুমতি চেয়ে ইমেল করেছিলেন। কিন্তু পুলিশ অনুমতি দেয়নি। লালবাজার থেকে তাঁদের জানিয়ে দেওয়া হয়, ধর্মতলায় পুজোর মুখে ভিড় বেশি রয়েছে। প্রতি দিনই পুজোর কেনাকাটার জন্য বহু মানুষ ভিড় করছেন। এ ছাড়া বিভিন্ন মণ্ডপে প্রতিমা নিয়ে যাওয়াও শুরু হয়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ডাক্তারেরা মেট্রো চ্যানেলের সামনে অবস্থানে বসলে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণে সমস্যা হতে পারে, জানিয়েছিল পুলিশ। তবে অনুমতি না থাকা সত্ত্বেও অনশন শুরু করেছেন ডাক্তারেরা। সোমবার ছিল এই অনশনের তৃতীয় দিন।

# আরজি কর-কাণ্ড

# চার্জশিট জমা দিল সিবিআই

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** নির্যাতিতার মৃত্যুর ৫৮ দিন পর চার্জশিট জমা দিল সিবিআই। সোমবার দুপুরে চার্জশিট নিয়ে শিয়ালদহ আদালতে যান সিবিআইয়ের আইনজীবীরা। সূত্রের দাবি, ধর্ষণ ও খুনের মামলায় মূল অভিযুক্ত হিসাবে এক জনের নামেরই উল্লেখ রয়েছে চার্জশিটে। পাশাপাশি তথ্যপ্রমাণ লোপাটের অভিযোগ-সহ বেশ কিছু প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে। জিজ্ঞাসাবাদে কে কী জানিয়েছেন, তা তুলে ধরা হয়েছে চার্জশিটে। আরজি করের নির্যাতিতা মহিলা চিকিৎসকের মৃত্যুর পর থেকে, বিচারের দাবিতে টানা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন রাজ্যের বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজের জুনিয়র ডাক্তারেরা। চলছে অনশন কর্মসূচি। সিবিআইয়ের তদন্ত প্রক্রিয়া নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। মাঝে এক বার বিচারের দাবিতে সিবিআই দপ্তর অভিযানও করেছেন তাঁরা। ধর্মতলার অনশনমঞ্চ থেকেও জুনিয়র ডাক্তারেরা জানিয়েছেন, তাঁরা সিবিআইয়ের উপর আর আস্থা রাখতে পারছেন না। এরই মধ্যে ধর্ষণ ও খুনের মামলার তদন্তে প্রথম চার্জশিট নিয়ে সোমবার আদালতে পৌঁছে যান কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। যদিও সিবিআইয়ের এই চার্জশিট নিয়ে এখনই কোনও মন্তব্য করতে চাইছেন না আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তারেরা। সোমবার দুপুরে ধর্মতলায় অনশনমঞ্চ থেকে সাংবাদিক বৈঠক করছিলেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। সেই সময় আন্দোলনকারীদের অন্যতম প্রতিনিধি দেবাশিস হালদার বলেন, ‘সংবাদমাধ্যম থেকে যা তথ্য পেয়েছি, সেই অনুযায়ী এটি একটি প্রাথমিক চার্জশিট। তার ভিত্তিতে এই মুহূর্তে কোনও মন্তব্য করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলব। তার পরে এই বিষয়ে আমাদের প্রতিক্রিয়া জানাব।’

## অভিযুক্ত একা সঞ্জয়ই

আরজি করে মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগে এখনও পর্যন্ত মূল অভিযুক্ত এক জনই। সিবিআই তদন্তভার নেওয়ার আগেই কলকাতা পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তিনি। পরে আরজি করের ধর্ষণ ও খুনের মামলার তদন্ত প্রক্রিয়া আরও দু’জনকে গ্রেপ্তার করেছে সিবিআই; আরজি করের তৎকালীন অধ্যক্ষ এবং টালা থানার তৎকালীন ওসি। যদিও সিবিআই আগেই শিয়ালদহ আদালতে জানিয়েছে, ধর্ষণ ও খুনের মামলায় প্রত্যক্ষ যোগের অভিযোগ নেই তাঁদের বিরুদ্ধে। ঘটনার পর তথ্যপ্রমাণ লোপাটের চেষ্টার অভিযোগে তাঁদের গ্রেপ্তার করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

আরজি করের ঘটনায় একজনই জড়িত, নাকি একাধিক; সেই প্রশ্ন বিভিন্ন মহলে ঘুরপাক খেতে শুরু করেছিল। তবে সিবিআইয়ের তদন্ত প্রক্রিয়ার বিষয়ে তাদের আইনজীবীরা এত দিন পর্যন্ত নিম্ন আদালতে বা সুপ্রিম কোর্টের সওয়াল-জবাবে যা যা তথ্য তুলে ধরেছেন, তাতে একাধিক ব্যক্তি জড়িত থাকার কোনও আভাস মেলেনি। সূত্রের খবর, ধর্ষণ ও খুনের মামলায় এ বার প্রথম চার্জশিটেও মূল অভিযুক্ত হিসাবে এক জনের কথাই উল্লেখ করল সিবিআই।

প্রসঙ্গত, আরজি কর মামলার সংবেদনশীলতা ও গুরুত্ব বিবেচনা করে তদন্ত প্রক্রিয়া নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে বিগত শুনানিগুলিতে বিশেষ কিছু মন্তব্য করেননি সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। তবে তদন্তের অগ্রগতি প্রসঙ্গে একাধিক স্টেটাস রিপোর্ট জমা পড়েছে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চে। সেই রিপোর্ট খতিয়ে দেখে সিবিআইয়ের তদন্তে সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন প্রধান বিচারপতি।

## দুই রাজ্যের বিধানসভার আজ ফল ঘোষণা

**নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর:** আজ জম্মু ও কাশ্মীর এবং হরিয়ানার বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হবে। ফলাফল ঘোষণার আগেই দুই রাজ্যেই ‘ইন্ডিয়া’-র পক্ষে সওয়াল করলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। তিনি বলেন, ‘হরিয়ানায় কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গড়বে। জম্মু ও কাশ্মীরেও ন্যাশনাল কনফারেন্স এবং অন্য সহযোগীদের নিয়ে আমরাই সরকার গড়ব। এ বিষয়ে আমি আত্মবিশ্বাসী।’ অন্যদিকে, সোমবার মেহবুবা মুফতির পিডিপি দলের সঙ্গে জোট বাঁধার বার্তা দিলেন ন্যাশনাল কনফারেন্স দলের সভাপতি, ফারুক আবদুল্লাহ। এমনিতে উপত্যকার রাজনীতিতে পিডিপি ও ন্যাশনাল কনফারেন্স পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবেই পরিচিত। তবে, এবারের পরিস্থিতি ভিন্ন। দুই দলই বিজেপিকেই প্রধান প্রতিপক্ষ বলে মনে করছে। তবে, এখন ভোটের ফলাফল দেখার পরই সব বিষয় স্পষ্ট হবে।

## জিন নিয়ন্ত্রণের দিশা বাতলে চিকিৎসায় নোবেল দুই মার্কিন বিজ্ঞানীর

**নিউ ইয়র্ক, ৭ অক্টোবর:** জীবকোষের মাইক্রো আরএনএ আবিষ্কার এবং জিনের ট্রান্সক্রিপশন পরবর্তী পরিস্থিতিতে তার ভূমিকা নিয়ন্ত্রণের দিশা বাতলে ২০২৪ সালের চিকিৎসা বিজ্ঞানে (মেডিসিন) নোবেল পুরস্কার পেলেন দুই বিজ্ঞানী ভিক্টর অ্যামব্রোস এবং গ্যারি রুভকুন।

সুইডেনের নোবেল অ্যাসেমব্লি অ্যাট ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিটিউট সোমবার প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ বছরের নোবেল প্রাপক হিসাবে আমেরিকার দুই বিজ্ঞানীর নাম ঘোষণা করেছে। পোলিশ বংশোদ্ভূত জীব রসায়নবিদ ভিক্টর আমেরিকার নাগরিক। ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির প্রাক্তনী। জিন বিশেষজ্ঞ গ্যারি ম্যাসাচুসেটস হাসপাতালের জৈব অনুবিদ্যার গবেষক তথা বোস্টনের হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুলের জিনবিদ্যার অধ্যাপক।

ক্রোমোজোমের মধ্যে থাকা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র উপাদান মাইক্রো আরএনএ ((রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড)-এ এমআরএনএ নামেই জৈব রসায়নবিদ্যার জগতে পরিচিত। তারই হাতে জিনের ‘সক্রিয়তা’ এবং প্রতিলিপিকরণ পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি। ডায়াবিটিস থেকে ক্যানসার পর্যন্ত মানবশরীরের নানা ধরনের রোগের পিছনেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে জিনই দায়ী। এবং সেই জিনের কাজের নিয়ন্ত্রক হিসেবে জুড়ে রয়েছে এক বা একাধিক এমআরএনএ। বস্তুত, নিজস্ব সঙ্কেত আদানপ্রদান পদ্ধতির মধ্য দিয়ে আমাদের শরীরের কোষ থেকে কোষে সঙ্কেত বয়ে নিয়ে যেতে পারে এমআরএনএ। কিন্তু এত দিন পর্যন্ত তার উপস্থিতির কথা জানা থাকলেও চরিত্র এবং গতিবিধি অজানা ছিল বিজ্ঞানীদের। ভিক্টর এবং গ্যারির ‘হাত ধরে’ জানা গেল, জিনের কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণে ‘মাইক্রো আরএনএ’ নামে এমন গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের প্রকৃত ভূমিকা। সি এলেগান্স নামে ক্ষুদ্র কীটের দেহে এম আরএনএর প্রভাব নিয়ে গবেষণা করে এই সাফল্য পেয়েছেন তাঁরা।

# বীরভূমের কয়লাখনিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণে সাত শ্রমিকের মৃত্যু

**মিলন গোস্বামী ● সিউড়ি**

বীরভূমের খয়রাশোল ব্লকের ভাদুলিয়ায় কয়লাখনিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ। সোমবারের দুর্ঘটনায় ৭ খনি শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। জখম আরও একাধিক শ্রমিক। মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সকলকেই স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। গ্রামের একটি বেসরকারি কোলিয়রিতে এই দুর্ঘটনা ঘটে। ওই ব্লকে ব্লাস্টিংয়ের কাজ চলছিল। স্বাভাবিক নিয়মেই বারুদ, ডিটোনেটর, জিলেটিন স্টিক নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ‘বুস্টার’ গাড়িতে (অর্থাৎ বিশেষ যে গাড়িতে করে বিস্ফোরক আনা হয়)। প্রাথমিকভাবে অনুমান, ওই গাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ একদম ঠিক ছিল না। ওই গাড়িতে শর্ট সার্কিটের ফলে বিস্ফোরণ ঘটে যায়। উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাব ছিল বলেও অনেকে মনে করছেন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, মৃতদের নাম, রবিলাল মুর্মু (৪০), সোমনাথ হেমব্রম (৩২), জয়দেব মুর্মু (৪০), মঙ্গল মারান্ডি (৩০), যুদ্ধ মারান্ডি (৪৫), অমিত সিং (২৮)। মৃতদের বাড়ি দেবগঞ্জ ও বাস্তবপুর এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে খবর, ছিন্নভিন্ন অবস্থায় একাধিক শ্রমিকের দেহ উদ্ধার হয়েছে। ভাদুলিয়ার গঙ্গারামচক মাইনিং প্রাইভেট লিমিটেড কোলিয়ারিতে (জিএমপিএল) এই ঘটনায় এলাকায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে। ভাদুরিয়া গ্রামের বাসিন্দা মৃত্যুঞ্জয় বাদ্যকর, সঞ্জয় বাদ্যকার বলেন, ‘আমরা কাজ করছিলাম। বিকট শব্দ শুনে প্রথমে ভাবলাম বাজি ফাটছে। পরে তো শুনলাম, বিস্ফোরণ হয়ে কয়েকজন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। সকলেরই পাশের গ্রামে বাড়ি। সকালে রোজ কাজে আসত। এরকম ঘটনা ঘটবে ভাবতে পারিনি। পুলিশ ও দমকল এসে উদ্ধার কাজ করছে।’

স্থানীয় সূত্রে খবর, মৃতদের বাড়ি দেবগঞ্জ ও বাস্তবপুর এলাকায়। ঘটনার পর এলাকার আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। কোম্পানির ব্লাস্টিং ইনচার্জ মৃত অমিত সিং-এর দাদা সুরজ সিং বলেন, ‘ডিটোনেটর এবং জিলেটিন স্টিক এই দুটি একসঙ্গে না হলে এবং এর সঙ্গে বারুদ যুক্ত না হলে বিস্ফোরণ হয় না। কিন্তু বুস্টার গাড়িতে এগুলি কী করে একসঙ্গে এলো এবং কী করেই বা শর্টসার্কিট হলো তা এখনও বুঝতে পারছি না। আমিও তো একটা জায়গায় এই কাজেরই দায়িত্বে আছি। কোম্পানিরই গাফিলতি ছিল।’

এলাকার বিজেপি বিধায়ক অনুপ সাহা ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান। মৃতদের পরিবারদের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি দাবি করেন, এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়া উচিত এবং মৃতদের ও আহত ব্যক্তিদের ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত। পুরো ঘটনা জানার পর নবান্ন থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যস্থতায় বিষয়টি মিটমাট হয়। নির্দেশ দেওয়া হয় জেলা প্রশাসনকে আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসা ক্ষেত্রে যেন কোনও ত্রুটি না থাকে। প্রয়োজনে জখমদের কলকাতা পাঠাতে হলেও যেন কোনওরকম দেরি না করা হয়। আহত ব্যক্তিদের সিউড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। প্রশাসন সূত্রে খবর, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মেনে সমস্ত রকম ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ।

## ৩২ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বীরভূমের ভাদুলিয়ায় কয়লাখনি দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারকে ৩২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেবে রাজ্য সরকার। পাশাপাশি প্রত্যেক পরিবারের একজন সদস্যকে হোমগার্ডের চাকরি দেওয়া হবে। সোমবার নবান্নে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ জানান, বীরভূমের গঙ্গাচক মাইন লিমিটেডের গাড়িতে বিস্ফোরণ হয়েছে। তিনি জানান, দুর্ঘটনাস্থলে স্থানীয় লোকপুর থানার পুলিশ দুর্ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই পৌঁছে যায়। স্থানীয় প্রশাসন রাজ্য বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম এবং বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকরা পৌঁছন। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে দুর্ঘটনাগ্রস্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানো ছাড়াও, আর্থিক সহায়তা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মুখ্যসচিব মনে করেন, মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ টাকা দিয়ে কখনওই সম্ভব নয়। তবুও বিপদের সময়ে পরিবারগুলির পাশে থাকার জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগমের তরফে প্রত্যেক মৃতের পরিবারকে ৩০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। এছাড়া রাজ্য সরকারের নিয়ম অনুযায়ী ২ লক্ষ টাকা করেও দেওয়া হবে। পাশাপাশি পরিবারগুলির একজন করে হোমগার্ডের চাকরিও পাবেন।

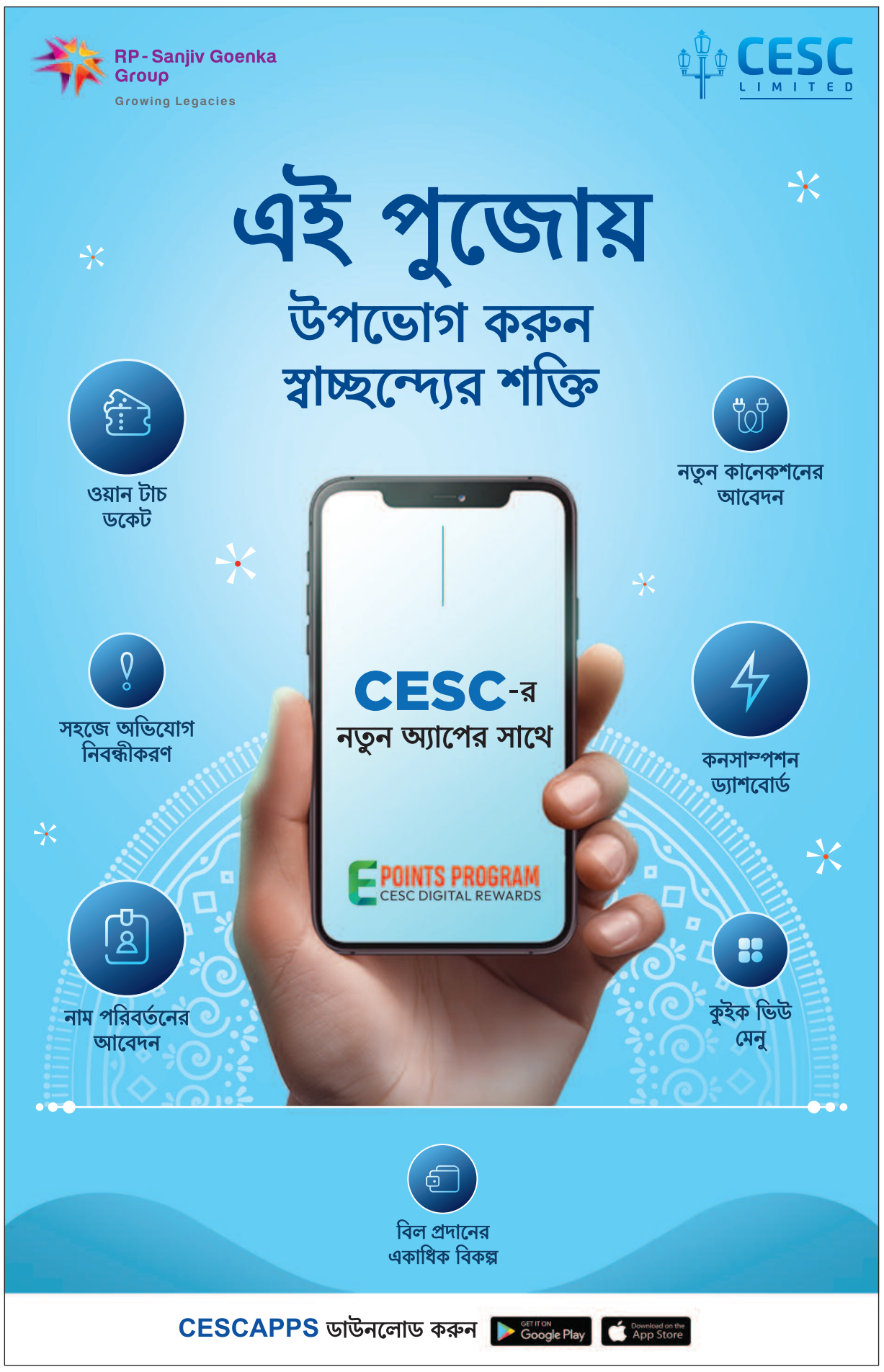

# শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

## নাম-পদবী

LICI পলিসি নং 424860457 এতে আমার নাম Kartick Dafadar আছে। গত ২০/০৬/২০২৪ বহরমপুর SDEM (S) কোর্টের এফিডেভিট বলে আমি Debasish Dafadar নামে সর্বত্র পরিচিত হলাম।

## নাম-পদবী

LICI পলিসি নং 427278277 এতে আমার নাম Priyanta Roy আছে। গত ২০/০৯/২০২৪ বহরমপুর SDEM (S) কোর্টের এফিডেভিট বলে আমি Sujay Roy নামে সর্বত্র পরিচিত হলাম।

## পাত্রী চাই

পঃবঃ সাধারণ মাহিষ্য ফর্সা 5'8"/39 M.Sc, B.Ed হাওড়া নিজ ব্যবসা (শেয়ার বাজার সম্পর্কিত) ৩৫০০০/-M অনূর্ধা ৩০ সুপাত্রী কাম্য।
**M- 9875519057.**

## বিজ্ঞপ্তি

গত ০৭/১০/২৪ তারিখে সদর, হুগলী কোর্টে ৯৪৫ নং নোটারী পাবলিক, এফিডেভিট বলে আমি Saraswati Modak D/o. Bholanath Modak সাকিম Ilampur, Tinna, Pandua, Hooghly-712149, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার একটি পাণ্ডুয়া, হুগলী শাখার এল.আই.সি পলিশি বন্ড যাহার পলিশি নং ৪০৫১৮৪৯৫৭, বিগত ২৯.০৯.২০২৪ তারিখে হারিয়ে গেছে, যাহা পাণ্ডুয়া থানায় ২৯/০৯/২০২৪ তারিখে ১৩৬২/২০২৪ নং জি.ডি.ই বলে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। উক্ত বিষয়ে কেহ কোন খোঁজ দিলে বা কাহারো কোন অভিযোগ বা আপত্তি থাকলে উক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১




## আজকের দিনটি কেমন যাবে?

**আজ ৮ই অক্টোবর, ২১শে আশ্বিন। মঙ্গল বার। ষষ্ঠী তিথি। জন্মে বৃশ্চিক রাশি। অষ্টোত্তরী শনি র মহাদশা কাল ও বিংশোত্তোরী বুধের র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।**

**মেষ রাশি :** শুভ। বাণিজ্যে অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। লৌহ মেশিনারি বা ইমারতির দ্রব্য ব্যাবসায়ীদের শুভ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ও শুভ। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোনো সুখবর নিয়ে বান্ধব বা স্বজন পরিবারে আসবে। প্রতিবেশীর দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ, কেমিক্যালের এর ব্যবসা যারা করছেন তারা লাভবান হবেন। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সাদা।

**বৃষ রাশি :** শশুর বাড়ির স্বজন আত্মীয় দ্বারা ছোট ভ্রমণের সুযোগ এবং তাদের দাঁড়ায় সম্মান বৃদ্ধির যোগ। আজ বিপদ মুক্ত। পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ বেরোবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকবে, তবে ক্ষতির সম্ভবনা নেই। নারীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধি। প্রবীণ প্রতিবেশি কিছুদিন আগেও যার সাথে বিবাদ ছিল তার দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্র ওম গণ গণেশায় নমো। শুভ দিক উত্তর। শুভ রং ঘিয়ে।

**মিথুন রাশি :** পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্য হতে সতর্ক থাকুন। আজকের দিনটা ভালো হলেও খুব সতর্ক থাকা ভালো। একসাথে পড়াশুনা করতেন এরকম বান্ধব দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। বাড়িতে তালা দেওয়ার সময় তাড়াহুড়ো করবেন না, আপনার তাড়াহুড়োর কারণে মূল্যবান দ্রব্য কিছু দিন আগে ক্ষতি হয়েছে। ঋণ নি গ্রহণ করতে পারেন। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সবুজ।

**কর্কট রাশি :** আজ ধনপ্রাপ্তি, অর্থপ্রাপ্তি, সম্পদপ্রাপ্তির প্রভুত সম্ভাবনা। বন্ধু বান্ধব দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জলের মিস্ত্রি বাড়িতে আসলে আধার কার্ড বা পরিচয় পত্র নিতে ভুলবেন না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ আলোচনায় পরিবারে নতুন কোনো জিনিস আসতে পারে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে প্রতিউত্তর না দেওয়া ভালো। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

**সিংহ রাশি :** ইলেকট্রিকাল দ্রব্য এসি, টিভি ফ্রিজ কেনার জন্য মনস্থির করছিলেন আজ শুভ দিন। পরিবারের আট বছরের নিচের কোনো শিশুর দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি গ্রোভবতী মায়েরা একটু সচেতন থাকুন। বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে একটু ভেবে নিন। বাড়ি-ঘর, জমি সংক্রান্ত সমস্যার নি সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ এক বন্ধুর সহযোগিতায় মুক্ত হবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে শুভ। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। মন্ত্র ওম নমঃ গণেশায়। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

**কন্যা রাশি :** সচেতনতা মূলক শান্তি। স্বামী স্ত্রী র গভীর আলোচনায় কেন তৃতীয় ব্যাক্তিকে টানছেন? লিভার, তলপেট, গলব্লাডার, নিয়ে যে সমস্যা তৈরি হয়েছিল তার থেকে মুক্তি। এক কৃষ্ণবর্ণ বান্ধব দ্বারা শুভ। পরিশ্রমের দ্বারা সফলতা কথাটা ভুলে গেলে আজ ক্ষতি। দূর ভ্রমণে না যাওয়া ভালো। স্পষ্ট কথা বলা ভালো তবে অন্যকে কষ্ট না দিয়ে। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

**তুলা রাশি :** বিষয় আসায় বিশেষ করে মৃত পিতার সম্প্রতি বা মৃত দাদুর সম্পত্তি থেকে আয় বৃদ্ধির নতুন পথ দেখা যাবে। আজ দাম্পত্য সুখ নিশ্চিত। পরিবারে ধন বৃদ্ধি, ব্যবসা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু প্রতিবেশী সেজে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করবে। মায়েদের প্রসূতি রোগে কষ্ট বৃদ্ধি। স্বজন-পরিজন থেকেও না থাকার মতন। একটি সুখবর আসবে সান্ধ্যকালীন। প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পশ্চিম।

**বৃশ্চিক রাশি :** মনে এক আর মুখে এক, এই করলে বিপদ। প্রাণের বন্ধু আপনি যাকে ভাবতেন তিনি আপনাকে কেন এড়িয়ে চলছে? এক প্রভাব শালী রাজনৈতিক ব্যাক্তির দ্বারা ক্ষতির আশংকা। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন হঠাৎ বিবাদ-বিতর্ক শুরু হতে পারে। নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক থেকে দুঃখ প্রাপ্তি। পরিবারে গুরুজনের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। নিজ নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি থেকে লাভ প্রপ্তি। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। মন্ত্র সং শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

**ধনু রাশি :** কিছু শুভ। যাকে এতদিন শত্রু মনে করতেন আজ তিনি আপনার বন্ধু রূপে বিশেষ কোনো উপকার করবে। পরিবারের নাবালক আত্মীয় দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। বান্ধব সহযোগে ভ্রমণের দ্বারা অতীব শুভ। বাড়ির পোষ্য কুকুর বা বেড়াল থেকে সমস্যা তৈরী হবে। অর্থ বৃদ্ধি নাহলেও শুভ সংকেত আগামীকাল দেখা যাবে। সন্ধ্যার পর কোনো নিমন্ত্রনে গেলে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর

**মকর রাশি :** এক প্রিয়জনের সহযোগিতায় নৈরাশ্য হতাশা কাটবে আনন্দ প্রাপ্তি। গুরুর মন্ত্র নিলেন কিন্তু পুজোপাঠ জপ-তপ এ আপনার মন নেই, তাহলে দৈব কৃপা কেমন করে পাবেন। গ্রহ স্থিতি অনুসারে বান্ধব দ্বারা বা মোবাইল ফোন দ্বারা কোনো স্বজন সম্পর্কে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি হবে। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

**কুম্ভ রাশি :** স্বজন বান্ধব সহ আনন্দ প্রাপ্তি। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। আপনার মনে সেবা মূলক ভাব ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, সমাজে কোনো শুভ কিছু করার চিন্তা আজ আপনার রাশির উপ অতীব শুভ যোগ তৈরি করছে। হঠাৎ করে অর্থ প্রাপ্তি। প্রেমিক যুগল ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

**মীন রাশি :** সতর্ক থাকুন। আজ ছোট ঘটনা নিয়ে যদি অধৈর্য হয়ে পড়েন পরিবারে বিবাদ বিতর্ক সৃষ্টি হয় তাহলে সুখ কি করে আসবে? আজ সতর্ক বি থাকার দিন। প্রেমিক যুগল আজ কথা না রক্ষার জন্য ছোট বিবাদ বড় আকার নেবে। কোর্ট কেসে যে মামলাটি আছে আজ সেই বিষয় দুঃখ প্রাপ্তি হবে। গৌড় বর্ণের শত্রু থেকে সতর্ক থাকুন।। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

**(আজ পঞ্চমী যুক্ত মহাষষ্ঠী তিথি। শারদীয়া শুক্লা পঞ্চমী র বোধন কল্প।)**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

## বিজ্ঞপ্তি

আমি Somdutta Das, পিতা- Rohini Das, সাং বাধরোড মালঞ্চপাড়া, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা-নদীয়া, আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে নং WB-51 20190007018 আমার নাম Somdata Das এবং আমার মাধ্যমিক (WBBSE) -এর ডকুমেন্টসে পিতার নাম Rohini Kumar Das হইয়াছে। ৬.৮.২০২৪ তারিখের নবদ্বীপ ১ম শ্রেণী জুডিশিয়াল ম্যাজেস্ট্রেটের ২৭৫৭ নং এফিডেভিটবলে Somdutta Das, S/O. Rohini Das ও Somdatta Das, S/O Rohini Kumar Das একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ও হইয়াছে।

## বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, জেলা নদীয়া, থানা ও A.D.S.R. রানাঘাট, ১৪৭নং গোপালপুর মৌজার L.R.7574 খতিয়ানে L.R. 989 দাগে ৭.৪২৫ শতক জমি শ্যামল বিশ্বাস, পিতা- কেবল বিশ্বাসের পক্ষে গত ইংরাজীর ২১.১০.২০২১ তারিখে A.D.S.R. রানাঘাট ১ নং অফিসে ২৬৪ নং আমমোক্তারবলে (১) জগন্নাথ হালদার @ মাধব চন্দ্র হালদার (২) নন্দলাল দত্ত হইতে আমার মক্কেল (১) মালা হালদার (২) অপর্না দত্ত গত ইংরাজীর ২৬.১২.২০২৩ তারিখে A.D.S.R. রানাঘাট ১নং অফিসে ৮৯৫০ নং বিক্রয় কোবলাবলে উপরোক্ত জমি খরিদ করেন। উপরোক্ত জমির বিষয়ে কারোর কোন অভিযোগ থাকলে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. রানাঘাট ১নং, রানাঘাট, নদীয়া অফিসে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় পরবর্তীকালে কোন অভিযোগ গ্রাহ্য হইবে না। **সুমিত গুহঠাকুরতা, এ্যাডভোকেট, রানাঘাট কোর্ট।**

## বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারনকে জানানো যায় যে আমি মিলন মন্ডল, (Milan Mondal) পিতা- মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল, সাং- চকগাজীপুর, পোঃ- লক্ষ্যা, থানা-মহিষাদল, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, এর স্থায়ী বাসিন্দা হইতেছি, যাহা ভ্রম বসতঃ আমার D.L. No. WB29 20070141979 এ Milan Mandal হইয়াছে প্রকৃতপক্ষে MILAN MANDAL, S/O-Mrityunjoy Mondal & MILAN MONDAL, S/O-Mrityunjoy Mondal একই ব্যক্তি হইতেছে এবং আমি উক্ত বিষয়ে গত ইং ২৩/০৭/২০২৪ তারিখে Haldia Judicial Magistrate (1st Class) এ ৪৫৯১ নং এ্যাফিডেভিট করিয়াছি। ইহা সর্ব্বসাধারনের জ্ঞাতার্থে জানানো হইল।

**Sd/- Sri Biswajit Samanta
Advocate
Haldia Court,
30/09/2024**

## NOTICE

**Power of Attorney**

**Bishwanath Mudi,** S/o- Methar Mudi of Vill. & P.O.- Ati, P.S.- Dadpur, Dist- Hooghly, Pin- 712305 appointed my client namely **Bishwajit Mudi** S/O Tarak Mudi at Vill. & P.O.- Ati, P.S.- Dadpur, Pin- 712305, as his Lawful Attorney (General Power of Attorney Deed No. 12542/2022) with regard to the schedule mentioned land and the Owner through his Attorney sold the schedule land (Sale Deed No. 17382/23) to **Uma Bastralaya Pvt. Ltd.**

**Schedule**

Dist.- Hooghly, P.S.- Dadpur, Mouza-Ganeshpur, J.L. No.- 88, area 10 decimal Suna in L.R. Dag No. 118. It is hereby inform to all that if anybody have any legal objection or any claim over that schedule land then he/she requested to take necessary steps within next 15 days.

**Sujata Mistri (Advocate)**
Dist. Judges' Court, Hooghly.

## NOTICE

Know all men by these present that my client Dhiraj Kumar Bhattacharya S/o Lt. Manmatha Nath Bhattacharya, residing at Vill Krishnanagar, P.O. Nangulpara, P.S. - Khanakul, Dist. Hooghly have empowered by a general power of attorney being No 878/2022 registered at District Sub Registrar II, Hooghly, executed by i) Renuka Bhattacharya W/o Lt. Hiralal Bhattacharya, residing at Vill - Uttar Nabagram, P.S. - Sonarpur, Dist - South 24 Parganas , Pin - 700084 ii) Shrabani Chatterjee D/o Late Hiralal Bhattacharya & W/o Sri Somnath Chatterjee, residing at 84/A, Mahatma Gandhi Road, Raja Rammohan Sarani P.O. & P.S. Amharts Street, Dist. Kolkata, Pin - 700009 iii) Sarbani Ganguly D/o Lt. Hiralal Bhattacharya W/o Soumendra Ganguly, residing at 48/06/1A, Radhanath Chudhury Road , P.O. - Tangra , P.S.- Entally, Dist - Kolkata, Pin. 700015 of below schedule property under Dist. Hooghly, P.S. Khanakul

| L.R Khatian No | L.R Plot No | Mouza | Area |
|---|---|---|---|
| 1383 | 1339 | Krishnanagar | 3.75 decimal |
| " | 1346 | " | 6.25 " |
| " | 1367 | " | 1.875 " |
| " | 18 | " | 13.25 " |
| " | 2461 | " | 2.25 " |
| " | 2470 | " | 4.125 " |
| " | 2471 | " | 13 " |
| " | 2489 | " | 0.1875 " |
| " | 2513 | " | 19.50 " |
| " | 2519 | " | 1.86 " |
| " | 501 | " | 02 " |
| " | 502 | " | 6.25 " |
| " | 628 | " | 20 " |
| " | 636 | " | 9.50 " |
| " | 66 | " | 88.75 " |
| " | 81 | " | 24 " |
| 493 | 203 | Nangulpara | 3.25 " |
| " | 224 | " | 11.50 " |
| " | 367 | " | 5.75 " |
| " | 39 | " | 65.25 " |
| " | 406 | " | 08 " |
| " | 490 | " | 8.25 " |
| " | 523 | " | 12.50 " |
| " | 526 | " | 11 " |
| " | 541 | " | 17.50 " |
| " | 751 | " | 5.1818 " |
| " | 752 | " | 1.50 " |
| " | 753 | " | 11.50 " |
| " | 754 | " | 03 " |
| " | 755 | " | 3.50 " |
| " | 756 | " | 0.25 " |
| " | 89 | " | 5.75 " |
| 629 | 213 | Chakvedua | 14 decimal |
| " | 327 | " | 07 " |
| " | 462 | " | 3.50 " |
| " | 534 | " | 18.45 " |
| " | 674 | " | 39.50 " |
| 256 | 286 | Raghunathpur | 1.50 decimal |
| " | 334 | " | 02 " |

My said client have also empowered by a general power of attorney on 21/01/2022 from Santanu Bhattacharya s/o Lt. Maniklal Bhattachrya, residing at Kentueky Home International 41 Jemes Adejumo close, Lekki Phase 1, Lagas Nigeria , By India High commission 8A Walter Carrington crescent PMB80128 victoria island Lagos of below schedule property under Dist - Hooghly P.S. - Khanakul.

| L.R Khatian No | L.R Plot No | Mouza | Area |
|---|---|---|---|
| | 636 | Krishnanagar | 0.38 decimal |
| | 1339 | " | 0.15 " |
| | 1346 | " | 0.25 " |
| | 18 | " | 0.53 " |
| | 66 | " | 3.55 " |
| | 81 | " | 0.96 " |
| | 501 | " | 0.08 " |
| | 502 | " | 0.25 " |
| | 628 | " | 0.8 " |
| | 2471 | " | 0.52 " |
| | 39 | Nangulpara | 2.61 " |
| | 89 | " | 0.23 " |
| | 203 | " | 0.13 " |
| | 224 | " | 0.46 " |
| | 367 | " | 0.23 " |
| | 406 | " | 0.32 " |
| | 410 | " | 0.33 " |
| | 523 | " | 0.50 " |
| | 541 | " | 0.70 " |
| | 753 | " | 0.46 " |
| | 526 | " | 0.44 " |
| | 752 | " | 0.06 " |
| | 750 | " | 0.21 " |
| | 213 | Chakvedua | 0.56 " |
| | 327 | " | 0.28 " |
| | 674 | " | 1.58 " |
| | 534 | " | 0.7 " |
| | 286 | Raghunathpur | 0.06 " |
| | | Total | 17.33 acre |

My said client have also empowered by a general power of attorney being No. 4670/2022 registered at Addition Registrar of Assurance Kolkata by Anjana Bhattacharya W/o Lt. Manik Lal Bhattacharya, residing at 54/A Hari Ghosh Street, P.S. Sova Bazar Street, Kolkata - 700 006 of the same property mentioned above of Santanu Bhattacharya of Total area 17.33 Acre.

My said client empowered by a general power of Attorney dated 02/02/2022 through embassy of India by Abhishek Bhattacharya S/o Lt. Manik Lal Bhattacharya residing at 3 Meadow view creggaunnahilla, clarecastte, Ennis Co Clare ireland V95hy8k of same schedule property mentioned above as Santanu Bhattacharya of total area 17.33 acre.

By the above noted four power of attorney of the said schedule property my client have already sold some properties and ready to go further sale all the properties. If any objection from any corner by any person may write to me within 15th day from published of this notice . There after no objection will consider.

By
Goutam Manna
Advovate Arambagh Court
P.O. & P.S. Arambag
Dist - Hooghly

## বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রী আশীষ রঞ্জন** পিতা- শ্রী নরেন্দ্র প্রসাদ, সাং- ছত্রিশপাড়া (বাপুনগর), পোঃ- খড়্গপুর, থানা-খড়্গপুর (টাউন), জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর। উক্ত আশীষ রঞ্জন তাহার নামিত খড়্গপুর লোকাল থানার অন্তর্গত মৌজা-দোয়ারখোল, জে.এল নং- ৪৫, আর.এস. ১৭৬৩ এবং ১৭৬২/১৮৯৫ দাগে জমি বিক্রয় করিবার জন্য গত ইংরেজী ২৫-০৮-২০১২ তারিখে খড়্গপুর সাব- রেজিষ্ট্রী অফিসে ০০১০১/২০১২ নং দলিল দ্বারা আমার মক্কেল- **শ্রীবরুন রঞ্জন** পিতা-নরেন্দ্র প্রসাদ, সাং- ছত্রিশপাড়া (বাপুনগর), পোঃ- খড়্গপুর, থানা- খড়্গপুর (টাউন), জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর উক্ত ব্যক্তিকে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে তাহা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীকে লিখিত ভাবে জানাইতে অনুরোধ করা হইতেছে। নতুবা পশ্চাৎ কাহারও কোনো আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

**DINESH MAHATA
Advocate
Judges Court Midnapur
Enroll No.- F/1504/1049/2019
M-7001232927**

## ।। বিজ্ঞপ্তি ।।

**জেলা - হুগলী,**
**মোকাম চুঁচুড়ার ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট জজ্ আদালত।**
**এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং- ২৫/ ২০২১**

**দরখাস্তকারী :- শ্রী সোমনাথ ঘোষ,** পিতা মৃত শ্যামাপদ ঘোষ, ঠিকানা - ধরমপুর কালীতলা, পোঃ- চুঁচুড়া, থানা – চুঁচুড়া, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২১০১।

এতদ্বারা সর্বসাধারনের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত দরখাস্তকারী, সাং - ধরমপুর কালীতলা, পোঃ- চুঁচুড়া, থানা - চুঁচুড়া, জেলা - হুগলী নিবাসী **শ্যামাপদ ঘোষ,** পিতা মৃত বিশ্বনাথ ঘোষ - এর বিগত ইংরাজী ১২/১২/২০০৫ তারিখে সম্পাদিত ও ২৭/১২/২০০৫ তারিখে ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিষ্টার, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ২০০৫ সালের ৭৮ নং উইলের প্রবেট প্রাপ্তির নিমিত্ত ইং ২১/০৪/২০২১ তারিখে উপরোক্ত আদালতে দরখাস্ত করিয়াছেন, উক্ত দরখাস্তের বিষয়ে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে স্বয়ং অথবা প্রতিনিধি মারফৎ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে উপরোল্লিখিত আদালতে হাজির হইয়া দাখিল করিতে হইবে, অন্যথায় উক্ত দরখাস্ত একতরফা শুনানী হইয়া গ্রাহ্য হইয়া যাইবে।

**তপশীল**

জেলা হুগলী, থানা- চুঁচুড়া, জে. এল নং- ১৭, মৌজা - ধরমপুর, আর. এস. খতিয়ান নং ১৯৯, এল. আর. খতিয়ান নং ৭৩১, আর. এস. দাগ নং ৫৫১, এল. আর. দাগ নং ১২৫৩, বাস্তু জমি মায় তদুপরিস্থিত বসতবাটী ১৲ (ষোল) আনায় পরিমান কমবেশী .০৪৫ সহস্রাংশ এবং আর. এস. খতিয়ান নং ১৫৭, এল. আর. খতিয়ান নং ১২৫৩, আর. এস. দাগ নং ৫৫০, এল. আর. দাগ নং ১২৫২, বাস্তু জমি মায় তদুপরিস্থিত বসতবাটী ১৲ (ষোল) আনায় পরিমান কমবেশী ০.১৭ সহস্রাংশ - উক্ত সম্পত্তি যাহা হুগলী চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটির ১৬ নং ওয়ার্ডের, ধরমপুর/ ছাতাগলি মহল্লায়, ২০৮/১৮৯ নং হোল্ডিংভুক্ত হইতেছে।

দরখাস্তকারীর তরফে উকিলবাবু
**পঙ্কোজ কুমার সাধু (এ্যাডভোকেট)।**

আদেশানুসারে
**শ্রী চরন সিং (সেরেস্তাদার)**
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট জজ্ আদালত,
চুঁচুড়া, হুগলী।

## বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, **১) অমিয় জানা, ২) অসিত কুমার জানা, ৩) লীলাবতী জানা, ৪) শিপ্রা জানা, সর্বপিতা-ঁক্ষিরোদ চন্দ্র জানা, ৫) মহিম কুমার জানা, ৬) সুশীল কুমার জানা, ৭) বিদ্যুৎ কুমার জানা, ৮) অজিত কুমার জানা, ৯) অনিমা মল্লিক,** সর্ব পিতা-ঁবরোদা কান্ত জানা, উক্ত ক্ষিরোদা জানা এবং বরোদা কান্ত জানার নামিত খড়্গপুর লোকাল থানার অন্তর্গত মৌজা- দোয়ারখোল, জে.এল নং- ৪৫, খতিয়ান নং- ১০২ ও ৩০৯, আর.এস. ও এল.আর. ১৭৬২/ ১৮৮৭ দাগে তাহাদের পিতার ওয়ারিশ সূত্রে যে যাহার অংশগত সম্পত্তি বিক্রয় করিবার জন্য গত ইংরাজী ২২শে আগষ্ট ২০২২ তারিখে মেদিনীপুর ডি.এস.আর.-২ অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তার নামা ৫৩৯১/২০২২ এবং ৫৩৯২/২০২২ নং দলিল দ্বারা আমার মক্কেল-**শ্রী প্রানকৃষ্ণ মাহাত** পিতা-শ্রী যোগেন মাইত, সাং- ধাড়িমোল, পোঃ- ধারেন্দা, থানা- খড়্গপুর (লোকাল), জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর উক্ত ব্যক্তিকে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে তাহা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীকে লিখিত ভাবে জানাইতে অনুরোধ করা হইতেছে। নতুবা পশ্চাৎ কাহারও কোনো আপত্তিগ্রাহ্য হইবেনা।

**DINESH MAHATA
Advocate
Judges Court Midnapur
Enroll No.- F/1504/1049/2019
M- 7001232927**

## আমমোক্তারনামা

আমি শ্রী প্রবীর মন্ডল, পিতা স্বর্গীয় পতিত পবন মন্ডল, সাং - কাঁচরাপাড়া, রথতলা, পোষ্ট ও থানা - কল্যাণী, জেলা-নদীয়া, পিন - ৭৪১২৩৫। নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি আমি বিগত ইংরাজি ১৩/০৫/২০২২ তারিখে কল্যাণী এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ০৪ নম্বর বহির ১৩৮ নম্বর আমমোক্তারনামা দলিল মূলে ক্ষমতা প্রাপ্ত হই। উক্ত আমমোক্তারনামা দলিলের বিষয়ে যদি কাহারো কোন অভিযোগ বা আপত্তি থাকে তাহা হইলে ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে অভিযোগ জানাইবেন।
তপশীল সম্পত্তির পরিচয় :- জেলা নদীয়া, থানা কল্যাণী, মৌজা ৫৬ নং, চর কাঁচরাপাড়া। খতিয়ান নং - আর.এস ১১৩, এল.আর ৩৪৯, দাগ নং - আর.এস ৩৫, এল.আর ১৩, জমির পরিমান ২৩.৫০ শতক

**Prasun Mukhopadhyay
Advocate, Kalyani Court**

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৩৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

## LOST & FOUND

I, MR. DIPAK TALUKDAR would like to inform you that one Deed of Sale, vide Book No. I, being Deed No. 4682, for the year of 2005, registered at the office of A.D.S.R. Bidhannagar, have been lost from my aforesaid house, on 30/06/2024, during the shifting in my new flat. Therefore I, have lodged a G.D. No.820 at Baguiati P.S. on 30/06/2024. If anyone found the document please contact to me Dipak Talukdar-8017760969.

## শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

**উত্তর ২৪ পরগনা**

**অ্যাড কানেক্সন**
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

**এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র**
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

**হুগলি**

**মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,** সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোটের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

**জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,** প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

**নদিয়া**

**টাইপ কর্ণার,** নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

**রাজ টেলিকম,** অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

**সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,** শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

**অবসর,** ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

**সবিতা কমিউনিকেশন,** প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

**পূর্ব মেদিনীপুর**

**আইনক্স অ্যাড এজেন্সি**
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

**শ্যাম কমিউনিকেশন,** দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

**মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক,** ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

**পশ্চিম মেদিনীপুর**

**মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি** দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

**মুর্শিদাবাদ**

**পি' অ্যাডস্ সলিউশন,** অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

**বীরভূম**

**সংবাদ সারাদিন,** মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

**মিডিয়া হাউস,** প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

**লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,** প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

**পুরুলিয়া**

**অরিজিৎ সেন,** চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

**হাওড়া**

**ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ,** রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮

**বালি ফটোকপি সার্ভিস,**
সন্দীপ দে,
২৫, ধর্মতলা রোড (বেলুড় স্টেশন রোড), ধর্মরাজ জিউ মন্দিরের কাছে, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২, মোঃ ৯৪৩২২৩২৫২৩।

**বর্ধমান**

**স্টুডিও তানিয়া,** গোপীকান্ত চক্রবর্তী, স্টল নং - সিএ-২০, ডেভিড হেয়ার রোড, বি জোন, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫। মোঃ ৯৭৪৯১৯১২৭৬, ৯৩৩৩৯১০৬৯৪, ৯৪৩৪২২৫৭৬৭।

**রামকৃষ্ণ চ্যাটার্জী,** আসানসোল, এন.পি.আর. সরণি, এইচ বি রোড, আসানসোল-৭১৩৩০১, মোঃ ৮০০১৫৮২৭৫০।



**মহম্মদ আলি পার্কের যুব সমিতি তাদের ৫৬ তম বর্ষে 'হোয়াইট হাউস' থিমে দুর্গাপুজোর উন্মোচন করল। আমেরিকার রাষ্ট্রপতির অফিসিয়াল বাসভবন এবং কর্মক্ষেত্র আইকনিক হোয়াইট হাউস দ্বারা অনুপ্রাণিত একটি থিম সমন্বিত করেছে। পুজোর উদ্বোধন করেন সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর ও বরো কো-অর্ডিনেটর রেহানা খাতুন, প্রাক্তন বিধায়ক স্মিতা বক্সী, প্রাক্তন বিধায়ক সঞ্জয় বক্সী, কাউন্সিলর রাজেশ সিনহা, শ্রেয়া পান্ডে, গোকুল আগরওয়াল, মহম্মদ আলি পার্ক দুর্গাপূজার যুব সমিতির চেয়ারম্যান এবং আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।**

# আগামী আর্থিক বছরের বাজেটের প্রস্তুতি শুরু রাজ্যর

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** আগামী আর্থিক বছরের বাজেট পেশ হওয়ার বাকি এখনও ৫ মাস। কিন্তু রাজ্য সরকার এখন থেকেই আগামী আর্থিক বছরের বাজেট পেশের প্রস্তুতি শুরু করে দিল। আগামী ১১ নভেম্বরের মধ্যে চলতি আর্থিক বছরের সংশোধিত বাজেট ও আগামী অর্থবর্ষের বাজেট প্রস্তাবের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য অনলাইনে নির্দিষ্ট বয়ানে জমা দিতে অর্থ দপ্তর রাজ্যের সমস্ত দফতরকে নির্দেশ দিয়েছে। অর্থ দফতরের অধীনস্থ ডাইরেক্টরেটগুলিকে একই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, প্রথা মেনে আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে পরবর্তী আর্থিক বছরের বাজেট প্রস্তাব পেশ করার সঙ্গে চলতি আর্থিক বছরের সংশোধিত বাজেট পেশ করা হবে রাজ্য বিধানসভায়। চলতি আর্থিক বছরে এখনও পর্যন্ত রাজ্যের দফতরগুলি বাজেট বরাদ্দের কতটা খরচ করেছে, বাকি মাসগুলিতে আর কতটা খরচ করতে পারবে, অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন আছে কি না-এসবই প্রস্তাবে জানাতে হবে। আগামী আর্থিক বছরের বাজেট প্রস্তাবের জন্য দফতরগুলি তাদের প্রয়োজন যাচাই করে তথ্য পাঠাবে।

চলতি অর্থবর্ষেই রাজ্য সরকার ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের বকেয়া মজুরির জন্য কয়েক হাজার কোটি টাকা খরচ করেছে। প্রথমে ঠিক ছিল ২১ লক্ষ মানুষকে ৫৫৫৩ কোটি টাকা প্রদান করা হবে। পরে সেই সংখ্যা বেড়ে হয় সাড়ে ২৪ লক্ষ। ফলে বাড়ে টাকা প্রদানের পরিমাণও। সেই অতিরিক্ত খরচের টাকা সংশোধিত বাজেটে তুলে ধরা হবে বলেই নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। আবার চলতি মাস থেকেই বাংলায় ১১ লক্ষ মানুষকে বাড়ি তৈরি করে দেওয়ার জন্য সমীক্ষা শুরু হবে। প্রত্যেক উপভোক্তাকে দেওয়া হবে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা করে। সেই হিসাবে রাজ্য সরকারের ১৩ হাজার ২০০ কোটি টাকা খরচ হবে। তবে এক্ষেত্রেও বাড়তে পারে উপভোক্তার সংখ্যা। তাই প্রায় ১৪ হাজার কোটি টাকার বাজেট ধরেই এই কাজে নামতে চলেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। এই খরচও সংশোধিত বাজেটে তুলে ধরা হবে বলে জানা গিয়েছে।

একইসঙ্গে গ্রামীণ রাস্তা তৈরির ক্ষেত্রেও রাজ্য সরকার নতুন করে কাজে হাত দিতে পারে। কেননা বন্যার জেরে কিবা উত্তরবঙ্গ, কিনা দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় রাস্তা কার্যত ধুয়ে মুছে গিয়েছে। সেই রাস্তা স্তার কাজের জন্যও রাজ্য সরকারকে প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকা অতিরিক্ত খরচ করতে হবে। মনে করা হচ্ছে সেই বিষয়টিও সংশোধিত বাজেটে ঠাঁই পাবে। এর পাশাপাশি রাজ্য সরকারের অনান্য যে সব আর্থসামাজিক প্রকল্প রয়েছে সেই সব প্রকল্পের খরচের ক্ষেত্রেও কিছু কিছু সংশোধনী থাকবে। উল্লেখ্য, আগামী বছরে লোকসভা বা বিধানসভার নির্বাচন না থাকায় নির্দিষ্ট সময়েই রাজ্য বিধানসভায় বাজেট পেশ করার কথা আছে। অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি মাসেই বাজেট পেশ হবে রাজ্যের। সেই বাজেট ২০২৬ সালের রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনের আগে শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেট হতে চলেছে। আর সেখানেই একাধিক চমক থাকতে পারে বলেও মনে করা হচ্ছে।

# সরকারি হাসপাতালে 'সেন্ট্রাল রেফারেল সিস্টেম' চালুর উদ্যোগ

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** সরকারি হাসপাতালে রোগী রেফার সংক্রান্ত সমস্যার অবসান ঘটাতে রাজ্যে এবার কেন্দ্রীয়ভাবে রেফার করার ব্যবস্থা বা 'সেন্ট্রাল রেফারেল সিস্টেম' চালু হচ্ছে। পাইলট প্রকল্প হিসাবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার হাসপাতালগুলিতে এই প্রক্রিয়া চালু হচ্ছে। যার জন্য প্রশিক্ষণ পর্ব ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। জানা গিয়েছে, এই ব্যবস্থা যদি সফল হয় তাহলে চলতি বছর নভেম্বর থেকেই রাজ্য জুড়ে 'সেন্ট্রাল রেফারেল সিস্টেম' চালু করা হবে। আরজি কর হাসপাতালের ঘটনার পর জুনিয়র চিকিৎসকদের তরফে যে দশ দফা দাবি তোলা হয়েছে তার মধ্যে এই সেন্ট্রাল রেফারেল সিস্টেম অন্যতম। এবার সেই দাবি মেনে নিল রাজ্য সরকার।

সূত্রের খবর, এই ব্যবস্থা শুরু হলে রোগীর পরিবারও জানতে পারবে কেন অন্য হাসপাতালে রেফার করা হচ্ছে। কারণ, এরআগে একাধিকবার অভিযোগ উঠেছে রোগীর আশঙ্কাজনক হলে অনেকক্ষেত্রেই জেলা বা স্থানীয় হাসপাতালগুলি কলকাতার বড় হাসপাতালে রোগী রেফার করে দেয়। তবে সেইসময় রোগীর পরিবার জানতে পারে না কেন অন্য হাসপাতালে রেফার করা হচ্ছে। আর তাতেই ঘটে বিপত্তি। এছাড়াও এটি চালু হলে মিলবে বেশ কিছু সুবিধা। প্রথমত, কেন রোগীকে অন্য হাসপাতালে পাঠান হল তা নিয়ে লিখিত নথি থাকবে। দ্বিতীয়ত, রোগীর পরিবার সঠিক কারণটা জানতে পারবেন। তৃতীয়ত, এই সিস্টেম চালু হলে কোন হাসপাতালে কোন বেড খালি, কোথায় কতজন রোগী নেওয়া যাবে। একথায় বেশ উপকৃত হবেন রোগীর পরিবার।

# টিটাগড় মহাবীর সমাজ সমিতির ভাবনা 'এবার পুজো নয় বিচার চাই'

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** টিটাগড় মহাবীর সমাজ সমিতির দুর্গাপুজো এবারে ৫০ তম বর্ষে পদার্পন করলো। এই পুজো কমিটির সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের ভাবনা 'এবার পুজো নয়, বিচার চাই'। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া আরজি কর কান্ড এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের ওপর নেমে আসা নির্যাতন এখানে পটশিল্পের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বর্তমান সমাজে নারী নির্যাতন ক্রমশ বেড়েই চলেছে। বিচার চাই, বিচার চাই আওয়াজ তুলে প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে সোচ্চার হচ্ছেন সমাজের সকল স্তরের মানুষ। অন্যদিকে সমাজে নারীরা কখনও মা, আবার কখনও মেয়ে, আবার কখনও কারও স্ত্রী রূপে অবতীর্ণা হন। নারীদের সেই সমস্ত রূপ কাট আউট এবং মডেলের মাধ্যমে মন্ডপের ভেতরে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মন্ডপ সজ্জার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই প্রতিমা গড়া হয়েছে। এখানে প্রতিমা 'মাতৃরূপিনী স্নেহময়ী মা'। পুজো কমিটির সম্পাদক রূপেশ সাউ বলেন, সমাজের নারী নির্যাতনকে সামনে রেখেই থিম করা হয়েছে। দু'মাস সময় লেগেছে এই থিম গড়তে। আর জি কর কান্ড ঘটার এনেক আগেই তারা 'নারী নির্যাতন' থিম করার চিন্তা ভাবনা করেছিলেন। তার মধ্যেই ঘটে গেল এই আর জি কর কান্ড।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৮ অক্টোবর ২০২৪ ২১ আশ্বিন ১৪৩১ মঙ্গলবার

# রাত্তিরের সাথী প্রকল্পের কাজ চলছে জোরকদমে, শীঘ্রই বাস্তবায়নের ইঙ্গিত

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে রাত্তিরের সাথী প্রকল্প চালু করেছে রাজ্য সরকার। ওই প্রকল্পের আওতায় সিসিটিভি ক্যামেরা-সহ নিরাপত্তা পরিকাঠামো ঢেলে সাজানোর কাজের সিংহভাগই শেষ হয়েছে বলে জানালেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। আগামী তিন দিনের মধ্যে ওই প্রকল্পের ৯০ শতাংশ কাজ শেষ হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

সোমবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করে মুখ্যসচিব জানান, 'রাত্তিরের সাথী' নিয়ে এদিন আরও একবার পর্যালোচনা বৈঠক হয়েছে। যেখানে স্বাস্থ্য সচিবও ছিলেন। এই প্রকল্পে ইতিমধ্যে ১১৩ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। ৪৫ শতাংশের বেশি সিসিটিভির কাজ হয়ে গেছে। এছাড়া ওয়াশরুম তৈরির কাজ ৬৫ শতাংশ এগিয়ে গেছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। আগামী ১০ অক্টোবরের মধ্যে ৯০ শতাংশ কাজ হয়ে যাবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যসচিব। তিনি এও বলেন, ১৫ অক্টোবর থেকে পাইলট প্রজেক্টের কাজ শুরু হবে। সব ঠিক হলে প্যানিক বটন-এর কাজ শুরু হবে পয়লা নভেম্বর থেকে।

সম্প্রতি রাজ্যের হাসপাতালগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে ৭ সদস্যের টিম গঠন করেছে নবান্নে। অবসরপ্রাপ্ত রাজ্য পুলিশের ডিজি তথা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সিভিল সার্ভিস স্টাডি সেন্টারের চেয়ারম্যান সুরজিৎ কর পুরকায়স্থকে মাথায় রেখে এই কমিটি গঠন করা হয়েছে। তদন্তকারী দলে রাজ্য পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত ডিজি ছাড়াও রয়েছেন কর্নেল এন পাল সিং, জয় বিশ্বাস, তাপস মাইতি, পুষ্পা, সৌম্য ভট্টাচার্য ও খলিদ কাইজার।

গত মাসে আবার 'রাত্তিরের সাথী' প্রকল্পের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে জরুরি বৈঠক ডাকেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রোগী পরিষেবা থেকে হাসপাতালগুলির পরিকাঠামো এই মুহূর্তে ঠিক কোন পর্যায়ে, কতটা এগিয়েছে 'রাত্তিরের সাথী' প্রকল্পের কাজ? এসব একাধিক বিষয় নিয়েই ওই বৈঠকে আলোচনা হয়। রাজ্যের মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখার নির্দেশও যেমন সেখানে রয়েছে তেমনি স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য কাজের পরিবেশ তৈরির নির্দেশ-সহ একাধিক গাইডলাইনস দিয়েছে নবান্ন। সমস্ত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল পরিদর্শন করে আগামী দু'মাসের মধ্যে নবান্নে রিপোর্ট জমা দেবে তদন্তকারী দল।

# আরটিজিএস করতে গিয়ে অন্য অ্যাকাউন্টে টাকা

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** এক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের চরম গাফিলতির দৃশ্য সামনে এল। ইউকো ব্যাঙ্কের পানিহাটি শাখায় অ্যাকাউন্ট রয়েছে ব্যবসায়ী চন্দ্রপ্রকাশ আগরওয়ালের। তাঁর ব্যবসা মূলত নানা ধরনের নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্যের। সেখান থেকেই ব্যবসার ক্ষেত্রে সমস্ত ধরনের লেনদেন করে থাকেন তিনি। সেই মতো গত শুক্রবার অর্থাৎ ৪ অক্টোবর এমনই এক লেনদেন করতে যান চন্দ্রপ্রকাশ। এই লেনদেনের টাকার অঙ্ক ছিল ৯ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা। এই টাকা আরটিজিএস পদ্ধতিতে এইচডিএফসি ব্যাঙ্কের একটি অ্যাকাউন্টে পাঠাতে যান তিনি। যে অ্যাকাউন্টটিতে টাকা পাঠানোর কথা ছিল তাঁর তার নম্বর হল ০২১৯৮৬৪০০০০৩২১। এই অ্যাকাউন্টটি এইচডিএফসি ব্যাঙ্কে রয়েছে জয় মা কালী স্টোর্সের নামে। এই আরটিজিএস করার জন্য ব্যবসায়ী চন্দ্রপ্রকাশ আগরওয়াল প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পূরণ করে ব্যাঙ্কেরই এক কর্মচারির হাতে দিয়ে আসেন। সাধারণত এই কাজ তৎক্ষণাৎ হয় না বলে আর ব্যাঙ্কে অপেক্ষা করেননি চন্দ্রপ্রকাশবাবু। সমগ্র ঘটনা বিকেল সোয়া তিনটে থেকে সাড়ে তিনটের মধ্যে সম্পন্ন করে তিনি ব্যাঙ্ক থেকে চলে আসেন বলেও জানান। এরপর সন্ধে নাগাদ তাঁর কাছে ইউকো ব্যাঙ্কের তরফ থেকে একটি মেসেজ আসে। যেখানে দেখানো হয় তাঁর টাকা ট্রান্সফার হয়েছে। তবে সমস্যা হল ওই টাকা ট্রান্সফার করা হয়েছে একেবারে অন্য একটি অ্যাকাউন্টে। পার্ক সার্কাসের অ্যাক্সিস ব্যাঙ্কের অ্যাকনেটের অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছে এই বিপুল অঙ্কের টাকা। এমন মেসেজ হাতে পাওয়ার পরই একেবারে হতভম্ব হয়ে যান চন্দ্রপ্রকাশবাবু। দ্রুত ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের সঙ্গে ফোনেই যোগাযোগ করেন। তখনই ব্যাঙ্কের তরফ থেকে জানানো হয়, ঠিক যেমনটি তিনি ফর্মে লিখেছিলেন তা মেনেই পাঠানো হয়েছে টাকা। এরপরই ব্যাঙ্কে গিয়ে হাজির হন চন্দ্রপ্রকাশবাবু এবং তাঁর ভাগ্নে দীপক আগরওয়াল। সেখানে ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের কাছে সমগ্র ঘটনাটি জানতে চাওয়া হলে ব্যাঙ্কের যিনি কর্মচারি এই আরটিজিএস সামলাচ্ছেন তিনি জানান, 'চন্দ্রপ্রকাশবাবু ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওই ব্যাঙ্কে আসেন অপর এক ব্যক্তি। যিনি চন্দ্রপ্রকাশবাবুর কর্মচারি হিসেবে নিজের পরিচয়ও দেন। সঙ্গে এও জানান, আরটিজিএস পদ্ধতিতে যাঁর কাছে এই টাকা পাঠানোর কথা সেখানে ত্রুটি রয়েছে। ফলে তিনি ওই ফর্ম আবার ভর্তি করতে চান। তাঁর দাবি মেনেই নাকি ব্যাঙ্কের তরফ থেকে অপর একটি ফর্ম ফিলাপ করতে দেওয়া হয়। সেই নতুন ফর্মে যে কোম্পানির নাম লেখা হয়েছে সেখানেই টাকা পাঠানো হয়েছে।' এখানেই চন্দ্রপ্রকাশবাবুর প্রশ্ন, যেখানে চেকের সঙ্গে নতুন করে ওই ফর্মের সই মিলছে না তা কী করে মান্যতা পেল? শুধু তাই নয়, এমন কিছু ঘটনা ঘটলে চন্দ্রপ্রকাশবাবু যেখানে তাঁর ফোন নম্বর উল্লেখ করে এসেছেন স্পষ্টভাবেই, তখন তাঁকে ফোন করা হল না কেন? এ প্রশ্নের কোনও সঠিক উত্তর দিতে চায়নি ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ। এমনকি অভিযোগ, কাকে কোথায় টাকা পাঠানো হয়েছে বা সেই সংক্রান্ত নথিও চন্দ্রপ্রকাশবাবুর হাতে দিতে চায়নি ব্যাঙ্ক। এই ঘটনায় দু-পক্ষের তীব্র বাদানুবাদের পরই নথি হাতে আসে চন্দ্রপ্রকাশবাবুর, অন্তত এমনটাই জানিয়েছেন তিনি। আর সেই নথিতে এটা স্পষ্ট যে চেকের সইয়ের সঙ্গে মিলছে না ওই ফর্মের সই। শুধু তাই নয়, সিলমোহর চন্দ্রপ্রকাশবাবুর নামের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে তাও সম্পূর্ণ ভিন্ন। এতো কিছুর পরও ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ এই বিপুল অঙ্কের টাকা জয় মা কালী স্টোর্সের নামে না পাঠিয়ে তা পাঠিয়েছে অ্যাক্সিস ব্যাঙ্কের অ্যাকনেটের অ্যাকাউন্টে। এরপরই ৫ অক্টোবর যাবতীয় তথ্যসহ খড়দহ থানায় অভিযোগ দায়ের করেন চন্দ্রপ্রকাশবাবু। এই ঘটনায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৩১৮(৪) এবং ৩১৬(২) ধারায় মামলা রুজু হয়। সমগ্র ঘটনা জানানো হয়েছে ইউকো ব্যাঙ্কের গ্রিভ্যান্স সেলেও। অভিযোগ জানানো হয়েছে আরবিআইতেও। সমগ্র ঘটনা জানানো হয় সাইবার ক্রাইমেও।

তবে এই ঘটনায় চন্দ্রপ্রকাশবাবুর প্রশ্ন, আরটিজিএস করার পর কোনও ধরনের সমস্যা তৈরি হলে ব্যাঙ্কের যোগাযোগ করার কথা যে অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা পাঠানো হচ্ছে তার মালিকের সঙ্গে। তা না করে অপর এক অপরিচিতের কথায় কী করে এমন ঘটনা সম্ভব হল তা নিয়েই। সঙ্গে এ প্রশ্নও উঠে গেল, সরকারি ব্যাঙ্কেও টাকা গায়েব করে দেওয়ার জন্য কোনও প্রতারণা চক্র গজিয়ে উঠেছে কি না তা নিয়েও। এদিকে তদন্ত শেষ হওয়ার অপেক্ষায় প্রতারিত চন্দ্রপ্রকাশবাবু।

# চিকিৎসকদের উদ্যোগে মণ্ডপে পৌঁছচ্ছে অভয়ার মায়ের বার্তা

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** এবার মণ্ডপে মণ্ডপে শোনা যেতে পারে অভয়ার মায়ের বার্তা। তিনি তাঁর মেয়ের সুবিচারের জন্য মা দুর্গার কাছে আবেদন জানিয়েছেন। সেখানে মায়ের কণ্ঠে শোনা গেছে, 'অসুর নিধন করে যেন মা যান।' একইসঙ্গে এই প্রার্থনা করার জন্য সবার কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন। পুজো কমিটিগুলি চাইলে নিহত চিকিৎসক তরুণীর মায়ের এই অডিয়ো বার্তা শোনা যাবে মণ্ডপে মণ্ডপে। অন্যদিকে পুজোয় ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত পানিহাটির বাড়ির সামনে মঞ্চে ধরনায় বসবেন অভয়ার মা-বাবা।

এদিকে যে অডিয়ো বার্তা তৈরি করেছেন নির্যাতিতার মা তাতে শোনা যাচ্ছে, 'আমি তিলোত্তমার মা বলছি। আমার মেয়ে কি সত্যিই চলে গিয়েছে? না। যাঁরা আন্দোলনকারী, যাঁরা আমার মেয়ের জন্য লড়ছেন, আমার মেয়েকে নিজের মেয়ে মনে করেছেন, তাঁদের মধ্যেই আমার মেয়ে বেঁচে রয়েছে। তবে আমার অনেক আশা ছিল। পুজো নিয়ে মেয়ে অনেক পরিকল্পনা করেছিল এবার। সবার সঙ্গে আনন্দ করবে। নিজের হাতে সব কাজ করবে। কিন্তু, পুজোর আগেই আমার দুর্গার বিসর্জন হয়ে গিয়েছে। তবে তার জন্য আমি যাতে সুবিচার পাই, সেজন্য আপনারা রাস্তায় নেমেছেন।'

এরই পাশাপাশি চিকিৎসকদের আন্দোলন নিয়ে ওই অডিয়ো বার্তায় তিনি বলেন, 'সমস্ত চিকিৎসক আন্দোলন করছেন। তাঁরা তো আন্দোলন করার জন্য ডাক্তার হননি। কিন্তু, পরিস্থিতি তাঁদের রাস্তায় নামতে বাধ্য করেছে।' অডিয়ো বার্তার শেষে অভয়ার মা'কে বলতে শোনা যায়, 'সমস্ত জনসাধারণকে বলব, পুজোর সময় যাঁরা ঠাকুরের কাছে গিয়ে দাঁড়াবেন, তাঁরা নিজেদের মেয়ে, আমার মেয়ে যাতে সুবিচার পায়, তার জন্য প্রার্থনা করবেন। আর এই পৃথিবীতে যে অসুর হয়েছে, সেই অসুর নিধন যেন মা করে যান, তার জন্য প্রার্থনা করতে সবাইকে অনুরোধ জানাব।'

একইসঙ্গে চিকিৎসক সংগঠনগুলির তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, এই অডিয়ো বার্তা প্রতিটি পুজো মণ্ডপে তুলে দেবেন আন্দোলনরত চিকিৎসকরাই। অনুরোধ করা হবে, প্রতি ঘণ্টায় এই অডিয়ো বার্তা বাজানোর জন্য। যাঁরা এই প্রস্তাবে রাজি হবে, সেই সব পুজো কমিটিতে শোনা যাবে অভয়ার মায়ের এই অডিয়ো বার্তা।

# কুলতলির ঘটনায় এখনই জনস্বার্থ মামলা নয়: হাইকোর্ট

**নিজস্ব প্রতিবেদন: কুলতলিতে নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় জনস্বার্থ মামলার এখনই অনুমতি দিল না কলকাতা হাইকোর্ট। প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের মন্তব্য, আগে ময়নাতদন্ত হোক। কারণ, সবেমাত্র তদন্ত শুরু হয়েছে। এখনই আলাদা করে কোনও নির্দেশ নয়। এদিকে কেন কুলতলি মামলায় পকসো ধারায় মামলা রুজু করা হয়নি, এই অভিযোগ তুলে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করতে চাইলেন উদয়শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় এবং অনামিকা পান্ডে নামে দুই আইনজীবী। এই ঘটনায় প্রধান বিচারপতি নির্দেশ দেন, প্রয়োজনে ছুটির পর আসার।**

**আদালত সূত্রে খবর, জয়নগরে নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় প্রধান বিচারপতির নির্দেশে রবিবার বিশেষ বেঞ্চে শুনানি হয়। এদিনের এই শুনানিতে পুলিশের ভূমিকায় অসন্তোষ প্রকাশ করে কলকাতা হাইকোর্ট। পকসো আদালতে মামলা স্থানান্তরের নির্দেশ দেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। বিচারপতির প্রশ্ন, সুরতহাল রিপোর্টে যৌন নির্যাতনের ইঙ্গিত, তবুও কেন পকসো আইনে মামলা রুজু করেনি পুলিশ, তা নিয়েও ওঠে প্রশ্ন। এরপরই কল্যাণী জেএনএম হাসপাতালে ময়নাতদন্তের নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। এইমসের বিশেষজ্ঞরা ময়নাতদন্ত করছেন। প্রসঙ্গত, গত শুক্রবার কুলতলিতে এক নাবালিকার দেহ উদ্ধার হয়। তাকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ ওঠে। শনিবার থেকে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। পুলিশ ফাঁড়িতে ভাঙচুর চালিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।**

# পুজোর আগে জামিন পেলেন না পার্থ-সুবীরেশ-কল্যাণময়-শান্তিপ্রসাদ

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** নিয়োগ দুর্নীতিতে গ্রেফতার পার্থ চট্টোপাধ্যায়, সুবীরেশ ভট্টাচার্য, কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়, এসপি সিনহাদের জামিন মামলার শুনানি শেষ। তবে রায়দান স্থগিত রাখেন বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অপূর্ব সিনহা রায়ের ডিভিশন বেঞ্চ। এদিকে ২০২২ সাল থেকে এই চারজনই জেলে। সিবিআই তদন্ত করছে বলে, ট্রায়াল এখনও শুরু করা যায়নি। অবিলম্বে ট্রায়াল শুরু করার দাবি জানান আইনজীবী। আদালত সূত্রে খবর, এই মামলায় মোট ১৩৭ জন সাক্ষী রয়েছেন। তদন্ত এখনও চলছে। আদালতে পাল্টা সওয়াল করেন কেন্দ্রীয় এজেন্সির আইনজীবী।

আদালত সূত্রে খবর, নিয়োগ দুর্নীতিতে জামিনের আবেদন করেন সুবীরেশ-পার্থরা। এই ধরনের মামলার ক্ষেত্রে যেহেতু সুবীরেশ ভট্টাচার্য কিংবা কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়রা সরকারি আধিকারিক ছিলেন, তাই রাজ্যের ক্ষেত্রে একটা অনুমতির প্রয়োজন ছিল। দীর্ঘদিন এই বিষয়টি নিয়ে মামলা চলে। এরপর সোমবার হাইকোর্টের বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অপূর্ব সিনহা রায়ের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, সিবিআই ও সমস্ত পক্ষের বক্তব্য শোনা হয়েছে। তবে রায়দান স্থগিত রাখা হল। পুজোর পরে এই মামলার রায়দান হবে।

প্রসঙ্গত, দীর্ঘদিন ধরেই পার্থদের জামিনের মামলা ঝুলেই রয়েছে। পার্থের জামিনের বিরুদ্ধে এতদিন সিবিআইয়ের তরফে আদালতে সওয়াল করা হত, তিনি প্রভাবশালী।

পার্থ জামিনে মুক্তি পেয়ে গেলে তিনি নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তকে প্রভাবিত করতে পারেন। সাক্ষীদের উপরও প্রভাব খাটাতে পারেন। নষ্ট করতে পারেন তথ্যপ্রমাণ। গত শুনানিতে সিবিআইয়ের এই যুক্তি উড়িয়ে দেন পার্থের আইনজীবী। তাঁর সওয়াল, পার্থ এখন মন্ত্রী নন। কোনও রাজনৈতিক প্রভাবশালী নেতাও তাঁর পাশে নেই। তিনি এখন একা। ফলে তাঁর বিরুদ্ধে যে 'প্রভাবশালী' তকমা রয়েছে, তা সঠিক নয়।

# আরজি করে ভাঙচুর, ৫০ জনের অন্তর্বর্তীকালীন জামিন মঞ্জুর

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** আরজি কর হাসপাতালে ১৪ অগাস্ট রাতে ভাঙচুরের ঘটনায় সকল অভিযুক্তের অন্তর্বর্তীকালীন জামিন মঞ্জুর করল শিয়ালদা আদালত। মোট ৫০ জনের জামিন হয় সোমবার। টালা, শ্যামপুর, উল্টোডাঙা-মোট তিনটে থানায় মামলা হয়েছিল। সবারই অন্তর্বর্তীকালীন জামিন মঞ্জুর হয় এদিন। অন্যদিকে, আরজি কর মামলায় এদিন ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়ের নামে চার্জশিট পেশ করেছে সিবিআই। আরজি কর মামলায় প্রথম চার্জশিট সিবিআই-এর। ৫৮ দিনের মাথায় প্রথম চার্জশিট পেশ। চার্জশিটে 'গণধর্ষণ তত্ত্ব' খারিজ করে দিয়েছে সিবিআই।

অভয়া কাণ্ডের ঘটনার পর ১৪ অগাস্ট রাতে 'রাত দখল'-এর ডাক দেন প্রতিবাদী থেকে সাধারণ মানুষ। সেদিন রাতেই আরজি করে হামলার ঘটনা ঘটে। সেদিন এই ঘটনার প্রতিবাদের জনজোয়ার দেখা যায় কলকাতায়। রাতে দিকে দিকে পথে নামেন মহিলারা। সেই সময় একদল দুষ্কৃতী হঠাৎ হামলা করে হাসপাতালে। ভাঙচুর করা হয় হাসপাতালে ইএনটি বিভাগ থেকে শুরু করে সব। মারধর করা হয় সাংবাদিকদেরও। বাদ যাননি পুলিশ আধিকারিকরাও। একাধিক পুলিশ কর্মী গুরুতর জখম হন। প্রায় ৩ হাজার দুষ্কৃতী হামলা চালায় বলে অভিযোগ। সঙ্গে এ অভিযোগও ওঠে, এই দুষ্কৃতীদের লক্ষ্য ছিল সেমিনার রুম। তবে ভাঙচুর চালানো হয় আরজি কর হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগে। এরপরই এই ঘটনায় তিনটি পৃথক মামলা রুজু হওয়ার সঙ্গে অভিযুক্তদের খোঁজে নামে কলকাতা পুলিশ। ফেসবুকে ছবি দিয়ে পোস্টও করে খোঁজ চালানো হয় এই দুষ্কৃতীদের। সঙ্গে চলে গ্রেপ্তারের পালা। প্রসঙ্গত, সোমবারের আগে ভাঙচুরের ঘটনায় চারজনকে জামিন দিয়েছিল আদালত।

# পুজোতে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস

**নিজস্ব প্রতিবেদন: পুজোতেও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস। তবে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা নেই বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। সম্ভাবনা নেই একটানা বৃষ্টির। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী পুজোর মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। একইসঙ্গে হাওয়া অফিসের কর্তারা এও জানাচ্ছেন শুক্রবার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা সামগ্রিকভাবে অনেকটাই কম থাকছে।**

**এদিকে ঘূর্ণাবর্ত ও অক্ষরেখার প্রভাবে সোমবারেও মেঘলা আকাশ ছিল গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে। তবে হাওয়া অফিস সূত্রে খবর, সোমবার থেকেই বৃষ্টির সম্ভাবনা ও পরিমাণ কমবে। একইসঙ্গে এও জানানো হয়েছে, তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকায় অস্বস্তি হতে পারে সামনের সপ্তাহের দিনগুলিতে। তবে রাতে ও সকালের দিকে আবহাওয়ার সামান্য পরিবর্তন হবে। এরমধ্যে স্বস্তির খবর একটাই পুজোয় দুর্যোগের সম্ভাবনা নেই।**

# আরজি কর কাণ্ডে বিনীতের কাছে উত্তর চাইল হাইকোর্ট

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসকের নাম প্রকাশ করেছিলেন কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন কমিশনার বিনীত গোয়েল। তা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে চলছে জনস্বার্থ মামলা।

এই মামলায় এবার আরজি কর কাণ্ডে নির্যাতিতার নাম পরিচয় প্রকাশ্যে আনার অভিযোগে অভিযুক্ত তদানীন্তন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের কাছেই উত্তর চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। বিনীত গোয়েলের পাশাপাশি মামলাকারী ও কেন্দ্রীয় সরকারকেও এ বিষয়ে হলফনামা দিতে হবে বলে জানাল হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। আগামী ১৩ নভেম্বরের মধ্যে সব পক্ষকে আদালতে হলফনামা জমা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, আইনজীবী অনামিকা পাণ্ডে কলকাতা হাইকোর্টে বিনীতের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি বিভাস পট্টনায়েকের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি চলছে। কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন সিপির বিরুদ্ধে এফআইআর করার আবেদন জানান। তবে কলকাতা হাইকোর্ট সেই সময় সাফ জানিয়ে দেয়, এই মামলা শীর্ষ আদালতে বিচারাধীন। সে কারণে সেই সময় এই মামলাতে হস্তক্ষেপ করেনি কলকাতা হাইকোর্ট। এরপর গত সোমবার সুপ্রিম কোর্টে আর জি কর মামলার শুনানি হয়। ওই শুনানিতে ওঠে বিনীত গোয়েলের প্রসঙ্গ। নির্যাতিতার নাম বলার পরেও কেন তাঁর বিরুদ্ধে একটিও এফআইআর দায়ের হল না, সে প্রশ্ন ওঠে।

এদিকে আইনজীবী জেঠমালানি, এই মামলার দ্রুত শুনানির আর্জি জানান। সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট জানায়, এই মামলা হাইকোর্টের শুনতে কোনও বাধা নেই। সেকথা গত ৪ অক্টোবরের শুনানিতে হাইকোর্টে জানান মামলাকারীর আইনজীবী।

# ইতিহাসের রীতিকেই মণ্ডপে হাজির করল কাঁকুড়গাছি মিলন মেলা সমিতি

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** কিছু কিছু নিয়ম আছে যার ব্যাখ্যা নেই। কিন্তু সেই রীতিই চলে আসছে ধারাবাহিকতায়। সেরকমই এক রীতি হল পতিতালয়ের মাটি ব্যবহার করে মায়ের মূর্তি গড়া। অনেকদিন ধরেই এই রীতি মেনেই হয় দুর্গাপুজো। সেই পতিতাপল্লীর চালচিত্র ফুটে উঠেছে এবার কাঁকুড়গাছি মিলন মেলা সমিতির পুজোতে। এবছর তাদের পুজো ২৯ তম বর্ষে পদার্পন করল। তাদের থিম এবার মাটি ও মা। যার কারিগর প্রবীর সাহা। কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম এবারের পুজোর উদ্বোধন করেন। পুরমাতা সুপ্তি পাণ্ডে, শ্রেয়া পাণ্ডে, বিধায়ক পরেশ পাল, পুরপিতা শান্তি রঞ্জন কুণ্ডু, মেয়র পারিষদ সদস্য স্বপন সমাদ্দার সবাই মণ্ডপে চাক্ষুষ করেছেন পুজোর সময় পতিতালয়ের ইতিহাস। এখনও যে মূর্তিশিল্পীরাই নিষিদ্ধপল্লী থেকে মাটি আনতে যান। প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে এই মাটিতে পূণ্যমাটি বলা হয় কারণ, নিষিদ্ধপল্লীতে যাঁরা গমন করেন,

তাঁরা তাঁদের যাবতীয় পূণ্য যৌনকর্মীর ঘরের দরজার বাইরে রেখে ভেতরে কামনা বাসনার জগতে প্রবেশ করেন। ফলে ওই মাটি মানুষের সব চারিত্রিক গুণে পুষ্ট হয়ে পূণ্য মাটিতে পরিণত হয়েছে। দুর্গা মূর্তি তৈরিতে নিষিদ্ধপল্লীর মাটি ব্যবহার করার পেছনে আরও একটি প্রচলিত বিশ্বাস রয়েছে। এটি হল দুর্গা পুজোর সময় দেবীর যে নয় রূপের পুজো করা হয়, তা 'নবকন্যা' নামে পরিচিত। এই নয় রূপ হল- নটী, ধোপানি, ব্রাহ্মণী, শুদ্রানী, গোয়ালিনী, কাপালিনি, নাপিতানি, মালিনী ও পতিতা। তাই সমাজের সামনে তুলে ধরতে চায় কাঁকুড়গাছি মিলন মেলা সমিতির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তারা। যাদের মধ্যে রয়েছেন অনিন্দ্য সেনগুপ্ত, অভিজিৎ দাস, শুভেন্দু দে, শুভ, সমীররা। কাঁকুড়গাছি মিলন মেলা সমিতির অভিনব ভাবনা পুরনো রীতিকে আর নিষিদ্ধপল্লীর পরিবেশকেই তুলে ধরায় অনেকেই অজানাকে জানতেও পেরেছেন।

# গ্রেপ্তার পার্ক স্ট্রিট থানার এসআই

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** একের পর এক নির্যাতনের ঘটনায় উত্তপ্ত বঙ্গ রাজনীতি। এমনই এক প্রেক্ষিতে শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেপ্তার পার্ক স্ট্রিট থানার খোদ সাব ইন্সপেক্টর। সিভিক ভলান্টিয়ারকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাঁকে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ৪ এবং ৫ অক্টোবর রাতে ঘটনাটি ঘটে। পার্ক স্ট্রিট থানা এলাকায় একটি বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অভিযুক্ত সাব ইন্সপেক্টর। সেখানে উপস্থিত ছিলেন অভিযোগকারিনী মহিলা সিভিক ভলান্টিয়ারও। অভিযোগ, তাঁকে শ্লীলতাহানি করেন অভিযুক্ত সাব ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার এক আধিকারিক। তাঁকে সাব ইন্সপেক্টরদের রেস্ট রুমে ডেকে পাঠানো হয় বলে অভিযোগ। পুজো উপলক্ষে নতুন পোশাক দেওয়া হয় ওই মহিলা সিভিক ভলান্টিয়ারকে। সেই সময়ই যেভাবে স্পর্শ করা হয় তা শ্লীলতাহানির সামিল বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় রাজ্যের নিরাপত্তা নিয়ে ফের প্রশ্ন উঠেছে। প্রশ্ন উঠেছে, খোদ থানার অন্দরেই যদি এমন ঘটনা ঘটে, তাহলে শহরের মহিলাদের নিরাপত্তা কোথায় তা নিয়েও।

# বাবার বকুনি-মার, নিখোঁজ নাবালিকা

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বাবার বকুনি ও মার খাওয়ার পর রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ ১০ বছরের নাবালিকা। ঘটনাটি ঘটেছে নিউটাউনে। এরপরই নিউটাউন থানার পুলিশের তরফ থেকে শুরু হয় তল্লাশি। সব দিক খতিয়ে দেখার পরেও খোঁজ পাওয়া যায়নি ওই নাবালিকার।

এই নাবালিকার কোনও খোঁজ না মেলায় পুলিশের তরফ থেকে বিভিন্ন জায়গায় নিখোঁজের পোস্টারও মারা হয়। খুঁজে দিতে পারলে নিউটাউন থানার পুলিশের তরফ থেকে পুরস্কৃত করা হবে বলে জানানো হয়। নাবালিকার বাবা হারান কাহারের দাবি, ২৮ সেপ্টেম্বর ১০ বছরের নাবালিকা মন্দিরা কাহার তাঁর কাছে বকা খায়। তিনি কয়েকটি চড়ও মারে। তারপর থেকে মেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। পরিবারের তরফ থেকে ১ অক্টোবর বিকেলে নিউটাউন থানায় জানানো হলে সঙ্গে সঙ্গে এফআইআর করে তদন্ত শুরু করে।

এদিকে সূত্র মারফৎ পুলিশ জানতে পেরেছে, ওই নাবালিকাকে নিউটাউন জ্যোতিনগর এলাকার একটি মেলাতে সন্ধ্যে বেলায় এক যুবকের সঙ্গে দেখা যায়। এরপর পুলিশের তরফে এলাকার সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হয়, এলাকার মানুষদের ছবি দেখিয়ে খোঁজ শুরু করে। কোনও খোঁজ এখনও পাওয়া যায়নি। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই যুবকের ছবিও আঁকানো হয়েছে। তারও খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ।

এলাকার সকল সিসিটিভি খতিয়ে দেখার পরও কোনও সূত্র পাওয়া যায়নি। অবশেষে পুলিশের তরফে সোশ্যাল মিডিয়ার সাহায্যও নেওয়া হয়েছে, বিভিন্ন জায়গায় পোস্টারিং করা হয়েছে।

তবে এই ঘটনায় প্রশ্ন উঠছে, ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে নিখোঁজ থাকলেও, পরিবার কেন ১ অক্টোবর নিখোঁজ ডাইরি করল থানায়? কেন ওই নাবালিকাকে মেরেছিল বাবা? কাদের সঙ্গে ওই নাবালিকার মেলামেশা ছিল এই সব বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

## সম্পাদকীয়

# যারা সাম্প্রদায়িক তারা ঈশ্বরকে ভালবাসে না, মানুষকেও ভালবাসে না

উত্তরপ্রদেশের আমরোহার এক বেসরকারি স্কুল থেকে পাঁচ বছরের একটি শিশুকে টিফিনে নিয়মিত বিরিয়ানি-সহ আমিষ খাবার আনার অপরাধে বরখাস্ত করা হয়েছিল। অভিযোগ, ওই শিশুটি নাকি ভিন ধর্মের সহপাঠীদের ধর্ম পরিবর্তন করে মুসলিম হয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিত। পাঁচ বছরের একটি শিশুর বিরুদ্ধে এই অভিযোগের সত্যতা কতখানি, সে বিষয়ে সন্দেহ জাগে! উত্তরপ্রদেশের আমরোহার এক বেসরকারি স্কুল থেকে পাঁচ বছরের একটি শিশুকে টিফিনে নিয়মিত বিরিয়ানি-সহ আমিষ খাবার আনার অপরাধে বরখাস্ত করা হয়েছিল। অভিযোগ, ওই শিশুটি নাকি ভিন ধর্মের সহপাঠীদের ধর্ম পরিবর্তন করে মুসলিম হয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিত। পাঁচ বছরের একটি শিশুর বিরুদ্ধে এই অভিযোগের সত্যতা কতখানি, সে বিষয়ে সন্দেহ জাগে! সরকারের প্রশ্রয় না থাকলে এই সব যে ঘটা সম্ভব নয়, সেটা সবাই জানে। ঘটনাগুলি ভারতের উদার আকাশে যে রক্তমেঘের সঞ্চার করছে, তার পরিণতি এক দিন ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করতে পারে, সেটা কি শাসক দল বুঝতে পারছে না? ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতাকে মূলধন করে রাজনৈতিক দলসমূহ ন্যূনতম মানবতাবোধ ও বিবেকবোধ বিসর্জন দিয়ে যে সব কাজ করে চলেছে, তাতে ধর্মনিরপেক্ষ ভারতকে কালিমালিপ্ত করা ছাড়া অন্য কোনও উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। স্বামী বিবেকানন্দকে অনুসরণ করে বলা যায়, যারা সাম্প্রদায়িক তারা ঈশ্বরকে ভালবাসে না, মানুষকেও ভালবাসে না। হীন রাজনৈতিক উচ্চাশা পূরণের জন্য যাঁরা হিংস্রতাকে মদত দিচ্ছেন, তাঁরা বিজ্ঞানের আলোকিত যুগেও ভারতকে তমসাচ্ছন্ন যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। কেন, সেটা বোধগম্য হচ্ছে না।

## শব্দবাণ-৬৮

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | | ২ | ■ | ৩ | | ৪ |
| | ■ | | ■ | | ■ | |
| ৫ | | | ■ | ৬ | | |
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ৭ | | ৮ | ■ | ৯ | | ১০ |
| | ■ | | ■ | | ■ | |
| ১১ | | | ■ | ১২ | | |

শুভজ্যোতি রায়

**সূত্র—পাশাপাশি:** ১. চোট, ঘা ৩. অনশন ৫. গোর, সমাধি ৬. বিষ্ণু ৭. বিধিবহির্ভূত, বে-আইনি ৯. পাদুকা, খড়ম ১১. হুঁশ ১২. ধ্বনিত, শব্দিত।

**সূত্র—উপর-নীচ:** ১.কিরণ ২. চোর, অপহারক ৩. নিষ্কৃতি ৪. নিকট, সন্নিধান ৭. মজবুত ৮. তিরস্কার, বকুনি ৯. পাখির ডানা ১০. ইশারা।

**সমাধান: শব্দবাণ-৬৭**

**পাশাপাশি:** ২. তড়িচ্চালক ৩. বেডকভার ৬. নগরপাল ৭. খাসকামরা।

**উপর-নীচ:** ১. অভিনন্দন ২. তরবেতর ৪. কপালফেরা ৫. রমণীরত্ন।

## জন্মদিন

### আজকের দিন

*রাজকুমার*

১৯২৬ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা রাজকুমারের জন্মদিন।*
১৯৬৮ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় সমীর দীঘের জন্মদিন।*
১৯৮২ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ বীরবাহ হাঁসদার জন্মদিন।*

# স্বচ্ছ ভারত মিশন-১

## শহর এলাকার বর্জ্য ব্যবস্থাপনার নীল নকশা

**শ্রী তোখন সাহু**
*কেন্দ্রীয় আবাস ও নগরোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী*

স্বচ্ছ ভারত মিশন (এসবিএম) , এর দশম বর্ষপূর্তি পেরিয়ে এসেছি আমরা। ভারতের স্বচ্ছতা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি। ২০১৪ সালের ২ অক্টোবর চালু হওয়া এই কর্মসূচি কেবলমাত্র উদ্যোগ নয়, একটি আন্দোলন , দেশের প্রত্যেক নাগরিককে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যকর এবং বিকশিত ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্যে এগিয়ে আসার আহ্বানও বটে। বর্তমানে এসবিএম আরও বৃহদাকারে ছড়িয়ে পড়েছে। কেবলমাত্র শৌচাগার নির্মাণ বা এর ব্যবহারের সীমা থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে জনগণকে যথাযথ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অভ্যাসেও সাহায্য করছে এই উদ্যোগ। প্রধানমন্ত্রী সামনে থেকে এই উদ্যোগকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, যার ফলে ভারতে খোলা জায়গায় শৌচমুক্ত এলাকা গড়ে উঠেছে।

শহর এলাকায় এসবিএম যথাযথ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে কাজ করছে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা থেকে শুরু করে বর্জ্য থেকে শক্তি কারখানা স্থাপন সহ নানা উদ্যোগ বর্তমানে নেওয়া হচ্ছে। ২০১৪ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর অক্লান্ত পরিশ্রম ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বের ফলেই এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত করা সম্ভব হচ্ছে। স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ একটি বার্ষিক স্বচ্ছতা সমীক্ষা। এই উদ্যোগ বিভিন্ন শহরগুলির মধ্যে স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা গড়ে তুলেছে। তাঁদেরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে এবং নির্দিষ্ট মানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য উৎসাহিত করছে। স্বচ্ছতার পাশাপাশি সুস্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং পরিবেশ সংরক্ষণকেও উজ্জীবিত করেছে এই উদ্যোগ।

এসবিএম , এ বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণ কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করছে। স্কুল পড়ুয়া থেকে শুরু করে মহিলাদের গোষ্ঠী এবং দেশের সাধারণ নাগরিক সকলেই এই স্বচ্ছতা কর্মসূচির গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছেন। রাজ্য সরকারগুলি স্থানীয় স্তরে এই জাতীয় নীতি রূপায়িত করছেন। স্পষ্ট রূপরেখা এবং শহর-ভিত্তিক নির্দিষ্ট স্বচ্ছতা কৌশল গড়ে তোলার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর মানোন্নয়ন করা হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে , জনশৌচালয় এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সুবিধা। পুর এলাকার কর্মী এবং সাফাই কর্মচারীদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানের কর্মসূচিও গ্রহণ করা হচ্ছে। কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনায় রাজ্যগুলি অবিরাম মূল্যায়ন করছে। স্বচ্ছ সর্বেক্ষণের মতো বিশেষ ব্যবস্থার সাহায্যে এই মূল্যায়ন প্রক্রিয়া চলছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রের সঙ্গে একযোগে কাজ করে এই উদ্যোগকে স্থানীয় স্তরে আরও জোরদার করা হচ্ছে। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও সাধারণ নাগরিক একযোগে কাজ করছেন এই লক্ষ্য পূরণের জন্য। সরকারি, বেসরকারি অংশীদারিত্ব প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করছে। পাশাপাশি স্বচ্ছতাকে আরও সকলের জন্য উপলক্ষ্য করে তুলছে। এছাড়াও, সাফাই মিত্র সুরক্ষা শিবিরের মতো উদ্যোগগুলিতে সাফাই কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা হচ্ছে এবং তাঁদের সামাজিক নিরাপত্তার উপকারিতা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা হচ্ছে।

সমাজের প্রান্তিক স্তরের জনগণের কাছে যেন সমানভাবে স্বচ্ছতার গুরুত্ব পৌঁছে দেওয়া যায়, সেই লক্ষ্যে এসবিএম সফলভাবে কাজ করেছে। এই ক্ষেত্রে একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। আমি ছত্তিশগড়ের সুরগুজা জেলার অম্বিকাপুরের একটি ঘটনার কথা এখানে তুলে ধরতে চাই। ২ লক্ষ জনগণের বসবাস এই শহরে। তাঁরা যথাযথভাবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সক্ষম হয়েছেন এবং এই কাজের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃতি অর্জন করেছেন। এই সাফল্যের মূল কৃতিত্ব ৪৭০ জন সাফাই কর্মীর একটি দলের। এই দলটি মহিলা পরিচালিত। তাঁরা যথাযথভাবে শহরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম অম্বিকাপুর পুর এলাকাকে কেবলমাত্র রাজস্ব আদায়ে সাহায্য করেছে তা নয়, তাঁরা জনপরিষেবায় বিনিয়োগও করতে পারছেন। সুসংহত পরিকল্পনার ফলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা ভোগ করছেন এখানকার জনগণ। বর্জ্য সংগ্রহ থেকে শুরু করে তা পৃথকীকরণ ও প্রক্রিয়াকরণ সমস্ত কাজটিই অম্বিকাপুরের মহিলা কর্মীরা পরিচালনা করেন। বর্জ্যকে এখানে ভার হিসেবে না দেখে, সম্পদ হিসেবে দেখা হচ্ছে। এই মানসিকতা তাঁদের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাজে আরও উৎসাহিত করছে। জনগণকে যথাযথভাবে বর্জ্য ফেলার জন্যও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এরফলে, পরিবেশ রক্ষায় তাঁরা কার্যকরভাবে অংশ নিতে পারছেন। অম্বিকাপুরের মহিলাদের নেতৃত্বাধীন এই স্বচ্ছতা উদ্যোগ দ্বি-স্তর ও ত্রিস্তরীয় শহরগুলির জন্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কৌশলের কার্যকর নীল নকশা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পৃথক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী হতে পারে। অম্বিকাপুরের এই মডেলটি স্থানীয় স্তরে সমস্যা মোকাবিলার পথ দেখায়। শহর এলাকার জনসংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা দ্রুত কঠিন হয়ে উঠছে। সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন শহরগুলি অম্বিকাপুরকে নিজেদের অনুপ্রেরণা হিসেবে দেখছে। যথাযথ সমর্থন ও প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে আমরা বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে সম্পদে পরিণত করতে পারে। এর ফলে, স্থানীয় জনগণ ও পরিবেশ দুই-ই উপকৃত হবে।

সমগ্র দেশে মহিলা ক্ষমতায়নের বহু উদাহরণ রয়েছে আমাদের সামনে। স্বচ্ছতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার লক্ষ্য পূরণে এগিয়ে চলার পথে তাঁদের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মহিলারা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন উদ্যোগ, জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির মতো ক্ষেত্রগুলিতে সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাঁরা কেবলমাত্র জনস্বাস্থ্য রক্ষায় অংশগ্রহণ করছেন তা নয়, পাশাপাশি স্বচ্ছতা ও সুস্বাস্থ্যের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। এসবিএম, এর অন্যতম একটি সদর্থক প্রভাব দেখা যায় মহিলাদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে, বিশেষ করে স্বচ্ছতা বজায় রাখার কাজকর্মে। জাতীয় নগর এলাকার আজীবিকা মিশন, এর মতো উদ্যোগ মহিলাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার পাশাপাশি বর্জ্য সংগ্রহ, পৃথকীকরণ ও প্রক্রিয়াকরণের কাজও শিখিয়েছে। সাফাই কর্মী হিসেবে কাজ করে মহিলারা আর্থিকভাবে সক্ষম হয়ে উঠছেন এবং আত্মীয়পরিজন ও বন্ধুবান্ধবের কাছে নিজেদের বিশেষ স্থান তৈরি করতে পারছেন। আত্মমর্যাদা বাড়াতেও এই অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। পাশাপাশি, ভেঙে দিচ্ছে চিরাচরিত লিঙ্গভেদ প্রথা। তাঁরা পরিবারগুলিকে বর্জ্য পৃথকীকরণ, স্বচ্ছতা বজায় রাখা এবং স্বচ্ছতার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তুলছেন। এরফলে, এসবিএম উদ্যোগে তাঁরা আরও কার্যকরভাবে অংশগ্রহণে সক্ষম হচ্ছেন।

পরিশেষে বলা যায়, এসবিএম , এ মহিলাদের ভূমিকা কেবলমাত্র এই উদ্যোগকে সফল করতে সাহায্য করছে তা নয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাচ্ছে এবং লিঙ্গসাম্য বৃদ্ধি করছে। আমরা ভবিষ্যতের দিকে তাকালে দেখতে পাই যে, এই কর্মসূচি সদর্থকভাবে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। এর লক্ষ্য এখন স্বচ্ছতার অভ্যাস বজায় রাখার দিকে পরিবর্তিত হয়েছে। শহর এলাকার বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম হচ্ছে। যথাযথ প্রযুক্তি ও তথ্যের সাহায্যে আমরা আমাদের কৌশল আরও মজবুত করার পাশাপাশি দেশের প্রতিটি প্রান্তে স্বচ্ছতার উপকারিতা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছি। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যেও স্বচ্ছতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার মূল্যবোধকে জাগ্রত করতে হবে। স্বচ্ছতার বিষয়ে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচি আমাদের এই কাজে গতি সঞ্চার করবে। হাতে হাত রেখে আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে এবং স্বচ্ছতাকে প্রতিদিনের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ করে তুলতে হবে। আমাদের স্থির লক্ষ্য ও যৌথ প্রয়াস সহজেই আমাদের স্বাস্থ্যকর ভারত গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

# আল্লারাখার পুজো

**সুপ্রিয় গঙ্গোপাধ্যায়**

পুজো। একটা আশ্চর্য সমীকরণের নাম। পুজো মানে এক পশলা বৃষ্টি এসে কাশফুলের মতো জমে থাকা শিথিলতা ঘেরা মনকে ধুয়ে দেওয়া। পুজো মানে একটা গান না জানা উদাস বাউলের মন কেমন করে ওঠা। পুজো মানে চেনা গন্ধকে বারবার ফিরে পাওয়ার গতি। পুজো মানে স্বপ্ন দেখার সমাপ্তি পুজো মানে একটা বুড়িয়ে যাওয়া মন্দির, জাগ্রত সর্বাণীতলার থান। পুজো মানে পোড়া মন্দিরের গা বেয়ে রঙিন কাপড়ে মোড়া বাঁশের প্যাণ্ডেল। পুজো মানে একটা বয়স্ক লোকের প্যাণ্ডেলে প্যাণ্ডেলে ঘুরে 'কাঁচের চুড়ি নেবে গো, মায়েরা সব?' আওয়াজের আজান গান।

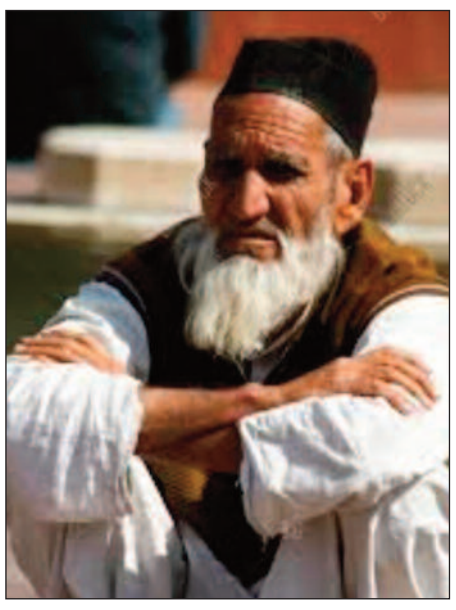

আজান দিলেই আল্লারাখার চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। সুর করে আজান দেয় বছর সত্তরের আল্লারাখা; 'চুড়ি আছে, টিপ আছে, পুঁতির মালা আছেখ' গলায় সরোদের সুর তোলে আল্লারাখা। ভগবান আসে দলে দলে। নেড়ে চেড়ে দেখে। ইঁদুরের গর্তের মতো হাঁ করে ভগবনের মুখের দিকে চেয়ে থাকে আল্লারাখা মনে মনে জপ করে। বুঝতে চায় ভগবান কিসে সন্তুষ্ট। ভগবান বর দেয় না। আল্লারাখার আজানের গান শুনে, সাজিয়ে রাখা নৈবেদ্যকে নিয়ে নাড়াঘাঁটা করে, শেষে চলে যায় মুখ ফিরিয়ে। সারাদিন আজানে আজানে কত ভগবান আসে আর যায়! যে ভগবান এসে নৈবেদ্য নেয় আল্লারাখা সেই ভগবানকে মনে রেখে দেয়। মনে মনে ভগবানের সংখ্যা বাড়িয়ে চলে সে। ফোকলা দাঁতে একমুখ হাসি দিয়ে বিদায় দেয় তাদের। তার হাসি, ভাঙা পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসা পড়ন্ত বিকেলে হঠাৎ উথলে ওঠা রোদের মতো। আল্লারখার শখ হয়, তীব্র শখ হয় ভগবান কেনার। ভগবান আসে চুড়ি কিনতে, আলতা কিনতে, কাজল কিনতে। কিন্তু আল্লারাখা কিনতে চায় ভগবান। ব্যাগ ভর্তি ভগবান। কোথায় পাবে? কোন বাজারে মিলবে ব্যাগ ভর্তি ভগবান? ফন্দি আঁটে মনে মনে। আল্লারাখা সব ফ্রি করে দেয়। 'সব ফ্রি! সব ফ্রি! সব ফ্রি!!'; বলে আজান দিতে থাকে প্যাণ্ডেলে প্যাণ্ডেলে। দলে দলে ভগাবান ভিড় জমায়। বিলিয়ে দেয় সব। সব কিছু। সব সব সব। তিলে তিলে জমানো টাকায় কেনা চুড়ি, দুল, পুঁতির মালা সব কিছু বিলিয়ে দেয়। বিলিয়ে দেয় অসুস্থ স্ত্রীকে দেওয়া কথা, বিলিয়ে দেয় পেটে দুবেলা গরম ভাত পোরবার স্বপ্ন, বিলিয়ে দেয় নতুন লুঙ্গি আর মাথায় টুপি পড়ে নামাজ পড়তে যাওয়ার স্বপ্ন। সব বিলিয়ে দিতে দিতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে পড়ে থাকা ছেঁড়া গেঞ্জি, ছেঁড়া গেঞ্জির ভেতরে হাড়গোনা বুকের ছাতি, বুকের ছাতির ভেতরে ধুকপুক করা যন্ত্র, যন্ত্র আর গোটা মানুষ মিলিয়ে জমতে থাকা এক পাহাড় 'দম' সব কিছু বিলিয়ে দিতে। মুখের হাসি বাড়তে থাকে আল্লারাখার। আল্লারাখা দেখে, চারিদিকে চাকবাঁধা মৌমাছির মতো ভগবান ওকে ঘিরে ধরছে। হায়নার মতো সক্কলে ছিঁড়ে খাচ্ছে তাকে। হাড়, মাংস, মজ্জাটুকুও শুষে নিয়ে যেতে চাইছে। বিনামূল্যের এত মূল্য আগে কখনও বোঝেনি আল্লারাখা! ভিড় বাড়তে থাকে। দমবন্ধ হয়ে আসে তার। সব কিছু বিলিয়ে দিয়েছে আল্লারাখা। ভগবান চাইছে তাকে নিঃস্ব করতে। শেষ অবধি আল্লারাখাও চাইছে নিজেকে নিঃস্ব করে নৈবেদ্য উজার করে দিতে ভগবানকে। চাইছেখ চাইছেখ খুব চাইছে। পারছে না আল্লারাখা। সব কিছু নিঃস্ব করে উজার করার পরেও বাড়তে থাকা তার 'হাখ হাখ হাখ হাখ' করা হাসিকে টেনে-হিঁচড়ে পকেটে পুড়তে চাইছে ভগবানদল। ভিড় থেকে নানান রঙে রাঙানো নখ ও হাতগুলো আল্লারাখার মুখের সেই হাসিকে খুবলে তুলে আনতে চাইছে। আল্লারাখা সত্যটা বুঝে গেছে! বুঝে গেছে ভগবানের নৈবেদ্য! হাসি তাই থামছে না আর তার। আজ আল্লারাখার বড় আনন্দের দিন।

# শিশুকিশোর সাহিত্য পত্রিকায় মনীষীদের জীবনী প্রকাশ দায়বদ্ধতা

**সত্যব্রত কবিরাজ**

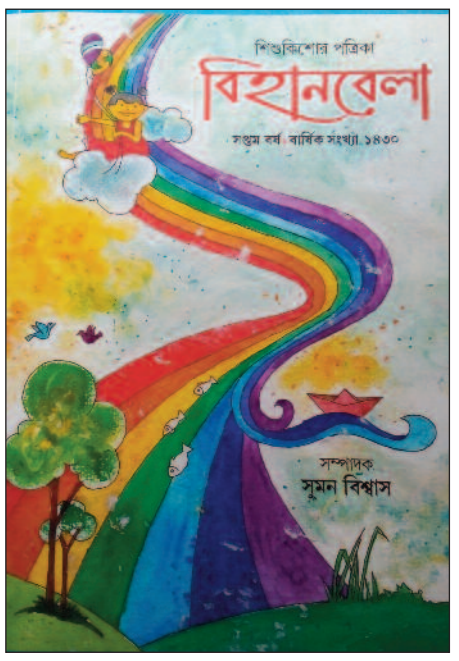


বাংলার নবজাগরণের কালে যে সকল মনীষীর আবির্ভাব হয়েছিল তাদের জীবনী পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত না করাটা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। আমাদের শাস্ত্রে যে আপ্তবাক্য রয়েছে : মহাজন যেন গতা স পন্থা ইতি।- মহাজন যে পথ প্রদর্শন করেছেন তাই আমাদের অনুসরণীয়। বিশেষত শিশু কিশোরদের জন্য যে সাহিত্য পত্রিকা -সেগুলিতে অবশ্যই মনীষীদের জীবনী নিয়ে লেখা প্রকাশ করাটা সামাজিক দায়বদ্ধতার এক অবশ্য কর্তব্য। তেমন দায়িত্বই পালন করেছে বিহানবেলা শিশুকিশোর পত্রিকাটি। সুমন বিশ্বাস সম্পাদিত পত্রিকাটিতে প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নির্বিচার পরোপকার নিয়ে যে কয়টি ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে - সেগুলি যেমন সুখপাঠ্য তেমনই শিক্ষণীয়। অন্য দিকে সুকুমার রায়ের আবোলতাবোল গ্রন্থটির শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে তাঁর রচনার অনুকরণে যে সকল কবিতা বা ছড়া প্রকাশ করা হয়েছে তাও প্রশংসার দাবি রাখে। কিশোরদের জন্য যেসকল গল্প এতে প্রকাশ করা হয়েছে সেগুলি তাদের যেমন আনন্দ দেবে তেমনই শিক্ষামূলকও। যেমন বিশুদ্ধ ভাষা পুরস্কার, সারপ্রাইজ, বনদেবীর বনভোজন, গোলুর স্বপ্ন, স্কুলের ভূত ভ্যানিশ, রতনপুরের সুজন, ছাতা রহস্য ইত্যাদি। প্রবন্ধ : বিপন্ন শৈশব ।

কবিতা আলেখ্য শিরোনাম অধ্যায়ে সমাজভাবুক সুকুমার রায় সম্পর্কে যেসকল কবিতা প্রকাশিত হয়েছে তা সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। সুকুমার রায়ের আবোল তাবোলের বয়স একশোতে গড়াল। তাঁর প্রতিভাময় কবিতাগুলির নাম নিয়ে কবিতা লিখেছেন পার্থপ্রতিম আচার্য:- শব্দকল্প দ্রুম, কাতুকুতু বুড়ো, গানের গুঁতোটি লেগে কাঁদে কাঠ বুড়ো। সাবধান সকলেই থেকো বারোমাস-তাহলে আশিষ দেবে, কুমড়ো পটাস। ডানপিটে ছেলেদের ভুতুড়ে খেলায়-আহ্লাদী কাঁদুনের দিন চলে যায়। ছায়াবাজি দেখে দেখে রোগা পালোয়ান, বলেছে পৃথিবী ভেঙে হবে খান খান। তাই কি কখনো হয় ? রয়েছে উপায়-, নোট বই হাতে নিয়ে সুকুমার রায়-, বলেন আয়রে তোরা, জানালাটা খোল, একশো বছর হল আবোল তাবোল। সুমন বিশ্বাসের কলমে :- গাইবি যখন গলা ছেড়ে দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম, সুরে সুর নাচবে যে মন আসবে না তো ঘুম। পড়বি যখন একটু ভাবিস, কেষ্টদাসের পিসি, বলতে পারিস বেচত কেন হাঁসের ডিম আর তিসি? দেখবি যখন দু'চোখ জুড়ে রামগরুড়ের ছানা, হাসির কথা শুনলে কেন বলে হাসব না-না। যাবি যখন তুই সেখানে শিবঠাকুরের দেশে, দেখতে পাবি আইন কানুন বড্ড সর্বনেশে। শুনবি যখন প্রশ্ন করিস বোম্বাগড়ের রাজা, ছবির ফ্রেমে রাখত কেন আমসত্ত্ব ভাজা? বলত এবার কোথায় থাকে আদ্যনাথের মেসো ? বলিস না আর আমাকে তুই ঠিকানা জেনে এসো। এসব তো নয় আমার কথা লেখাতে পাই তাঁর, মস্ত সে বই আবোল তাবোল লেখেন সুকুমার। সেরার সেরা আবোল তাবোল সেরা হয়েই আছে। শতবর্ষ পরেও এ বই শ্রেষ্ঠ সবার কাছে।

এছাড়া ছড়া কবিতা মিলিয়ে প্রায় ত্রিশটি ছোটদের ভাললাগার বিষয় প্রকাশ করা হয়েছে। ছোটদের কবি দীপ মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে স্মরণমূলক কবিতা প্রবন্ধ এবং ঘটনা প্রকাশ করা হয়েছে।

*বিহানবেলা*
*সম্পাদক : সুমন বিশ্বাস*
*মাজদিয়া, নদিয়া থেকে প্রকাশিত।*
*মূল্য : ১০০ টাকা।*

## লেখা পাঠান

**সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।**

email : dailyekdin1@gmail.com

# সপ্তমীর দিনে ৫২ ভোগ দেওয়ার প্রথা রয়েছে

# দশমীর দিন পান্তাভাত, কচুর শাক ও ইলিশ মাছ দিয়ে মা'কে ভোগ দেওয়া হয়

**বনস্পতি দে ● হুগলি**

হুগলি জেলার বনেদি বাড়ির পুজোর মধ্যে অন্যতম হল ভদ্রেশ্বর তেলনিপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ির দুর্গাপুজো। কারণ এখানে ষষ্ঠীর দিন থেকে নয় বরং প্রতিপদ থেকেই শুরু হয়ে যায় দেবী দুর্গার আরাধনা। একসময়ের জমিদার বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে শুরু হয় পুজোর সূত্রপাত। ১২০৮ বঙ্গাব্দে তেলেনিপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়িতে শুরু হয় দুর্গাপুজো। ২২৪ বছর ধরে রীতিনীতি মেনে আজও পুজো হয়ে আসছে দেবী দুর্গার। অন্যান্য পুজোর থেকে আলাদা বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ির পুজো, বোধনের দিন থেকে নয় বরং প্রতিপদ থেকে শুরু হয় এই বাড়ির দুর্গাপুজো। প্রতিপদের দিন দেবী চণ্ডীর ঘট বসিয়ে শুরু হয় পূজাঅর্চনা। দুর্গা মন্দিরে পাশের দালানেই রয়েছে দেবী অন্নপূর্ণার মন্দির। সারা বছর দেবী অন্নপূর্ণা পূজিত হন এই বাড়ির মন্দিরে। ষষ্ঠীর দিন ঠাকুরের মূর্তির সামনে ঘট বসিয়ে শুরু হয় দেবী দুর্গার মূর্তির পুজো। বাড়ির সকল মহিলারা হাতে হাত লাগিয়ে কাজ করেন পুজোর সরঞ্জাম তৈরির। মহালয়ার দিন নাড়ু বানানো দিয়ে শুরু হয় বাড়ির মহিলাদের কাজ। সপ্তমীর দিনে ঠাকুরকে ৫২ ভোগ দেওয়ার প্রথা রয়েছে এই পুজোয়। দশমীর দিন পান্তা ভাত কচুর শাক ও ইলিশ মাছ দিয়ে দেবী দুর্গাকে ভোগ দেওয়া হয়। সেখানেই দশমীর বিষাদের সুরের মধ্যে থাকে 'আবার এসো মা'-এর সুর। একটা সময় এই বাড়িতে দুর্গাপুজোয় মহিষবলির প্রথা ছিল। তবে কালের নিয়মে সেই প্রথা এখন বন্ধ হয়েছে। বাড়ির ৩৩ তম পুরুষের হাতে এখন রয়েছে পুজোর দায়িত্ব। নিষ্ঠার সঙ্গে রীতিনীতি মেনে চলে বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ির দুর্গাপুজো। পুজোর দিনে প্যান্ডেল হপিং নয় বরং পুজোর জোগাড় করার আনন্দে মেতে ওঠেন পরিবারের সদস্যরা।

# খানাকুলে শিশুরাই জমানো টাকায় নতুন জামাকাপড় উপহার দিল দুঃস্থদের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ:** শিশুরাই নিজেদের জমানো টাকায় নতুন জামাকাপড় উপহার দিল দুঃস্থদের। মানব সেবায় বড়দের আন্তরিকতাকেও হার মানাল ছোটরা। বোকা ভাঁড়ে সারা বছর জমিয়ে রাখা টাকা একসঙ্গে করে পুজোর আগে ৪৪ জন অভাবী মানুষের হাতে নতুন পোশাক তুলে দিয়ে পা ছুঁয়ে প্রণাম করল তারা। এমনই হৃদয় স্পর্শ করা ঘটনা ঘটল খানাকুলের বলাইচক নেতাজি সাধারণ পাঠাগারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল এক বছর আগে। ছোটরা অল্প অল্প করে পয়সা জমাচ্ছিল তাদের বোকা ভাঁড়ে। কথা ছিল ২৬ সেপ্টেম্বর সেগুলি অভাবী মানুষদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। শিশুদের মনে মানব সেবার আদর্শ গড়ে তুলতে বিদ্যাসাগরকে মনে রেখে দয়ার সাগর শীর্ষক এই প্রকল্পের সূচনা হয়েছিল। ওই সময় প্রাকৃতিক পরিস্থিতি অনুকূলে না থাকায় পুজোর ঠিক আগে এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এছাড়া পাঠাগারের উদ্যোগে বস্ত্র বিতরণের একটি স্থায়ী প্রকল্প 'মানবিক দেওয়াল' এর ও উদ্বোধন করা হয়। পাঠাগারের পক্ষ থেকে সবুজ ধারার বক্তব্য, আগামী প্রজন্মের মধ্যে মানবিকতা জাগিয়ে তোলার জন্যই এই ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের সক্রিয় অংশগ্রহণে তা সার্থকভাবে রূপায়িত হয়েছে।

# থিম অলৌকিক, লাইট অ্যান্ড সাউন্ডের ৫ মিনিটের শো দর্শকদের শিহরণ জাগাবে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর:** অলৌকিক থিমে সেজে উঠছে বহরমপুর গোরাবাজার ইয়ুথ ক্লাবের পুজো মণ্ডপ। লাইট অ্যান্ড সাউন্ডের পাঁচ মিনিটের শো দর্শকদের রোমাঞ্চকর গা ছমছমে পরিবেশের শিহরণ জাগাবে। ক্লাবের নিজস্ব মাঠে ভাগীরথীর তীরে তৈরি হচ্ছে মণ্ডপ। মণ্ডপের সামনের অংশটি প্রাচীন প্রাসাদের ভগ্নাবশেষের আদলে তৈরি করা হচ্ছে। প্রাসাদের বাইরের বিশাল আকৃতির বট গাছ প্রাসাদের ভিতরে প্রসার বিস্তৃতি করেছে। ওই প্রাসাদেই লাইট অ্যান্ড সাউন্ডের মাধ্যমে দেখানো হবে অশরীরি আত্মা ও বিষাক্ত জীবজন্তুর। অশুভ শক্তিকে বিশাল বটবৃক্ষ আবৃত দালানে বন্দি করে রেখেছেন এক তান্ত্রিক সাধক। লাইট অ্যান্ড সাউন্ডের মধ্য দিয়ে দর্শকরা এগোলে পাবেন প্রাচীন শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত মন্দির। থিম ভাবনায় দেখানো হচ্ছে অশুভ শক্তিকে বিনাশ করছে সত্যম, শিবম, সুন্দরম। এরপরের ধাপে মণ্ডপে বিরাজ করছেন মাতৃরূপী মৃন্ময়ী মূর্তি। কাল্পনিক এই থিমের রূপকার জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত মণ্ডপ শিল্পী পবিত্র কুমার। পুজো কমিটির সভাপতি বিবেকানন্দ দাস বলেন, আমাদের প্রতিবারের থিমে অভিনবত্ব থাকে। এবার শিশু, কিশোরদের আনন্দ দিতে এই থিমের পরিকল্পনা করা হয়েছে। আশা করি সেরার তালিকায় থাকব।

ইয়ুথ ক্লাবের দুর্গাপুজো এবার ৪৯ তম বর্ষে পড়ল। এলালায় ইয়ুথ ক্লাবের পুজো সম্প্রীতির পুজো হিসাবেই জনপ্রিয়। ক্লাবের সম্পাদক জালাল উদ্দিন আহম্মদ বলেন, এলাকার হিন্দু, মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ ক্লাব ও পুজোর সঙ্গে একাত্মভাবে জড়িয়ে রয়েছে। সারা বছর বিভিন্ন সামাজিক কাজ ও দুর্গত মানুষের আমরা বর্ণভেদ না করেই পাশে দাঁড়ায়।

বরাবর থিমের পুজো করে আসছে ইয়ুথ ক্লাব। যুগে যুগে নারী, ভাগীরথীতে নৌকোয় দুর্গা, হাওড়া ব্রিজের থিম করে একাধিক পুরস্কার ঝুলিতে তুলেছে ইয়ুথ ক্লাব। এবারের 'দা হন্টেড হাউস' সম্পূর্ণ কাল্পনিক থিম। উদ্যোক্তাদের দাবি, বট গাছ ঘেরা ভগ্নপ্রায় প্রাসাদ বাইরে থেকে দেখলেই গা শিউরে উঠবে। তান্ত্রিকের দেওয়া গন্ডি ডিঙোলেই বট গাছ থেকে ঝুলতে দেখা যাবে ভূত, নরকঙ্কাল, বাদুড়,সাপ মাকড়শা। বিভিন্ন দিক থেকে ধেয়ে আসবে শিড়দাঁড়ায় ঠান্ডা স্রোত বইয়ে দেওয়া অদ্ভুত শব্দের কোরাস। কমিটির অন্যতম সদস্য আকাশ দাশগুপ্ত বলেন, মণ্ডপের পরিসর অনুযায়ী ৫০-৬০ জনকে একসঙ্গে ভিতরে ঢোকানো হবে। পাঁচ মিনিটের লাইট অ্যান্ড সাউন্ডের শো দেখে দর্শনার্থীরা পা বাড়াবেন প্রতিমা দর্শনে। ইয়ুথ ক্লাবের এবারের প্রতিমা হচ্ছে সম্পূর্ণ মাটির সাজের দেবী মূর্তি। দেবীর অলঙ্কার, সাজসজ্জা মাটির তৈরি। উদ্যোক্তাদের দাবি, প্রবেশ পথটি আঁকাবাঁকা দীর্ঘ করা হচ্ছে। যাতে দর্শনার্থীরা প্রাসাদে প্রবেশের আগেই প্রাসাদের বাইরের অংশটি ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে যেতেই উপভোগ করতে পারেন। মণ্ডপের সামনে বিশাল মাঠে মেলাও বসছে। উদ্বোধনের দিন থেকেই ভিড় সামলাতে ক্লাব সদস্যরা মহড়া শুরু করে দিয়েছেন।

# কাঁকসা হাটতলা আন্তরিক দুর্গাপুজোর উদ্বোধনে কৌশানী মুখোপাধ্যায়

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা:** কাঁকসা হাটতলা আন্তরিক দুর্গাপুজো কমিটির এবছরের পুজোর উদ্বোধন করলেন বাংলা চলচ্চিত্র জগতের অভিনেত্রী কৌশানী মুখোপাধ্যায়। এদিন ফিতে কেটে মণ্ডপের দ্বারোদঘাটন করেন অভিনেত্রী। পাশাপাশি এদিন মঞ্চে উঠে নাচ ও গান করে সকলের মন জয় করেন তিনি। এছাড়াও এদিন তার আগামী বাংলা ছবির বহুরূপীর মুক্তির বিষয়ে সকলের সামনে ছবির সম্পর্কে বেশ কিছু বিষয় তুলে ধরার পাশাপাশি ছবির গান গেয়ে সকলের মন জয় করেন। এদিন অভিনেত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পুজো কমিটির সম্পাদিকা তথা পশ্চিম বর্ধমান জেলার জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা পরিষদের সভাপতি বিশ্বনাথ বাউড়ি, কাঁকসা থাকার আধিকারিকরা সহ-কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ নবকুমার সামন্ত সহ অন্যান্যরা। পুজো কমিটির সম্পাদিকা বৈশাখী ব্যানার্জি জানিয়েছেন যেহেতু তাদের পুজো মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত তাই প্রতি বছরের মতো এবছরও তারা বাংলা ছবির নায়িকাকে দিয়ে পুজোর উদ্বোধন করিয়েছেন। তাদের পুজো এবছর ১১তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। পুজোর চারদিন তারা নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি নানান সামাজিক মূলক কাজ করে থাকেন।




**SBI** | **এসবিআই বাঁশদ্রোণী শাখা (১১৫৩৬)** ২৫৫, এন. এস. সি. বোস রোড, কলকাতা-৭০০০৪৭ ই-মেল: sbi.11536@sbi.co.in | **সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি**

**জনাব গোলাম ইয়াজদানী**, যিনি **এসবিআই বাঁশদ্রোণী শাখা** থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে সোনার ঋণ নিয়েছিলেন, তিনি সময়সূচী অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যাদের সম্পত্তি নোটিশ/বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দেয়নি বা এই পরিস্থিতিতে নোটিশটি অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হয়েছে, তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার ঋণ(গুলি) নিলামের দিন এর আগের দিন **(১৫.১০.২০২৪) বিকাল ৪টার** আগে ঋণ পরিশোধ করা না হয়, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন।

**ঋণগ্রহীতা : জনাব গোলাম ইয়াজদানী**

| ক্র. নং. | নিলামের তারিখ | নিলামের প্রস্তাবিত সময় | বিশুদ্ধতা (ক্যারট) | সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে) | আইটেম সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১. | ১৭.১০.২০২৪ | বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা | ২২ সি | গ্রস ওজন ৪.৩৭০ নিট ওজন ৩.৭০০ | ২টি মহিলাদের হাতের আংটি |
| ২. | ১৭.১০.২০২৪ | বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা | ২২ সি | গ্রস ওজন ২১.৭৩০ নিট ওজন ১৭.৮০০ | ১টি নেকলেস |
| ৩. | ১৭.১০.২০২৪ | বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা | ২২ সি | গ্রস ওজন ২১.২৭০ নিট ওজন ১৭.৪০০ | ৮টি কানের দুল |

**তারিখ: ০৮.১০.২০২৪, স্থান: বাঁশদ্রোণী** — **অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

ইন্ডিয়ান বৈঁক Indian Bank | ইলাহাবাদ ALLAHABAD | **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক শাখা : চেতলা** | **স্বর্ণ অলংকার নিলাম**

নিম্নোক্ত ব্যক্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের চেতলা শাখা** থেকে স্বর্ণবন্ধক দ্বারা ঋণগ্রহণ করেছিলেন। সকলের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে, সাধারণ নিলামে ২৫.১০.২০২৪ তারিখে সকাল ১১ টায় তা বিক্রি করা হবে বকেয়া আদায়ের জন্য কারণ বকেয়া আদায়ের সময় উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও নোটিশের পর কোনও উত্তর না দেওয়ার জন্য।
আগ্রহী ডাকদাতারা ২৪.১০.২০২৪ তারিখের পূর্বে শাখার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন এবং ১০ শতাংশ সংরক্ষিত মূল্য **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, চেতলা শাখার** অনুকূলে ডিমান্ড ড্রাফটের আকারে ফেরতযোগ্য জামিন হিসেবে দাখিল করে নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার জন্য পরিচয় প্রামাণ্য নথি, ঠিকানা নথি দাখিল করতে পারেন। ডাক গ্রহণের পর ডাক পরিমাণ অব্যবহিতভাবে দাখিল করে স্বর্ণ গ্রহণ করতে পারেন। সফল ডাকদাতা নিলামের পর অলংকার গ্রহণ না করলে জামিন জমা বাজেয়াপ্ত হবে।
ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও ডাক বাতিলের অধিকার রাখে।

| শাখা | ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা | ঋণ পরিমাণ (টা.) | মোট বকেয়া (টা.) (০৮.১০.২০২৪ অনুযায়ী) | অলংকার পরিমাপ (মোট ওজন) | অলংকার বিবরণ | ন্যূনতম সংরক্ষিত মূল্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| চেতলা | শঙ্কর দাস, পিতা সচিন দাস, ১৩, পিয়ারি মোহন রায় রোড, চেতলা, কলকাতা : ৭০০০২৭ | ৮০০০০.০০ | ৭১০০৩.০০ | ২৪.৬৫ গ্রাম | মান্তাসা -১ টি, আংটি ১ টি | ১,৪০,০০০.০০ টাকা |

প্রতিটি ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য ৫০০.০০ টাকা।
আরও বিস্তারিত নিয়ম এবং নিলামের শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, চেতলা শাখা, ৫০, পিয়ারি মোহন রায় রোড, চেতলা, কলকাতা : ৭০০০২৭, প.ব.,** chetla@indianbank.co.in , ৯৮৩৮৭৫৯২৫১ সঙ্গে যোগাযোগ করুন।
নিলাম প্রক্রিয়াধীন অলংকারের মান এবং স্পেসিফিকেশন বিষয়ে ব্যাঙ্ক কোনও দায় নেবে না। তা সম্পূর্ণ সফল ডাকদাতা/ক্রেতার ঝুঁকিতে গণ্য।

স্থান : কলকাতা, তারিখ : ০৮.১০.২০২৪ — অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

**SBI** | এসবিআই আর অ্যান্ড ডিবি আরএসিসি বসিরহাট (৬২৯৮৪) ইটিন্দা রোড, বসিরহাট, পো. এবং থানা - বসিরহাট, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৪১১, ইমেল - sbi.62984@sbi.co.in | **পরিশিষ্ট IV (রুল-৮(১)) দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)**

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১২.০৭.২০২৪** তারিখে ঋণগ্রহীতা **মা কল্যাণেশ্বরী জুয়েলার্স, স্বত্বাধিকারী শ্রী মনোজ কর, পিতা শ্রী সরজিৎ কর, ওয়ার্ড নং ৫, বাদুরিয়া বাজার, পো. এবং থানা - বাদুরিয়া, ল্যান্ড মার্ক - স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-এর নিকট, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন নং - ৭৪৩৪০১, পশ্চিমবঙ্গ** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৪,৬৬,৬৮৭.০০ টাকা (চার লাখ ছেষট্টি হাজার ছশো সাতাশি টাকা) ১১.০৭.২০২৪ অনুযায়ী এবং ১২.০৭.২০২৪ থেকে** পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং উক্ত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **৪ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, নিকট বকেয়া **৪,৬৬,৬৮৭.০০ টাকা (চার লাখ ছেষট্টি হাজার ছশো সাতাশি টাকা) এবং ১২.০৭.২০২৪ থেকে** পরবর্তী সুদ, ব্যয় ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

**স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ**

**স্বত্বাধিকারী : শ্রী মনোজ কর, পিতা শ্রী সরজিৎ কর, স্বত্বা : মা কল্যাণেশ্বরী জুয়েলার্স, গ্রাম : নাথপাড়া, তারাগুনিয়া, ওয়ার্ড নং ৯, পো : তারাগুনিয়া, থানা : বাদুড়িয়া,জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন নং ৭৪৩৪০১, পশ্চিমবঙ্গ।**
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তি এবং তদস্থিত একতলা বসবাসের ভবন, পরিমাণ ৩ ডেসিমেল, ১৩৫০ বর্গফুট, মৌজা : ৮৫ তারাগুনিয়া, জেএল নং ৮৫, দাগ নং ২৫৮৪, বাদুড়িয়া পুরসভা অধীন, দলিল নং ১-১৩৫-২০১১ সালের, পো : তারাগুনিয়া, থানা : বাদুড়িয়া, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন নং: ৭৪৩৪০১, পশ্চিমবঙ্গ।
**সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** সরজিৎ কর এর জমি; **দক্ষিণে :** দেবাশিস কর এর জমি; **পূর্বে :** সরজিৎ করের জমি; **পশ্চিমে :** পুর সড়ক।

তারিখ - ০৪.১০.২০২৪
স্থান - তারাগুনিয়া, বাদুরিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা — অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

**শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১**

KVB Karur Vysya Bank — Smart way to bank | **দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিঃ** বাগনান শাখা ওটি রোড, খাদিনান, বাগনান, হাওড়া জেলা বেতাল অয়েল মিলের নিকট, বাগনান, পব ৭১১৩০৩

**স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি (ধারা ১৪ নির্দেশ সহ)**
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত সম্পত্তি দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি., বাগনান ব্রাঞ্চ, জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক কার্যকরী দখলীকৃত ''যেখানে যে অবস্থায় আছে'', ''যেখানে যা আছে'' এবং ''যেখানে যেমন আছে'' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **২০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখ (২০.১১.২০২৪), ১২,৮৪,২৬১.০১ টাকা (বারো লাখ চুরাশি হাজার দুশো একষট্টি টাকা এবং এক পয়সা)** ৩১.০৮.২০২৪ অনুযায়ী এবং ০১.০৯.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ সহ দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি. জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট **(১) মোবারক আলি খান (ঋণগ্রহীতা),** পিতা আবেজ আলি খান, বেরাবেরিয়া উত্তর, বাগনান, হাওড়া-৭১১৩০৩, পশ্চিমবঙ্গ **২) রিয়াসদ আলি খান (ঋণগ্রহীতা)** বেরাবেরিয়া উত্তর, বাগনান, হাওড়া-৭১১৩০৩, পশ্চিমবঙ্গ কাছ থেকে বকেয়া আদায়ের জন্য।
সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্য **২০,২৩,২০০ টাকা (কুড়ি লাখ তেইশ হাজার দুশো টাকা)** বায়না জমা **২,০২,৩২০ টাকা (দুই লাখ দুই হাজার তিনশ কুড়ি টাকা)।**

**স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ**
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন, জমির পরিমাণ ৩.৬৭ ডেসিমেল ( বাস্তু এবং দোকানে পরিবর্তিত) অবস্থিত প্লট নং ৪৫৬, খতিয়ান নং আর এস ৫৮০,এলআর ৯৯৯/১, মৌজা : খাদিনাম, জেএল নং ৫৯, বাগনান-২, জি পি অধীন, বাগনান-১ ব্লক, জেলা : হাওড়া, থানা : বাগনান, অধীন, মোবারক আলি খান এর নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি :
উত্তরে : প্রয়াত আয়ুব আলি খান এর ভবন — দক্ষিণে : ইউনুস আলি খানের ভবন
পূর্বে : জিকরিয়া আলি খান এবং অন্যান্যর ভবন — পশ্চিমে : বাগনান-আমতা রোড।

বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে আমাদের ব্যাঙ্কের/নির্ধারিত ঋণদাতা কর্তৃক প্রদত্ত ওয়েবসাইটে লিঙ্ক **www.kvb.co.in/Property Under Auction** দেখুন এবং পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা, মেসার্স ৪ ক্লোজার পোর্টাল **https://bankauctions.in** দেখুন।

**বিধিবদ্ধ ৩০ দিনের নোটিশ ২০০২ সালের সারফেসি আইনের রুল ৮(৬) অধীনে**
এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/গণ এবং জামিনদাতা/গণ কে অবগত করা হচ্ছে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ সাম্প্রতিক মেয়াদ পর্যন্ত সুদ এবং অন্যান্য খরচ সহ ই-নিলামের পূর্বে আদায় দিতে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি নিলাম করা/বিক্রি করা হবে এবং অবশিষ্ট বকেয়া, যদি কিছু থাকে, আদায় করা হবে সুদ এবং শুল্ক সহ।
**তারিখ : ০৪.১০.২০২৪**
**স্থান : বাগনান** — **অনুমোদিত অফিসার দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি.**

KVB Karur Vysya Bank — Smart way to bank | **দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি.** ঘোষপাড়া শাখা সুপার মার্কেট বিল্ডিং ঘোষপাড়া পোস্ট বালি হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১১২২৭ যোগাযোগ নং - ০৩৩-২৬৭১৪০২৯ ইমেল : ghoshpara@kvbmail.com

**স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি (ধারা ১৪ নির্দেশ সহ)**
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত সম্পত্তি দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি., বাগনান ব্রাঞ্চ, জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক কার্যকরী দখলীকৃত ''যেখানে যে অবস্থায় আছে'', ''যেখানে যা আছে'' এবং ''যেখানে যেমন আছে'' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **২০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখ (২০.১১.২০২৪), ১২,০৫,০৪০.৫৬ টাকা (বারো লাখ পাঁচ হাজার চল্লিশ টাকা এবং ছাপান্ন পয়সা)** ২১.০৯.২০২৪ অনুযায়ী এবং ২২.০৯.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ সহ দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি. জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট **শ্রী শৈবাল কুমার রায় (ঋণগ্রহীতা)** পিতা প্রয়াত সিদ্ধেশ্বর রায়, খানা জংশন, কিশোরকোনা গাসি ২, বর্ধমান - ৭১৩১৪১, **শ্রী সঞ্জীব চ্যাটার্জি (জামিনদাতা)** পিতা তারক নাথ চ্যাটার্জি, ১ শিবনারায়ণ রোড উত্তরপাড়া, কোতরং এম উত্তরপাড়া, পিন - ৭১২২৫৮ কাছ থেকে বকেয়া আদায়ের জন্য।
সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্য **৮,৫৮,৯৬০ টাকা (আট লাখ আটান্ন হাজার নশো ষাট টাকা)** বায়না জমা **৮৫,৮৯৬ টাকা (পঁচাশি হাজার আটশ ছিয়ানব্বই টাকা)।**

**স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ**
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ২০৪, দোতলায়, দক্ষিণ পশ্চিম দিকে বহুতল ভবনের অবস্থিত ৪ কাঠা, ১ ছটাক, ১৭ বর্গফুট, মোকারারি মৌরাসি বাস্তু জমিস্থিত সকল অধিকার সমন্বিত (জি-৪) বহুতল নবনির্মিত ভবন আরএস দাগ নং ৭০৮৮/২১০১৯, আরএস খতিয়ান নং ৭১৩১, মৌজা : বালি, থানা : নিশ্চিন্দা (বালি), জেএল নং ১৪, অবস্থিত উত্তর ঘোষপাড়া, বালি গ্রাম পঞ্চায়েত অধিক্ষেত্র অধীন, জেলা : হাওড়া, জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস এবং অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস : হাওড়া। উক্ত ফ্ল্যাটের পরিমাণ এরিয়া আনুমানিক ৪৩৪ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া , ১ বেড রুম, ১ ডাইনিং রুম,১ কিচেন রুম, ১ ল্যাটরিন এবং বাথরুম এবং ১ ব্যালকনি, মার্বেল মেঝে সহ (লিফট সুবিধা সহ) বহুতল ভবনের এবং সকলের ব্যবহারের সিঁড়ি, সংশ্লিষ্ট স্থান এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ ফ্ল্যাট অবস্থিত ভবনের চাতালের ব্যবহার এবং যাবতীয় সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত জেলা সাব রেজিস্ট্রার এবং অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার অধিক্ষেত্র হাওড়া অধীনে, শ্রী শৈবাল কুমার রায় এর নামে।

বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে আমাদের ব্যাঙ্কের/নির্ধারিত ঋণদাতা কর্তৃক প্রদত্ত ওয়েবসাইটে লিঙ্ক **www.kvb.co.in/Property Under Auction** দেখুন এবং পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা, মেসার্স ৪ ক্লোজার পোর্টাল **https://bankauctions.in** দেখুন।

**বিধিবদ্ধ ৩০ দিনের নোটিশ ২০০২ সালের সারফেসি আইনের রুল ৮(৬) অধীনে**
এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/গণ এবং জামিনদাতা/গণ কে অবগত করা হচ্ছে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ সাম্প্রতিক মেয়াদ পর্যন্ত সুদ এবং অন্যান্য খরচ সহ ই-নিলামের পূর্বে আদায় দিতে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি নিলাম করা/বিক্রি করা হবে এবং অবশিষ্ট বকেয়া, যদি কিছু থাকে, আদায় করা হবে সুদ এবং শুল্ক সহ।
**তারিখ : ০৪.১০.২০২৪**
**স্থান : ঘোষপাড়া** — **অনুমোদিত অফিসার দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি.**

বैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI — Relationship beyond Banking

**অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ-সুরাট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বিল্ডিং, ৬ষ্ঠ তল, সুরাট মেন ব্রাঞ্চ, কানপীঠ লালগেট, লাল গেট চার রাস্তা, সুরাট, গুজরাত - ৩৯৫০০৩ ইমেল : ARB.Surat@bankofindia.co.in মোবাইল : ৭৯৯০৭২৬৫৭২**

**ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে স্থাবর সম্পত্তির জন্য)**

**২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য স্টার মেগা ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ**

ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার ২০০২ সালের (সারফেসি) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে নিম্নোক্ত সম্পত্তিসমূহ ই-নিলামের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের বকেয়া উশুলের জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

**ই-নিলামের তারিখ : ২৫.১০.২০২৪** | **সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত (নিলাম শেষ হওয়ার ১০ মিনিট পূর্বে স্বয়ংক্রিয় সম্প্রসারণ ক্লজ অধীনে)**

| শাখা / অ্যাকাউন্টের নাম এবং ঠিকানা/ ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণ | সম্পত্তির বিবরণ | জামিন অধীনে ঋণ/ বকেয়া পরিমাণ | দাবি নোটিশের তারিখ এবং দখলের তারিখ | সংরক্ষিত মূল (টাকা) | ইএমডি (টাকা) | ই-নিলামের তারিখ/সময় |
|---|---|---|---|---|---|---|
| শাখা : অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ, সুরাত এ/সি-আইডিয়াল মুভার্স প্রা লি(আইডিয়াল মুভার্স প্রা লি এবং আইডিয়াল রিসোর্সেস প্রা লি এর সংযুক্ত অস্তিত্ব) ঠিকানা : ৫০, জে এল নেহরু রোড, ১২শতল, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ : ৭০০০৭১। ডিরেক্টর : শ্রী নকুল শ্রাবন হিম্মতসিংকা জামিনদাতা : শ্রী তীর্থরাজ হিম্মতসিংকা, শ্রী রাঘব হিম্মতসিংকা, আইডিয়াল ফিনান্সিং কর্পোরেশন লিমিটেড, দেনজং ট্রেডিং কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, আইডিয়াল জিমনাসিয়াম প্রাইভেট লিমিটেড, প্রয়াত শ্রী শ্রাবন হিম্মতসিংকার আইনি উত্তরাধিকারীগণ। | ১. লিজ অধীনে বাণিজ্যিক স্পেস ৬ষ্ঠতলে, হোল্ডিং নং (প্রেমিসেস) ৫৭, , চৌরঙ্গি রোড, কলকাতা, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭৮২৬ বর্গফুট, আইডিয়াল জিমনাসিয়াম প্রা লি গ্রুপ কোম্পানির মালিকানাধীন, সাব-লিজ সম্পত্তির (সাব লিজদত্ত নর্টেক্স মিলস লি. কর্তৃক) এবং তৎসহ পার্কিং স্পেস। অধীন : লিজদখলীকৃত। | ১৩(২) অধীনে তারিখ ১৮ নভেম্বর ২০২২ অনুযায়ী নোটিশ ১,২৩,৩৯,৩৮,৭২৮.৫০ (একশো তেইশ কোটি উনচল্লিশ লাখ আটত্রিশ হাজার সাতশো আঠাশ টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা) টাকা এবং পরবর্তী সুদ এবং শুল্ক, তাৎক্ষণিক ব্যয় ইত্যাদি সহ। | ১৮.১১.২০২২ ১৩.০৪.২০২৪ প্রতীকী দখলীকৃত ১৩.০৪.২০২৩ | ১০,০৫,০০,০০০ টাকা (দশ কোটি পাঁচ লাখ টাকা) | ১,০০,৫০,০০০ টাকা (এক কোটি পঞ্চাশ হাজার টাকা) | ২৫.১০.২০২৪ (সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পযন্ত) |
| | ২. স্থাবর সম্পত্তি অবস্থিত প্রেমিসেস নং ১৯-বি, ''রাজীব অ্যাপার্টমেন্টস'', ফ্ল্যাট নং ১১, ৬ষ্ঠতল, ম্যান্ডেভিলে গার্ডেন, কলকাতা : ৭০০০১৯, পরিমাণ ২০৯৩ বর্গফুট(সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) অবস্থিত দেনজং ট্রেডিং কোং প্রা লি.-কোম্পানির নামে। অধীন : দায়হীন অধিকার। | | | ২,৩৬,০০,০০০ টাকা (দুই কোটি ছত্রিশ লাখ টাকা) | ২৩,৬০,০০০ টাকা (তেইশ লাখ ষাট হাজার টাকা) | |

**নিলামে অংশগ্রহণের পূর্বে উপরোক্ত সম্পত্তিসমূহের পরিমাপ ডাকদাতা কর্তৃক যাচাইকৃত এবং রাজস্ব নথি থেকেও জ্ঞাত**

ই-নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলী নিম্নরূপ ১. ই-নিলাম ''যেখানে যেমন আছে'', ''যেখানে যা আছে ভিত্তিতে'' অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং টেন্ডার জমা দেওয়ার আগে ''অনলাইন'' পরিচালনা করা হবে ২৪.১০.২০২৪ তারিখে বা তার আগে কাজের সময়গুলিতে এনইএফটি/ফান্ড ট্রান্সফারের মাধ্যমে জমা করা হয়। ২. আরও বিশদ ডাউনলোড করার জন্য, প্রক্রিয়া সম্মতি এবং শর্তাবলী, অনুগ্রহ করে এখানে যান- ক) https//www.bankofindia.co.i: খ. আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইটের ঠিকানা - https://ebkray.in দরদাতা https//ebkray.in-এ যেতে পারেন যেখানে শিক্ষামূলক ভিডিও সহ দরদাতাদের জন্য ''নির্দেশিকা'' পাওয়া যায়। দরদাতাদের অগ্রিমভাবে নিম্নলিখিত আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে হবে ধাপ ১ দরদাতা/ক্রেতা নিবন্ধন বিডার তার মোবাইল নম্বর এবং ইমেল-আইডি ব্যবহার করে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে (উপরে দেওয়া লিঙ্ক) নিবন্ধন করতে, ধাপ ২ কেওয়াইসি যাচাইকরণ প্রয়োজনীয় আপলোড করতে দরদাতা কেওয়াইসি নথি। কেওয়াইসি নথিগুলি ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী দ্বারা যাচাই করা হবে (২ কার্যদিবস লাগতে পারে)। ধাপ ৩ বিডার গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর এনইএফটি/ট্রান্সফার ব্যবহার করে অনলাইন/অফ-লাইন তহবিল স্থানান্তর, ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে তৈরি করা চালান ব্যবহার করে,ধাপ ৪ বিডিং প্রক্রিয়া এবং নিলামের ফলাফল আগ্রহী নিবন্ধিত দরদাতারা ধাপ ১, ২ এবং ৩ শেষ করার পরে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে অনলাইনে বিড করতে পারেন। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন ধাপ ১ থেকে ধাপ ২ ই-নিলামের তারিখের আগে দরদাতাদের আগে থেকেই সম্পূর্ণ করতে হবে। ৩. অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম জ্ঞান এবং তথ্যের জন্য, সম্পত্তিসমূহের কোন দায়বদ্ধতা নেই। যাইহোক, ইচ্ছুক দরদাতাদের তাদের বিড জমা দেওয়ার আগে দায়বদ্ধতা, সম্পত্তির শিরোনাম/নিলামে রাখা এবং দাবি/অধিকার/বকেয়া/প্রভাবিত সম্পত্তি সম্পর্কে তাদের নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করা উচিত। ই-নিলামের বিজ্ঞাপনটি ব্যাঙ্কের কোনও প্রতিশ্রুতি বা কোনও প্রতিনিধিত্ব গঠন করে না এবং বিবেচিত হবে না। সম্পত্তিটি ব্যাংকের পরিচিত বা অজানা সমস্ত বিদ্যমান এবং ভবিষ্যতের দায় সহ বিক্রি করা হচ্ছে। অনুমোদিত আধিকারিক/নিরাপদ পাওনাদার কোনও তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/বকেয়াগুলির জন্য কোনওভাবেই দায়ী থাকবে না। বিক্রয়ের জন্য রাখা সম্পত্তি/আইজ সম্পর্কিত অনলাইন বিড জমা দেওয়ার পরে প্রকৃতির কোনো দাবি মেনে নেওয়া হবে না ৪. পরিদর্শনের তারিখ ২১.১০.২০২৪। সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট শাখাগুলির সাথে পূর্বে অ্যাপয়েন্টমেন্ট সহ সংশ্লিষ্ট শাখাগুলির বিরুদ্ধে দেওয়া যোগাযোগ নম্বরগুলিতে। ৫. টেন্ডার শুধুমাত্র অনলাইন পদ্ধতির মাধ্যমে জমা দেওয়া হবে। ৬. দরদাতারা শর্তাবলী পড়েছেন এবং বুঝেছেন বলে মনে করা হবে। বিক্রয় এবং তাদের দ্বারা আবদ্ধ হবে।, ৭. জমা দেওয়া টেন্ডার মূল্য রিজার্ভ মূল্যের উপরে হবে এবং দরদাতারা তাদের আরও অফারগুলিকে ১০,০০০ টাকা (দশ হাজার টাকা)র গুণিতকে উন্নত করবে। ৮. আগ্রহী দরদাতাদের দায়িত্ব হবে টেন্ডার জমা দেওয়ার আগে সম্পত্তি পরিদর্শন করা এবং তাদের সন্তুষ্ট করা।, ৯. সফল দরদাতার বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) আংশিক বিক্রয় বিবেচনার জন্য রাখা হবে এবং অসফল দরদাতাদের ইএমডি ফেরত দেওয়া হবে। ১০. বায়না অর্থ জমা কোনো সুদ বহন করবে না। সফল দরদাতাকে বিক্রয় মূল্যের ২৫ শতাংশ জমা দিতে হবে ইতিমধ্যেই প্রদান করা ইএমডি সহ, অথরাইজড অফিসার কর্তৃক বিড মূল্য গ্রহণের সাথে সাথে এবং বিক্রয় মূল্যের ভারসাম্য (৭৫ শতাংশ) বিক্রয়ের ১৫ তম দিনে বা তার আগে। নিলাম বিক্রয় ব্যাংক দ্বারা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে. সফল দরদাতার অর্থ জমা দিতে ব্যর্থ হলে পুরো অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে, ইতিমধ্যেই জমা করা সম্পত্তি এবং সম্পত্তি পুনরায় নিলামে তোলা হবে এবং খেলাপি দরদাতার সম্পত্তি/অর্থের বিষয়ে কোনও দাবি/অধিকার থাকবে না ১১। অনুমোদিত নয় কোনো ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক সমস্যা/পাওয়ার ব্যর্থতা/অন্যান্য প্রযুক্তিগত ত্রুটি/ব্যর্থতা ইত্যাদির জন্য অফিসার/ব্যাঙ্ক বা ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীকে দায়ী করা হবে না। এই ধরনের আনুষঙ্গিক পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আগ্রহী দরদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তারা প্রযুক্তিগতভাবে নিশ্চিত হন। ই-নিলাম ইভেন্টে সফলভাবে অংশগ্রহণের জন্য পর্যাপ্ত পাওয়ার ব্যাক-আপ ইত্যাদির সাথে সুসজ্জিত। ১২. ক্রেতাকে প্রযোজ্য স্ট্যাম্প শুল্ক/রেজিস্ট্রেশন ফি/অন্যান্য চার্জ, ইত্যাদি বহন করতে হবে এবং এছাড়াও সমস্ত সংবিধিবদ্ধ/অ-সংবিধিবদ্ধ বকেয়া, কর, মূল্যায়ন চার্জ, ইত্যাদি যেকোন সংস্থার কাছে বহন করতে হবে। ১৩. অনুমোদিত অফিসার/ ব্যাঙ্ক সর্বোচ্চ অফারটি গ্রহণ করতে বাধ্য নয় এবং যে কোনও বা সমস্ত অফার (গুলি) গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার বা ই-নিলাম স্থগিত/স্থগিত/বাতিল করার বা নিলাম প্রক্রিয়া থেকে যে কোনও সম্পত্তি বা অংশ প্রত্যাহার করার পরম অধিকার ও বিচক্ষণতা রয়েছে। সেখানে কোনো কারণ উল্লেখ না করে পর্যায়, ১৪. বিক্রয় শংসাপত্রটি শুধুমাত্র ক্রেতা/আবেদনকারীর নামে জারি করা হবে এবং অন্য কোনো নামে জারি করা হবে না। ১৫. এই বিক্রয় আর্থিক সম্পদের সুরক্ষা এবং পুনর্গঠন এবং সুরক্ষা সুদের প্রয়োগ আইন, ২০০২ এর অধীনে নির্ধারিত নিয়ম/শর্তের সাপেক্ষে হবে। বিক্রয়ের শর্তাবলী সম্পর্কে আরও বিশদ/অনুসন্ধানগুলি সংশ্লিষ্ট শাখা থেকে প্রাপ্ত করা যেতে পারে প্রদত্ত যোগাযোগের নম্বরগুলি। ১৬. উপরোক্ত অ্যাকাউন্টগুলির ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদের উপরোক্ত তারিখের বিক্রয়/নিলাম ধারণ সম্পর্কে তাদের অবহিত করার জন্য এটি সারফেসি আইনের বিধান অনুসারে ১৫ দিনের একটি বাধ্যতামূলক নোটিশও।

**স্থান : কলকাতা, তারিখ : ০৭.১০.২০২৪** — **অনুমোদিত অফিসার, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

# সরকারি জায়গা দখল করে পাকা দোকানঘর তৈরির অভিযোগ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা:** সরকারি জায়গা দখল করে পাকা দোকানঘর ও রেস্তোরাঁ তৈরির ঘটনায় অভিযোগ জমা পড়ল মালদা সদর মহকুমা শাসকের কাছে। বিশিষ্ট আইনজীবী তথা প্রাক্তন কাউন্সিলর সঞ্জয় কুমার শর্মা এই অভিযোগ জানিয়েছেন। ইংরেজবাজার শহরের সত্য চৌধুরী ইন্ডোর স্টেডিয়ামের জায়গায় তিনতলা বিশিষ্ট একটি রেস্তোরাঁ এবং বাঁধরোড সংলগ্ন সরকারি জায়গায় একাধিক পাকা দোকান ঘর নিয়ে মূলত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। কারা কিভাবে একাধিক পাকা দোকান ঘর এবং রেস্তোরাঁ তৈরি করে রাতারাতি বিক্রি করল সে ব্যাপারেও অন্ধকারে প্রশাসন। রীতিমতো লক্ষাধিক টাকায় এইসব সরকারি জায়গার ওপর গড়ে ওঠা দোকান রেস্তোরাঁ বিক্রির অভিযোগে উঠেছে। ইতিমধ্যে বিশিষ্ট আইনজীবী সঞ্জয় কুমার শর্মা সদর মহকুমা শাসকের কাছে সমস্ত তথ্য উল্লেখ করে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে জেলা প্রশাসন।

উল্লেখ্য, সত্য চৌধুরী ইন্ডোর স্টেডিয়ামটি জেলা প্রশাসনের অধীনে। এছাড়াও বাঁধ রোডের কিছু অংশ সেচ দপ্তরের অন্তর্গত রয়েছে। আর সেই জায়গায় একাধিক পাকা দোকানঘর তৈরি করে রাতারাতি লক্ষাধিক টাকায় বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে । এছাড়াও সত্য চৌধুরী ইন্ডোর স্টেডিয়াম ঢোকার মুখেই তৈরি হয়েছে বিশাল একটি রেস্তোরাঁ। তিনতলা বহুতল দোকান গড়ে উঠেছে সেখানে। পাশাপাশি এই সত্য চৌধুরী ইন্ডোর স্টেডিয়ামের সরকারি জায়গাতেও রীতিমতো ওই রেস্তোরাঁর রান্না করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। সরকারি জায়গা জবরদখল করে এরকম ভাবে দোকান ঘর করা যায় কিনা তা নিয়েও বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

বিশিষ্ট আইনজীবী তথা প্রাক্তন কাউন্সিলর সঞ্জয় কুমার শর্মা বলেন, শহরের একাধিক সরকারি জায়গা জবর দখল করা হচ্ছে। প্রোমোটারি রাজ শুরু হয়েছে ইংরেজবাজার শহর জুড়ে। যার জন্য সামান্য বৃষ্টিতে ডুবে থাকছে গোটা শহর। ইতিমধ্যে সত্য চৌধুরী ইন্ডোর স্টেডিয়াম যেটি জেলা প্রশাসনের অধীনে, সেই জায়গা দখল করে একাধিক পাকা দোকান ঘর তৈরি হয়েছে। এমনকী একটি আভিজাত রেস্তোরাঁও তৈরি করে দেদার ব্যবসা চালানো হচ্ছে। যা সম্পূর্ণভাবে বেআইনি। প্রশাসনের এব্যাপারে কোনও নজর নেই। সরকারি জায়গা কোনো বিজ্ঞপ্তি, টেন্ডার ছাড়া রাতারাতি

## নিশ্চুপ প্রশাসন

কিভাবে দখল হয়ে গেল। কারা এই কাজ করল এমনকী কাদের অঙ্গুলিহেলনে সরকারি জায়গায় একাধিক দোকান ও রেস্তোরাঁ গড়ে উঠল সে ব্যাপারেও সদুত্তর মিলছে না। তাই পুরো বিষয়টি নিয়ে মালদার সদর মহকুমা শাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি। এব্যাপারে প্রশাসন যদি কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ না করে, তাহলে আদালতের দ্বারস্থ হব।

যদিও এপ্রসঙ্গে জেলাশাসক নীতিন কুমার সিংহানিয়া কোনও মন্তব্য করেননি। তবে জেলা প্রশাসনের একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, সদর মহকুমা শাসকের কাছে অভিযোগ দায়ের হতেই ইতিমধ্যে দুই জনের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। যে সরকারি জায়গাকে ঘিরে পাকা দোকানঘর এবং রেস্তোরাঁ তৈরির অভিযোগ উঠেছে সেই জায়গাটি ডিপিএলও এবং ইরিগেশনের বলেও প্রশাসনের সূত্রে খবর। এপ্রসঙ্গে জেলা প্রশাসনের এক কর্তা জানিয়েছেন, তদন্ত কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

# মহিলা সুরক্ষায় চালু করা হল ‘গোলাপী মোবাইল ভ্যান’ বাড়ানো হল উইনার্স টিমের সংখ্যা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট:** মহিলা সুরক্ষায় এবার বিশেষ উদ্যোগ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশের। সবুজ পতাকা নাড়িয়ে চালু করা হল ‘গোলাপি মোবাইল ভ্যান’। সোমবার বালুরঘাটে পুলিশ লাইন থেকে সবুজ পতাকা নাড়িয়ে এই পিঙ্ক মোবাইল ভ্যানের শুভ সূচনা করেন জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার কার্তিক চন্দ্র মণ্ডল সহ অন্যান্য পুলিশ অফিসাররা।

জানা গিয়েছে, আরজি কর কাণ্ডের আবহে নারী-নিরাপত্তার উপরে দেওয়া হয়েছে বিশেষ জোর। নারী নিরাপত্তা যাতে বিঘ্নিত না হয়, সেদিকে বিশেষ নজর দিতেই এদিন ‘গোলাপী মোবাইল ভ্যান’ এর সূচনা করা হয়। এই পিঙ্ক মোবাইল পেট্রোলিং ভ্যান টহল দেবে বিভিন্ন জায়গায়। সম্পূর্ণভাবে পিঙ্ক ভ্যানটি মহিলা পুলিশ অফিসারের দ্বারা পরিচালিত হবে। নারী নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে এর মধ্যে দিয়ে ইভটিজিং, সাইবার অপরাধের মতো ঘটনার প্রতিরোধ নিশ্চিত হবে বলে মনে করা হচ্ছে। এ বিষয়ে জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল জানান, ‘পুজোতে মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে আমরা বিশেষ সতর্ক রয়েছি। সেই মতো নতুন করে আরো দুটো পিঙ্ক মোবাইল ভ্যান চালু করা হল। একটি পিঙ্ক মোবাইল ভ্যান বালুরঘাট শহর এবং অন্যটি গঙ্গারামপুর মহকুমার জন্য রয়েছে। অন্যান্য সময়ের পাশাপাশি পুজোর দিনগুলোতে এই পিঙ্ক মোবাইল ভ্যান ২৪ ঘণ্টা পেট্রোলিং চালাবে। পাশাপাশি মহিলা উইনার্স টিমে নতুন করে আরো ২৪ জন মেম্বারদের সংযুক্ত করা হয়েছে। নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে সিভিক পুলিশের পাশাপাশি প্রায় ৬০০০ পুলিশ ফোর্স মোতায়েন থাকবে জেলা জুড়ে।’

# দেড় ফিটের দুর্গা প্রতিমা বানিয়ে তাক লাগাল অষ্টম শ্রেণির সিদ্ধার্থ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা:** মাত্র ১৩ বয়সে নিজের হাতে দেড় ফিটের দুর্গা প্রতিমা অপরূপ ভাবে তৈরি করে তাক লাগিয়ে দিয়েছে অষ্টম শ্রেণির ছাত্র সিদ্ধার্থ সিং। ইংরেজবাজার শহরের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের উত্তর বালুচর এলাকার বাসিন্দা ধরমনাথ সিং-এর একমাত্র ছেলে সিদ্ধার্থ। গত চার বছর ধরে এই ভাবেই নিজের বাড়িতে বসে দুর্গা প্রতিমা বানায় ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের ওই ছাত্র সিদ্ধার্থ সিং। ওই ছাত্রের হাতে তৈরি দেবী প্রতিমা তাঁর বাড়ির সামনে শ্মশান মন্দির ক্লাবে দেখা যাবে। মালদার কালেক্টরেট ভবনে চাকরি করেন ধরমনাথ সিং। তাঁর স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা সিং, তাদের একমাত্র ছেলে সিদ্ধার্থ শিং এবছর মাটি, পুঁতি, পিচবোর্ড, শোলা, ফোয়েল প্যাকেট এরকমই ঘরোয়া কিছু সামগ্রী দিয়েই প্রায় দেড় ফিটের দুর্গা প্রতিমা তৈরি করেছে।

ধরমনাথ সিং জানিয়েছেন, এই প্রতিমা তৈরি করার ক্ষেত্রে ছেলেকে কেউ প্রশিক্ষণ দেয়নি। গত চার বছর ধরেই নিজে হাতে দুর্গা প্রতিমা তৈরি করে ছেলে সিদ্ধার্ত সিং। সেটি বাড়ির সামনের একটি ক্লাবের পুজো মণ্ডপে রাখা হয়। আগামীতে বড় ধরনের চিত্রশিল্পী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে অষ্টম শ্রেণির ছাত্র সিদ্ধার্থ সিং।

# সরকারি অনুদানের টাকায় ব্যস্তবহুল রাস্তায় বসল সিসি ক্যামেরা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা:** দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে রাজ্য সরকারের আর্থিক অনুদানের টাকায় পথচারীদের সুবিধার্থে ব্যস্তবহুল রাস্তায় একাধিক সিসি ক্যামেরা বসালো মালদা নেতাজি ক্লাব ও গ্রন্থাগার। তাঁদের এই সামাজিক গঠনমূলক কাজকে সাধুবাদ জানিয়েছেন জেলা পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তারা। এমনকী সাধারণ মানুষও এই কাজে খুশি প্রকাশ করেছেন। ইংরেজবাজার শহরের পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের কেজে সান্যাল রোড সংলগ্ন অবস্থিত রয়েছে এই ক্লাবটি। এবারে নেতাজি ক্লাব ও গ্রন্থাগারের সাধারণ পুজোর থিম এবং সাবেকি ধাঁচে আছে দুর্গা প্রতিমা তৈরি করা হয়েছে। তবে মুখ্যমন্ত্রীর এই সরকারি অনুদানের টাকা নিয়ে নিরাপত্তার দিকেই নজর দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট ক্লাব কর্তারা।

নেতাজি ক্লাব ও গ্রন্থাগারের পুজো কমিটির সম্পাদক অরিন্দম রায় বলেন, আরজি করের ঘটনায় মানুষকে টনক নড়িয়ে দিয়েছে। অবশ্যই আমরা দোষীদের ফাঁসি চাই। পাশাপাশি এলাকার মহিলাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিতের কারণেই রাজ্য সরকারের অনুদানের টাকায় এবারে ৭টি সিসি

ক্যামেরা বসানোর উদ্যোগ নিয়েছি। পঞ্চমীর দিন এই সিসি ক্যামেরাগুলি উদ্বোধন করা হবে। পুজো মণ্ডপ এবং প্রতিমা তৈরি করছেন মৃৎশিল্পী বিবেক দাস। অন্যদিকে এবছর ইংরেজবাজার শহরের ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের এলাকার দিলীপ স্মৃতি সংঘের পুজো মণ্ডপে বঙ্গভঙ্গের কিছু দৃশ্য মডেলের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। মৃৎশিল্পী সজল পন্ডিতের হাতে দেবী দুর্গার পালকিতে আগমন এমনই দৃশ্য দেখা যাবে। এবছর দিলীপ স্মৃতি সংঘের ৭৪ তম বর্ষ। পুজো মণ্ডপের এই থিম ফুটিয়ে তুলছেন কৃষ্ণ কুমার দাস। তিনি বলেন, বাংলা ভাগের সময় মানুষ যে অসুবিধার মুখে পড়েছিলেন সেই বিষয়টি ছবি এবং মডেলের আকারে পুজো মণ্ডপে তুলে ধরা হচ্ছে। কিভাবে সাধারণ মানুষেরা বিভিন্ন স্টেশনে রাত কাটিয়েছিলেন। সেই সময় মালদার কোন অংশ বাংলাদেশের চলে গিয়েছিল সেটাও এই পুজো মণ্ডপে তুলে ধরা হয়েছে। এর সঙ্গে থাকছে চন্দননগরের আলোকসজ্জা। পুজোয় দর্শনার্থীদের ভিড় উপচে পড়বে বলে আশাবাদী দিলীপ স্মৃতির সংঘের কর্মকর্তারা।

# স্টেশন চত্বর থেকে উদ্ধার হওয়া বৃদ্ধাকে তুলে দেওয়া হল তাঁর পরিবারের হাতে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট:** বালুরঘাট স্টেশন চত্বর থেকে উদ্ধার হওয়া বৃদ্ধাকে তুলে দেওয়া হল তাঁর পরিবারের লোকেদের হাতে। অন্যদিকে, ওই বৃদ্ধাকে ফিরে পেয়ে খুশি তার পরিবারের লোকেরাও। ধন্যবাদ জানিয়েছেন বালুরঘাট হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ প্রশাসনকে। জানা গিয়েছে, ওই বৃদ্ধের নাম লদী নারায়ণ (৭৮)। বাড়ি হায়দ্রাবাদে। গত ২৫ সেপ্টেম্বর অসুস্থ অবস্থায় অজ্ঞাত পরিচয় ওই বৃদ্ধাকে বালুরঘাট রেলস্টেশন চত্বর থেকে উদ্ধার করে পুলিশ। তারপর থেকে বালুরঘাট সদর হাসপাতালে চিকিৎসা চলছিল তাঁর। পরবর্তীতে চিকিৎসায় সারা মেলায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাঁর নাম পরিচয় জানার চেষ্টা করেন। পরিবারের লোকেরা খোঁজ পেয়ে এদিন তেলেঙ্গানা থেকে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট সদর হাসপাতালে আসেন। এদিন বালুরঘাট হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ওই বৃদ্ধাকে তাঁর পরিবারের লোকেদের হাতে তুলে দেন।

এ বিষয়ে ওই বৃদ্ধার পরিবারের এক আত্মীয় জানান, ‘বালুরঘাট রেলস্টেশন থেকে হারিয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে আমরা কোনও খোঁজ পাচ্ছিলাম না। অবশেষে খোঁজ পেয়ে আজ বালুরঘাট হাসপাতালে আসি। খুব ভালো লাগছে। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ।’

এ বিষয়ে বালুরঘাট সদর হাসপাতালের সুপার কৃষ্ণেন্দু বিকাশ বাগ জানান, ‘কিছুদিন আগে একজন অজানা রোগী গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় আমাদের এখানে ভর্তি হয়েছিল। বর্তমানে চিকিৎসায় তিনি অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠেছেন। আমাদের হাসপাতালের কর্মীরা অনেক চেষ্টা করে তার বাড়ির খোঁজ পেয়েছিলেন। সেই মতো তার পরিবারের লোকেরা তেলেঙ্গানা থেকে হাসপাতালে এসেছেন। আমরা ওই ব্যক্তিকে তাঁর পরিবারের লোকের হাতে তুলে দিলাম।’

# মেলেনি সরকারি বরাদ্দ, এবছর রায়গঞ্জ জেলা সংশোধনাগারে হবে না দুর্গাপুজো

**নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: সরকারি বরাদ্দ না পাওয়ায় রায়গঞ্জ জেলা সংশোধনাগারে এবছর দুর্গাপুজো হচ্ছে না। পুজো না হওয়ায় কারারক্ষী বাহিনী থেকে শুরু করে বন্দিদের মন ভারাক্রান্ত। রাজ্যের সমস্ত সংশোধনাগারে সরকার আর্থিক বরাদ্দ প্রদান করলেও শুধুমাত্র রায়গঞ্জ জেলা সংশোধনাগারকে কেন্দ্র আর্থিক বরাদ্দ করা হল না এ নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। বাঙালির সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপুজো। দেশের মানুষ এই পাঁচটি দিন উৎসবে মেতে ওঠেন। কিন্তু সংশোধনাগারের বন্দিরা দুর্গা পুজোয় আনন্দ মেতে উঠতে পারে না। উৎসবের দিন গুলোতেও বন্দিরা পুজোর আনন্দে মেতে ওঠেন সেই কারণেই বাম সরকারের আমল থেকেই সংশোধনাগারে দুর্গাপুজো শুরু হয়। শুধু দুর্গা পুজোই নয়, এই পাঁচ সংশোধনাগারে ভালো মন্দ খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। রাজের মুখ্যমন্ত্রী এবারে প্রতিটি দুর্গাপুজো কমিটিকে ৮৫ হাজার টাকা আর্থিক অনুদান দিয়েছে। রায়গঞ্জ সংশোধনাগারে দুর্গাপুজো করতে এক লক্ষ টাকা খরচ হয়। বিগত দুই বছর রায়গঞ্জ সংশোধনাগারে দুর্গাপুজো হয়েছে। কিন্তু এবছর দুর্গাপুজোর জন্য রাজ্য কারা দপ্তরের এক লক্ষ টাকা দাবি করে রায়গঞ্জ সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষ। কিন্তু কারা দপ্তর সেই টাকার বিষয়ে কোনও মতামত না জানানোয় এবারে পুজো রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রায়গঞ্জ সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষ। দুর্গাপুজো না হওয়ায় মন খারাপ কারা দপ্তরের কর্মী থেকে শুরু করে সংশোধনাগারের ৩৬০ জন বন্দির। সংশোধনাগারের সহকারি সুপার জানিয়েছেন, পুজোর দিন গুলোতে রাজ্যবাসী যখন উৎসবে মেনে ওঠেন তখন তারা সংশোধনাগারে দায়িত্ব সামলান। বিগত দুই বছর বাড়িতে যেতে না পারলেও সংশোধনাগারের পুজোতেই তারা মেনে থাকতেন। শুধুমাত্র রায়গঞ্জ সংশোধনাগারকেই কেন আর্থিক বরাদ্দ করা হল না তা তাদের জানা নেই।**

**যদিও এবিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে রায়গঞ্জের বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী। পাশাপাশি তিনি এবছরও যাতে দুর্গাপুজো করা হয় সে বিষয়ে আশ্বাস দিয়েছেন।**

*সিউড়ি হাইরোডে বীরভূম জেলা বিজেপি কার্যালয়ের পাশে আরজি কর হাসপাতালের আদলে তৈরি দুর্গাপুজোর মণ্ডপ।*

# পুলিশে আটক বাস কর্মীকে ছেড়ে দেওয়ার দাবিতে ধর্মঘট

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান:** বাসের মধ্যে এক যাত্রীর গয়না ও টাকা চুরির ঘটনায় বাসের তিন কর্মচারীকে আটক করেছিল বীরভূমের ইলামবাজার থানার পুলিশ। তাদের মধ্যে দু'জনকে ছেড়ে দেওয়া হলেও একজনকে ছাড়া হয়নি বলে অভিযোগ। তার প্রতিবাদে সোমবার পূর্ব বর্ধমান জেলার গুসকরা বাসস্ট্যান্ডে ধর্মঘট শুরু করে বাস কর্মী সংগঠন। টানা চারঘণ্টা চলে তাদের ধর্মঘট। তারপর ওই বাসকর্মীকে ছেড়ে দেওয়ার খবর পেলে বাস ধর্মঘট তুলে নেওয়া হয়। জানা গিয়েছে, শনিবার গুসকরা ইলামবাজার রুটের একটি বাস ইলামবাজার যাওয়ার সময় এক বাসযাত্রীর কাছে থাকা একটি ব্যাগ চুরি যায়। ওই ব্যাগে দুই ভরি সোনার গয়না এবং নগদ ২০ হাজার টাকা ছিল বলে দাবি। ওই বাসযাত্রী ইলামবাজার থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তার জেরে ওই বাসের কন্ডাক্টর ও দুই খালাসিকে আটক করে পুলিশ। পরে দু'জনকে ছেড়ে দিলেও একজনকে ছাড়া হয়নি।

গুসকরা বাসকর্মী সংগঠনের সম্পাদক নুর আলম বলেন, আমরা পুলিশের সঙ্গে দেখা করি। কিন্তু পুলিশ বলে যে বা যারা চুরি করেছে তাদের নাকি চেনে বাসের কর্মীরা। তাই ওই গয়না ও টাকা বাসের কর্মীদেরই উদ্ধার করতে হবে। নাহলে গয়নার দাম ও টাকা বাসের কর্মীদেরই দিতে হবে। তাই আমরা ধর্মঘট করেছি। ওই বাস কর্মীকে না ছাড়লে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট চলবে। যদিও সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ ওই বাসকর্মীকে ছেড়ে দেওয়ার খবর এলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। তবে অবরোধের জেরে সমস্যায় পড়েন বহু বাসযাত্রী।

# অভয়াকে মনে করেই ভিন্ন জেলায় পাড়ি মহিলা ঢাকিদের

**মহেশ্বর চক্রবর্তী ● আরামবাগ**

নারী শক্তি সমাজের শক্তি। আর সেই নারীরাই এবার মায়ের পুজোয় সামিল হচ্ছেন কাঁধে ঢাক নিয়ে। রুজিরোজগারের তাগিদে তাদের বিভিন্ন পুজো মণ্ডপে ঢাক বাজাতে যেতে হলেও অভয়ার জন্য তাদের মুখ ভার। তারাও চায় দ্রুত অভয়ার খুনি ও ধর্ষকরা শাস্তি পাক। এবারও মেয়েদের হাতেই মায়ের পুজো। হ্যাঁ, এ রকম মহিলা ঢাকিরা ঢাক ও তার বাজানোর কাঠি কাঁধে তুলে নিয়েছেন। পরিবারের মুখে হাসি ফোটাতে আর আম জনতাকে আনন্দ দিতে মহিলারা পুজোয় যাচ্ছেন ঢাক বাজাতে। কিন্তু তাদেরও মন ভার। আরজি কর কাণ্ডকে তারা ভুলতে পারছেন না। মেয়েদের নিরাপত্তা নিয়েই তাদের প্রশ্ন। তারাও তো সেই প্রশ্নেরই মুখোমুখি হচ্ছেন। মহিলারা যাচ্ছেন বাইরে। তাদের নিরাপত্তার বিষয়ে পরিবারের লোকজনও চিন্তিত। তবুও তাদের যেতে হবে। কারণ, বায়না নামা হয়ে গেছে। পুজোয় তারা বাইরে থেকেই মানুষজনকে আনন্দ দান করবেন। কিন্তু পুজোতে ঘরের লদীরা যাচ্ছেন মায়ের কাছে। তাই তাদের পরিবারের কেনাকাটা পরেই হয়। আরামবাগের বলরামপুরের দাসপাড়ার গৃহবধূরা এমনটাই জানাচ্ছেন। বেশ কয়েকজন গৃহবধূ যাবতীয় বাধার সম্মুখীন হয়েও ঢাকের তালিম নিতে শুরু করেছিলেন তাদের গুরু দিলীপ দাস ও রবীন্দ্রনাথ দাসের কাছে। নানা সামাজিক সমালোচনা, গুঞ্জন, তাচ্ছিল্য, এমনকী অপবাদও সহ্য করে তারা আজ সমাজে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আজ তারা বহু অনুষ্ঠানের এই দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন। শুধু ঢাকের কাঠিই নয়, ঢাক বাজানোর সময় মহিলারা কলসি ও ঢাক নিয়ে নানা ছন্দে, নানা ভঙ্গিমায় নৃত্য পরিবেশন করে দর্শকদের মনোরঞ্জন করেন। এই এলাকার গৃহবধূ সোনালী দাস, সুষমা দাস, মানসী দাস, অর্চনা দাস, সুপর্ণা দাস, অনিমা দাস, চন্দনা দাস সহ অন্যান্য মহিলা বাজনদার নানান দুঃখ কষ্ট সহ্য করেও মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে মণ্ডপে মণ্ডপে যাচ্ছেন। তবে, আরামবাগ মহকুমার এখনও বহু জায়গা জলমগ্ন। বিশেষত, খানাকুলে তাই একাধিক বায়না বাতিলও হয়েছে। ঘাটাল থেকে বায়না করা হলেও সেখানেও সেই বায়না নামা বাতিল হয়েছে। তাই তাদের মন ভার। মহিলারা পরিবারের সহযোগিতার জন্য স্বামীর সঙ্গে সমান তালে সংসারের দায়ভার কাঁধে তুলে নিয়েছেন। তাই হাসি, কান্না, সুখ-দুঃখকে সাথী করেই জীবনের জয়গান গেয়েই আনন্দ দানে অঙ্গীকারবদ্ধ তারা। তারাই আজ নারীশক্তির পূর্ণ রূপ।

# মায়াঙ্কে মুগ্ধ, উমরান মালিক কোথায়

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** মে থেকে সেপ্টেম্বর;টানা পাঁচ মাস কোনো প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচই খেলেননি মায়াঙ্ক যাদব। লম্বা সময় খেলার বাইরে থাকা এই পেসারকেই গতকাল গোয়ালিয়রে বাংলাদেশের বিপক্ষে টি,টোয়েন্টি ক্যাপ দিয়েছে ভারত। মায়াঙ্ক অভিষেকে আলোড়ন তুলেছেন, তা নয়। ১ উইকেট নিয়েছেন ২১ রানে। তবে ২১ বছর বয়সী এই পেসারকে নিয়ে ম্যাচ শেষে উচ্ছ্বাসই প্রকাশ করেছেন অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব।



মায়াঙ্কের ভারত দলে সুযোগ পাওয়াটা গতির সূত্রে। এ বছরের এপ্রিলে লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসের হয়ে চার ম্যাচ খেলেছেন মায়াঙ্ক। ওই চার ম্যাচেই গতির ঝড় তুলে চমকে দিয়েছিলেন সবাইকে, নিয়মিত বল করেন ঘণ্টায় ১৫০ কিলোমিটারের আশপাশে। রোববার বাংলাদেশের বিপক্ষেও মায়াঙ্কের একটি ডেলিভারির গতি উঠেছে ঘণ্টায় ১৪৯.৯ কিমি।

ভারতের ক্রিকেটে গতিই যদি হয় আলোচনার বিষয়, তবে আগে আসার কথা উমরান মালিকের নাম।

খুব বেশি দিন আগে নয়, ২০২২ আইপিএলেই গতির ঝড়ে চারপাশে হইচই ফেলে দিয়েছিলেন উমরান। পাকিস্তানের শোয়েব আখ তার যাঁকে দেখে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, ক্রিকেটের সবচেয়ে বেশি গতির বলটি উমরানই করবে। মুগ্ধতার কথা জানিয়েছিলেন গতির জন্য খ্যাত ব্রেট লি, ডেল স্টেইনরাও। কিন্তু গত দুই বছরে উমরান তাঁর সম্ভাবনা কাজে লাগানো দূরে থাক, আলোচনারই বাইরে চলে গেছেন। ভারতের ক্রিকেট যখন মায়াঙ্কে মুগ্ধ, উমরান তখন কোথাও নেই। আইপিএলে গতির রেকর্ড গড়া সেই উমরান এখন আসলে কোথায়?

উমরানের উঠে আসা জম্মু, কাশ্মীর থেকে, যেখানে ক্রিকেটের চর্চা ভারতের বেশির ভাগ রাজ্যের চেয়ে কম। ১৭ বছর বয়স পর্যন্ত ক্রিকেট বল দিয়ে খেলেনওনি উমরান। ঘটনাচক্রেই ভারতের ক্রিকেটে প্রবেশ ঘটেছিল তাঁর। ভারত অনূর্ধ্ব,১৯ দলের নির্বাচকেরা বৈষ্ণদেবী মন্দিরে ঘুরতে গেলে কাছের এক নেটের সিমেন্ট পিচে বল করতে দেখেছিলেন উমরানকে। সেখান থেকে তাঁর জায়গা হয় সানরাইজার্স হায়দরাবাদের নেটে, একপর্যায়ে মূল দলেও।

২০২২ আইপিএল ছিল উমরানের ক্যারিয়ারের উত্থান, একই সঙ্গে উজ্জ্বলতম পর্ব। ১৪ ম্যাচ খেলে প্রতিটিতেই প্রায় নিয়মিত ১৫০ কিলোমিটারের বেশি গতি তুলেছেন। টানা আট ম্যাচে দ্রুততম ডেলিভারির পুরস্কার উঠেছিল তাঁর হাতে। গতিতে ব্যাটসম্যানদের এলোমেলো করে দিয়ে উইকেটও নিয়েছিলেন ২২টি।

এমন আলোড়ন তোলা আইপিএলের পর সে বছরই ভারতের হয়ে টি,টোয়েন্টি এবং ওয়ানডে অভিষেক হয় উমরানের। তবে পথচলাটা বেশি দূর এগোয়নি। এখন পর্যন্ত খেলা ৮ টি,টোয়েন্টির সর্বশেষটি ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে, ১০ ওয়ানডের সর্বশেষটি একই বছরের জুলাইয়ে। এরপর এক বছরে ভারত জাতীয় দলের হয়ে যেমন খেলতে পারেননি, খেলেননি ভারতের ঘরোয়া লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটেও।

আগের তিনবারের ধারবাহিকতায় এবারও আইপিএলে সানরাইজার্স হায়দরাবাদে ছিলেন। তবে ম্যাচ খেলেছেন মাত্র একটি, তা,ও প্রথম ওভারে ১৫ রান দেওয়ার পর আর বলই হাতে পাননি। আর ২৭ মার্চ মুম্বাই, হায়দরাবাদ ম্যাচের পর গত ছয় মাসে তো কোনো প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটই খেলেননি।

২২ বছর বয়সে হইচই ফেলে দেওয়া উমরান দুই বছরের মধ্যে এভাবে ছিটকে গেলেন কীভাবে? মোটের ওপর দুটি কারণ। প্রথমত, বোলিংয়ের ধার কমে যাওয়া। ভারতের হয়ে যে কটা ম্যাচ খেলেছেন, তাতে উমরানের বোলিংয়ে নিয়ন্ত্রণ ছিল কম। রান দিয়েছেন বেশি।

যে ৮টি টি,টোয়েন্টি খেলেছেন তাতে উইকেট পেয়েছেন ১১টি, রান দিয়েছেন ১০.৪৮ গড়ে। ভারতের হয়ে অন্তত ১০ উইকেট নেওয়া বোলারদের মধ্যে এটি সবচেয়ে বাজে ইকোনমি। যদিও স্ট্রাইক রেট ছিল ভালোই, প্রতি ২২.০৯ বলে উইকেট। ওয়ানডেতেও উমরানের স্ট্রাইক রেট ভালোই (২৮.১), তবে এখানেও সমস্যা ইকোনমি। ১০ ওয়ানডেতে ১৩ উইকেট নেওয়ার পথে রান দিয়েছেন ৬.৫৪ গড়ে।

মূলত বাজে ইকোনমিই উমরানের কার্যকারিতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলে। ভারতের নির্বাচকেরা উইকেট নেওয়া বোলার বনাম খরুচে বোলার বিচার করতে গিয়ে উমরানের দিকে না তাকানোই শ্রেয় মনে করেছেন। ভারতের বোলিং কোচ পরেশ মামব্রে যেমন স্পষ্ট করেই বলে দিয়েছেন, ‘ওর যে গতি, সেটা বিরল। কিন্তু নিয়ন্ত্রণের অভাব আছে।’

তবে বর্তমানে উমরানের কোথাও না থাকার পেছনে নিজের ওটাই একমাত্র কারণ নয়, আছে দুর্ভাগ্যও। চলতি বছর বিসিসিআই যেসব ফাস্ট বোলারকে শুরুতেই চুক্তির আওতায় এনেছে, তাঁদের মধ্যে উমরান একজন। কিন্তু গত মাসে হওয়া দুলীপ ট্রফির আগে প্রথমে পায়ের পাতা, এরপর হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে পড়েন তিনি। পরে ভোগায় ডেঙ্গু। শেষ পর্যন্ত দুলীপ ট্রফিতে তাঁর খেলাই হয়নি।

সুস্থ হয়ে ওঠার পর যখন বল হাতে নেন, দেখা দেয় নিতম্বের সমস্যা। পরে পরীক্ষায় ধরা পড়ে নিতম্বের হাড়ে চিড় ধরেছে তাঁর। রোববারই ভারতের সংবাদমাধ্যম খবর দেয়, চোটের কারণে অন্তত চার থেকে ছয় সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হবে উমরানকে। যার অর্থ, ১১ অক্টোবর শুরু হওয়া রঞ্জি ট্রফির প্রথম কয়েকটি ম্যাচে খেলা হবে না তাঁর। যেদিন উমরানের আবারও ছিটকে যাওয়ার খবর বেরিয়েছে, সেদিনই গতির কারণে ভারতের টি, টোয়েন্টি দলের হয়ে অভিষেক হয়েছে মায়াঙ্কের।

# মহিলাদের বিশ্বকাপে সতর্ক করা হল ভারতীয় বোলারকে



**নিজস্ব প্রতিনিধি:** মহিলাদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ জয় হরমনপ্রীত কাউরদের স্বস্তি দিলেও থাকল অস্বস্তিও। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে আগ্রাসী উচ্ছ্বাস প্রকাশের জন্য শাস্তি পেতে হল জোরে বোলার অরুন্ধতী রেড্ডিকে।

পাক ব্যাটার নিদা দারকে আউট করে আগ্রাসী মেজাজে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিলেন অরুন্ধতী। পাকিস্তানের ইনিংসের শেষ ওভারে অভিজ্ঞ ব্যাটারকে আউট করেন ভারতের জোরে বোলার। তার পর আগ্রাসী মেজাজে সাজঘরের রাস্তা দেখান নিদাকে। তাঁর এই আচরণ ক্রিকেটের আদর্শ আচরণবিধির পরিপন্থী। ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিলের (আইসিসি) আদর্শ আচরণবিধির ২.৫ ধারা লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে ভারতীয় বোলারের বিরুদ্ধে। যাতে বলা হয়েছে, ‘‘আন্তর্জাতিক ম্যাচে কোনও ব্যাটারকে আউট করার পর অবমাননাকর ভাষা ব্যবহার, অঙ্গভঙ্গি বা আচরণ যা আক্রমণাত্মক প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে, তেমন কিছু গ্রহণযোগ্য নয়।’’

মাঠের দুই আম্পায়ার এলোইস শেরিডান এবং লরেন এজেনব্যাগ রেড্ডির বিরুদ্ধে রিপোর্ট দেন। খেলা শেষ হওয়ার পর রেড্ডিকে ডেকে পাঠান ম্যাচ রেফারি শান্দ্রে ফ্রিৎজ। শুনানিতে নিজের ভুল স্বীকার করে নিয়েছেন ভারতীয় বোলার। প্রথম অপরাধ হওয়ায় তাঁকে সতর্ক করা হয়েছে। আগামী ২৪ মাস নজরদারিতে থাকবেন তিনি। এই সময়ের মধ্যে আবার এমন করলে লেভেল ওয়ান অপরাধী হিসাবে চিহ্নিত হবেন। ম্যাচ ফির ৫০ শতাংশ পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে এবং দুই ডিমেরিটস পয়েন্ট দেওয়া হবে তাঁকে।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভাল বল করেন রেড্ডি। ১৯ রানে ৩ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার পান। দার ছাড়াও তিনি আউট করেন পাকিস্তানের ওমাইমা সোহেল এবং আলিয়া রিয়াজকে।


## নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা টিটাগড় কো-অপেরেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, ৪৪, পি. কে. বিশ্বাস রোড (সারদা কমপ্লেক্স), খড়দহ, কলকাতা-৭০০১১৭-এর সকল বৈধ সদস্য/সদস্যা-কে জানানো যাইতেছে যে, আগামী ১৭ নভেম্বর ২০২৪ (রবিবার) বিশেষ সাধারণ সভার মাধ্যমে সমবায়ের পরিচালনা পর্ষদের নির্বাচন **মাতৃকাঙ্খা ভবন, জেলিয়াপাড়া, কলকাতা-৭০০১১৭**-এ বেলা ১০.৩০টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। সমিতির কার্যালয়ে নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন পত্রে দাখিল করা যাবে ২৫-২৬ অক্টোবর ২০২৪ বেলা ১২ থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত। মনোনয়ন পত্রের যাচাই ২৮ অক্টোবর ২০২৪ সমিতির অফিসে হবে। ২৯ অক্টোবর ২০২৪ বেলা ৩টা পর্যন্ত মনোনয়ন প্রত্যাহার করা যাবে। বৈধ প্রার্থী তালিকা ২৯ অক্টোবর ২০২৪ বেলা ৩ ঘটিকার পরে প্রকাশিত হবে। বিশদে জানতে সমিতির কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে হবে। উক্ত নির্বাচনে সকল বৈধ সদস্য/সদস্যা-কে সচিত্র পরিচয় পত্র সহ উপস্থিত থাকিয়া অংশগ্রহণ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

কাঞ্চন মল্লিক
সরকারি রিটার্নিং অফিসার
টিটাগড় কো-অপেরেটিভ
ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড

**DIGHARI GRAM PANCHAYAT**
**VILL + PO: Dighari, P.S – Gopalnagar, DIST – North 24 PGS,WB**

**Notice Inviting E-Tender**

**Bid Reference no. 232/DIG/15th FC/2024-25 and 233/DIG/5th SFC/2024-25,Dated-03.10.2024. Tender ID:2024_ ZPHD_ 761335_ 1 to 2, Tender ID:2024_ ZPHD_ 761820_1 to 2.** E-Tender is here by invited vide no **232/DIG/15th FC/2024-25** and **233/DIG/5th SFC/2024-25** for Water Treatment Plant, Balack Top Road, Calvert underDighari Gram Panchayat area will be available from the folling Website **www.wbtenders.gov.in.** Late Date and time of online Bid Submission on **22.10.2024**.

**SD/-**
**Prodhan**
**Dighari Gram Panchayat**

**নোটিশ**

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কর্পোরেট ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস (সিআইআরপি), ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে, অবনী প্রোজেক্টস অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেডে (কর্পোরেট ডেটর) এর উল্লেখ্য নির্দেশ তারিখ ১৩/০৩/২০১৯ মাননীয় ন্যাশনাল কোম্পনি ল’ ট্রাইবুনাল, কলকাতা বেঞ্চ অনুযায়ী ১৩/০৩/২০১৯ থেকে কার্যকর মতে শুরু হয়েছে। শ্রী অজয় কুমার আগরওয়াল কর্পোরেট ডেটরের পক্ষে ইন্টেরিম রেজলিউশন প্রফেশনাল (আইআরপি)/রেজলিউশন প্রফেশনাল (আরপি) নিযুক্ত হয়েছেন।

সংশ্লিষ্ট যোগাযোগ, আইনি নোটিশ, এবং অন্যান্য সম্পর্কিত যোগাযোগ আরপি এর নিম্নোক্ত ঠিকানায় অফিসে পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে: পিএস কিউব, ইউনিট নং ১০১৫এ, ১১শ তল, প্লট নং আআইডি/৩১/১, স্ট্রিট নং ১১১১, নিউটাউন, কলকাতা : ৭০০১৬১।

তারিখ : ০৭.১০.২০২৪
স্থান : কলকাতা

**পূর্ব রেলওয়ে**

**টেন্ডার নোটিশ নং. এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএএইচ/৫০৭, তারিখ ঃ ০৫.১০.২০২৪।** সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, আরএমএস বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **‘ই’ টেন্ডার নং. ঃ এসডিএসটিই/সিগ/টি/২৭/২৪-২৫/আরআরএসকে, এসএফ; স্থান সহ কাজের নাম ঃ** সকল আনুষঙ্গিক কাজ সমেত ঠাকুরনগর এবং চাঁদপাড়ার মধ্যে বণিকপাড়াতে ব্রীজের নীচে সড়ক (আরইউবি) নির্মাণের পরিপ্রেক্ষিতে সিগন্যালিং-এর কাজ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১৫,২৩,৮৬৮.৫৯ টাকা; **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** শূন্য; **প্রদেয় বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিন ঃ** ৩০,৫০০.০০ টাকা, **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** ০৬ মাস। **টেন্ডার দাখিল শুরুর তারিখ ঃ** ১৮.১০.২০২৪। **টেন্ডার দাখিলের শেষের তারিখ ঃ** ০১.১১.২০২৪ দুপুর ২টো। **টেন্ডার দরপ্রস্তাব খোলার তারিখ ঃ** ০১.১১.২০২৪ দুপুর ২টো ৩০ মিনিটে। **বিশদ পাওয়া যাবে ঃ www.ireps.gov.in- এ। যে সকল নথি দাখিল করতে হবে ঃ** টেন্ডার নথি অনুসারে।

SDAH-203/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter


## আমার দেশ/আমার দুনিয়া

# চেন্নাইয়ে বায়ুসেনার এয়ার শো দেখতে গিয়ে মৃত ৫

**চেন্নাই, ৭ অক্টোবর:** বায়ুসেনার ৯২-তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ‘এয়ার শো’-র আয়োজন করা হয়েছিল চেন্নাইয়ের মেরিনা সমুদ্র সৈকতে। কিন্তু ভিড় এবং অত্যধিক গরমের কারণে সেখানেই অসুস্থ হয়ে পড়েন অনেকে। রবিবার জানা গিয়েছিল, অসুস্থ হয়ে তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। রবিবার মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল পাঁচ। এখনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন দুই শতাধিক মানুষ। আর এই ঘটনার পরেই ভিড় নিয়ন্ত্রণ নিয়ে তামিলনাড়ুর রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে তরজা শুরু হয়েছে।

গোটা ঘটনার জন্য তামিলনাড়ুর ডিএমকে সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিনকে দায়ী করেছে বিরোধী বিজেপি এবং এডিএমকে। ওই রাজ্যের বিজেপি সভাপতি আন্নামালাই সমাজমাধ্যমে ডিএমকে-কে দুষে লেখেন, ‘রাজ্য সরকার মানুষের ন্যূনতম নিরাপত্তার কথাও ভাবেনি। মানুষ প্রয়োজনীয় পরিষেবা পায়নি। প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম যানবাহন চালানো হয়।’ এই ঘটনায় স্ট্যালিন সরকারের সমালোচনায় সরব হয় জয়ললিতার দল এডিএমকে-ও। দলের নেতা তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ইকে পলানিস্বামী সমাজমাধ্যমে লেখেন, ‘এয়ার শো দেখতে যাওয়া মানুষদের জন্য পানীয় জলের বন্দোবস্ত ছিল না। হিটস্ট্রোকের কারণে বহু মানুষকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।’

এই আবহে ডিএমকে নেত্রী কানিমোঝি সোমবার জানান, অনিয়ন্ত্রিত ভিড় এড়ানো যেত। প্রকারান্তরে তিনি এই ঘটনার জন্য তাঁর দল পরিচালিত প্রশাসনকেই দায়ী করেছেন কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তামিলনাড়ুর স্বাস্থ্যমন্ত্রী এমএ সুব্রহ্মণ্যম অবশ্য জানান, বায়ুসেনার আর্জি মেনে প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপই করেছিল প্রশাসন। বিষয়টিতে রাজনীতির রং দেওয়ার জন্য বিরোধী দলগুলিরও সমালোচনা করেন স্ট্যালিন মন্ত্রিসভার এই সদস্য।

প্রাথমিক ভাবে ঠিক হয়েছিল রবিবার বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত চেন্নাইয়ের আকাশ জুড়ে বিশেষ প্রদর্শনী দেখানো হবে। প্রদর্শনীতে অংশ নেবে বায়ুসেনার একাধিক বিমান। সেই মতো শুরু হয় প্রদর্শনীও। কিন্তু ভাল এবং সুবিধাজনক জায়গা থেকে প্রদর্শনী দেখার জন্য সকাল ৮টা থেকেই মেরিনা সমুদ্র সৈকতে ভিড় জমান অনেকে। দুপুর ১১টার সময় কয়েক লক্ষ মানুষের ভিড় জমে যায়। অত্যধিক গরমের কারণে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। রোদের প্রবল তাপে কেউ কেউ জ্ঞান হারিয়ে পড়েও যান। স্থানীয়দের অভিযোগ, এত মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় জলের জোগান ছিল না। বেরোনোর সময় হুড়োহুড়িতে পড়ে যান অনেকে।

# দেশবাসীকে উৎসবের উপহার দিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি

**বারাণসী, ৭ অক্টোবর:** তিনি বরাবর ঈশ্বরভক্ত। নবরাত্রি উপলক্ষে উৎসবের মরশুমে ফের গান লিখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

সোমবার এক্স হ্যান্ডলে নিজের লেখা গান আপলোড করেন মোদি। অতি দ্রত ভাইরাল হয়েছে সেই গান। দেশজুড়ে অভয়ার সুবিচারের দাবিতে যখন প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে, তখন নারীশক্তির আরাধনায় বাঁধা মোদির গান নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। ভিডিওর ক্যাপশানে মোদি লিখেছেন, ‘নবরাত্রি উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্নভাবে দেবী দুর্গার আরাধনায় মেতে উঠেছে দেশবাসী। উৎসবের মরশুমে আমার লেখা একটি গর্বা ‘অবতী কালে’ শেয়ার করলাম। দেবীর আশীর্বাদ যেন সবার উপর থাকে।’

সকলেই গর্বা উপলক্ষে গান লেখার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীকে। উল্লেখ্য, চলতি মাসের তিন তারিখেই নবরাত্রি উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। এবার উৎসবের মরশুমে নিজের লেখা ভক্তিমূলক গান এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করলেন। অবশ্য শুধু গান না, মাঝে কবিতাও লেখেন নমো। হিন্দিতে লেখা সেই কবিতায় সাংবাদিকদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রীর বার্তা ছিল, ‘নৈতিকতা এবং চিন্তাই হল সাংবাদিকের মূল হাতিয়ার।’


**দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার**

**ই-খোলা টেন্ডার নং.: এমপি-কেজিপিডব্লিউ-৪পিপি২৯-২৪-I I , তারিখ: ০৪.১০.২০২৪।** ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, ডেপুটি সিএমই (প্রোড.)/ খড়গপুর ওয়ার্কশপ, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১, নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-খোলা টেন্ডারের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন: **কাজের বিবরণ:** খড়গপুর ওয়ার্কশপের হিন্দুস্তান হাইড্রলিক্স প্রেস ব্রেক মেশিনের ০১ (এক) বছরের জন্য কম্প্রিহেনসিভ অ্যানুয়াল মেইনটেনেন্স কন্ট্রাক্ট (সি-এএমসি)। **কাজের আনুমানিক খরচ:** ₹২,৫২,২২৫.০০; **ইএমডি:** ₹৫,১০০.০০ (বিজ্ঞাপিত মূল্যের ২%); **বন্ধের তারিখ:** ২৫.১০.২০২৪ তারিখে ১৬.০০ ঘন্টায়। **দ্রষ্টব্য:** প্রয়োজনীয় তথ্য সহ সময়ে সময়ে জারি করা টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং সংশোধনীর বিশদ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে দেখা যাবে। **(PR-678)**

**মেট্রো রেলওয়ে,** কলকাতা

**সংশোধনী ও সংযোজনী**

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে **প্রিন্সিপ্যাল চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা** কর্তৃক পূর্বে প্রকাশিত **ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং এসঅ্যান্ডটি/ওয়ার্কস/০৮-২০২৪**-এর **সংশোধনী-৩**। উপরের টেন্ডারটিতে নিচের **সংযোজন** ও **পরিবর্তন** নিম্নোক্ত হিসেবে পড়তে হবে ঃ • নতুন সংযোজিত সামগ্রী ঃ (১) প্রি-বিডের পরে টেন্ডার নথি আপডেট করা - ফাইলের নাম ঃ **TenderDocumentafterPreBid.pdf**, (২) সমস্ত সংশোধনী সহ জিসিসি - ফাইলের নাম ঃ **GCCalongwithACS-7.pdf**, (৩) প্রি-বিড স্পষ্টীকরণ - ফাইলের নাম ঃ **MinutesofMeetinofPrebidalongwithclarifications.pdf** • বাদ দেওয়া সামগ্রী ঃ **GCCCombined_compressed.pdf** – ফাইলের নাম ঃ **GCC with all corrigendums.pdf**। অন্যান্য সকল বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে। **www.ireps.gov.in**-তে বিশদ দেখা যাবে।

ডেপু. চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার/কন

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

## ধাত্রীগ্রাম নিরলগাছি এস.কে.ইউ.এস. লিমিটেড

রেজি নং ২৪৯৫ কে.টি., তাং ০৯/ ০৩/ ১৯৫৯
ধাত্রীগ্রাম-কালনা-পূর্ব বর্ধমান

এতদ্বারা ধাত্রীগ্রাম নিরলগাছি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড জেলা পূর্ব বর্ধমান এর পক্ষ থেকে সকল সদস্যবৃন্দকে জানানো যাইতেছে যে সমবায় নির্বাচন কমিশনের অনুমতি সাপেক্ষে সমবায় আইন ২০০৬ এবং সমবায় নিয়ম ২০১১ এর অনুসরণ ক্রমে সমিতির উপবিধি অনুযায়ী মাননীয় এ আর সি এস পূর্ব বর্ধমানের আদেশ অনুসারে আগামী ১৭/ ১০/ ২০২৪ রবিবার বেলা ১১টায় ধাত্রীগ্রাম নিরলগাছি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডের সাধারণ বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত নির্বাচনে অংশ নেওয়ার জন্য সকল সদস্য-সদস্যাগণকে অনুরোধ জানায়।

**আলোচ্য বিষয় ঃ- সমিতির পরিচালকমন্ডলী নির্বাচনের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন।**

তাং-০৪.১০.২০২৪
স্থান ঃ ধাত্রীগ্রাম

আহ্বায়ক
গৌতম ঘোষ
সমবায় পরিদর্শক
কালনা-১ ব্লক

**নির্বাচন নির্ঘন্ট**

১। চূড়ান্ত সদস্য তালিকা প্রকাশ ঃ- ১৮.০৯.২০২৪ বেলা ১২.০০ টায় সমিতির নোটিশ বোর্ডে।
২। মনোনয়নপত্র বন্টন ঃ- ২৪.১০.২০২৪ ও ২৫.১০.২০২৪ বেলা ১১টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত।
৩। মনোনয়নপত্র জমা ঃ- ২৫.১০.২০২৪ ও ২৬.১০.২০২৪ বেলা ১১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত সমিতির অফিস।
৪। মনোনয়নপত্র পরীক্ষা ঃ- ২৮.১০.২০২৪ বেলা ১২টা থেকে সমিতির অফিসে।
৫। বৈধ মনোনয়ন তালিকা প্রকাশ ঃ- ২৮.১০.২০২৪ বেলা ৩টা পর্যন্ত
৬। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার ঃ- ২৯.১০.২০২৪ বেলা ৩টার পর সমিতির নোটিশ বোর্ডে।
৭। চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ ঃ- ২৯.১০.২০২৪ বেলা ৩টার পর সমিতির নোটিশ বোর্ডে।
৮। প্রতীক বন্টন ঃ- ২৯.১০.২০২৪ বেলা ৩টার পর সমিতির নোটিশ বোর্ডে।
৯। ভোট গ্রহণ ঃ- ১৭.১১.২০২৪ বেলা ১১.৩০ মিনিট থেকে ৩টা। ধাত্রীগ্রাম বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় ভোট গ্রহণ শেষে গণনা ও ফল প্রকাশ।

সমিতির এলাকাকে নিম্নলিখিত ১২টি অঞ্চলে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রতি ২৫জন সদস্য পিছু একজন করে ডেলিগেট ধরা হইয়াছে।

| ক্রমিক | নির্বাচনক্ষেত্রের নাম | সদস্য সংখ্যা | প্রতিনিধির সংখ্যা | ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের নাম |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ভবানীপুর-১ | ১৬৭ | ৭ (১জন তপঃজাতি সংরক্ষিত) | ধাত্রীগ্রাম বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় |
| ২ | ভবানীপুর-২ | ১৬৪ | ৭ | ধাত্রীগ্রাম বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় |
| ৩ | নিরলগাছি-১ | ১৫২ | ৬ (১জন মহিলা সংরক্ষিত) | ধাত্রীগ্রাম বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় |
| ৪ | রিরলগাছি-২ | ১২১ | ৫ | ধাত্রীগ্রাম বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় |
| ৫ | গ্রামকালনা-১ | ১৫২ | ৬ (১জন মহিলা সংরক্ষিত) | ধাত্রীগ্রাম বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় |
| ৬ | গ্রামকালনা-২ | ১৭০ | ৭ | ধাত্রীগ্রাম বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় |
| ৭ | বাধাগাছি | ১৮৬ | ৭ (১জন তপঃজাতি সংরক্ষিত) | ধাত্রীগ্রাম বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় |
| ৮ | কালীনগর | ৭৯ | ৩ | ধাত্রীগ্রাম বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় |
| ৯ | মালতীপুর-১ | ১৫২ | ৬ (১জন মহিলা সংরক্ষিত) | ধাত্রীগ্রাম বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় |
| ১০ | মালতীপুর-২ | ১৩০ | ৫ | ধাত্রীগ্রাম বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় |
| ১১ | ধাত্রীগ্রাম-১ | ১৯০ | ৮ (১জন মহিলা সংরক্ষিত) | ধাত্রীগ্রাম বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় |
| ১২ | ধাত্রীগ্রাম-২ | ১৯৯ | ৮ | ধাত্রীগ্রাম বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় |

**বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ-**
১। কোন ঋণ খেলাপি সদস্য বা বকেয়া আছে এমন সদস্য নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না। মনোনয়ন পত্র জমার আগে ঋণ বা বকেয়া পরিশোধ করে নির্বাচনে অংশ নেওয়া যাইবে।
২। মনোনয়নপত্র দাখিলের প্রার্থীর সমিতিতে সদস্য পদের মেয়াদ ১ বছর পূর্ণ হইতে হইবে।
৩। ধারা অনুযায়ী মনোনয়নপত্র ১০ নম্বর নির্দেশ দাখিল করিতে হইবে। মনোনয়নপত্র সমিতির অফিসে পাওয়া যাইবে।
৪। প্রয়োজনে নির্বাচন নির্ঘন্ট পরিবর্তন হতে পারে।

গৌতম ঘোষ ও বিপ্লব কোলে
এ.আর.ও.
ধাত্রীগ্রাম নিরলগাছি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

**SOMANY**

## সোমানি সিরামিকস লিমিটেড

CIN : L40200WB1968PLC224116
**রেজিস্টার্ড অফিস** : ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা - ৭০০ ০০১
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
**ফোন** : ০৩৩-২২৪৮ ৭৪০৬/৫৯১৩
**ইমেল** : sclinvestors@somanyceramics.com/ corporateaffairs@somanyceramics.com
**ওয়েবসাইট** : www.somanyceramics.com

**পোস্টাল ব্যালটের বিজ্ঞপ্তি**

কোম্পানির সদস্যদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮ এবং ১১০ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান, যদি থাকে, সংশোধিত (‘‘কোম্পানী আইন’’) এর বিধান অনুসারে, কোম্পানির বিধি ২০ এবং ২২ এর সাথে পঠিত (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধিমালা ২০১৪, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া রেগুলেশন ৪৪ (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫, সংশোধিত (**‘‘সেবি (এলওডিআর) রেগুলেশনস, ২০১৫’’**) এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইন ও প্রবিধান, যদি কিছু থাকে, এবং শুধুমাত্র দূরবর্তী ই-ভোটিং এর মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রনালয় (**‘‘এমসিএ’’**) দ্বারা জারি করা নির্দেশিকা অনুসারে, সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৭/২০২০ তারিখে ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ২২/২০২০ তারিখ ১৫ জুন, ২০২০, ৩৩/২০২০ তারিখ ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০, ৩৯/২০২০ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর ২০২০, ১০/২০২১ তারিখ ২৩ জুন, ২০২১, ২০/২০২১ তারিখ ৮ ডিসেম্বর, ২০২১, ০৩/২০২২ তারিখ ৫ মে, ২০২২, ১১/২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২, ০৯/২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ এবং ০৯/২০২৪ তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ (এমসিএ সার্কুলার) সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া সার্কুলার SEBI/HO/CFD/ CMD1/CIR/P/2020/79, তারিখ ১২ মে ২০২০, SEBI/HO/CFD/CMD2/ CIR/P/2022/62 তারিখ ১৩ মে, ২০২২, SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/ CIR/2023/4 তারিখ ০৫ জানুয়ারী, ২০২৩, এবং SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 তারিখ ০৩ অক্টোবর, ২০২৪ (‘‘সেবি সার্কুলারসমূহ’’), কোম্পানি সোমবার, ৭ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে ডাক পাঠানোর বিজ্ঞপ্তি সম্পূর্ণ করেছে ব্যালট সহ ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি (‘‘নোটিস’’) ই-মেইলের মাধ্যমে সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ই-মেইল আইডি ডিপোজিটরিতে বা কোম্পানি/মাহেশ্বরী ডাটামেটিকস প্রাইভেট লিমিটেড, কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (‘‘আরটিএ’’) এর সাথে নিবন্ধিত শুক্রবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখ (‘‘কাট-অফ তারিখ’’) দূরবর্তী ইলেকট্রনিক ভোটিং (**‘‘ই-ভোটিং’’**) এর মাধ্যমে নিম্নলিখিত বিশেষ রেজোলিউশন সম্পাদনের জন্য পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে কোম্পানির সদস্যদের অনুমোদন চাওয়ার জন্য :

| আইটেম নং | বিবরণ |
|---|---|
| ১ | **শ্রী জুবের আহমেদ (ডিন- ০০১৮২৯৯০) কোম্পানির অ-নির্বাহী স্বাধীন পরিচালকের জন্য টানা ০৫ (পাঁচ) বছরের মেয়াদে নিয়োগ।** |

ভোটের অধিকার কাট-অফ তারিখে সদস্য/বেনেফিসিয়াল ওনারস -এর নামে নিবন্ধিত শেয়ারের পরিশোধিত মূল্যের উপর গণনা করা হবে। কোনো ব্যক্তি যিনি কাট-অফ তারিখে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার নন, শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে পোস্টাল ব্যালট নোটিসটি ব্যবহার করবেন।

সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট পরিচালনার জন্য বোর্ড শ্রী অঙ্কিত কুমার জংগিত, মেসার্স পিনচা অ্যান্ড কোম্পানি-র অংশীদার, জয়পুর, এফসিএস নং ১১২৮৫ এবং সিপি নং ১৬৩০০ -কে স্ক্রুটিনাইজার নিযুক্ত করেছে।

এমসিএ সার্কুলার অনুসারে, নোটিসের প্রকৃত কপি, পোস্টাল ব্যালট ফর্ম এবং প্রি-পেইড ব্যবসায়িক উত্তরের খাম পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা বিলুপ্ত করা হয়েছে এবং সদস্যরা শুধুমাত্র রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দিতে পারেন। কোম্পানি তার সকল সদস্যদের ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে অনুমোদিত সংস্থা হিসেবে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (‘‘**সিডিএসএল**’’) -এর পরিষেবাগুলিকে নিযুক্ত করেছে। সদস্যরা যারা ফিজিক্যাল আকারে শেয়ার ধারণ করছেন বা যারা তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, তারা ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখের পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করে তাদের ভোট দিতে পারেন।

আরও অনুগ্রহ করে নিম্নলিখিতগুলি লক্ষ্য করুন :

ক. **নোটিস পাঠানোর সমাপ্তির তারিখ: সোমবার ৭ অক্টোবর, ২০২৪।**
খ. **ই-ভোটিং শুরুর তারিখ ও সময়: মঙ্গলার, ৮ অক্টোবর ২০২৪ (সকাল ৯.০০টা আইএসটি)**
গ. ই-ভোটিং শেষ হওয়ার তারিখ এবং সময়: বুধবার, ৬ নভেম্বর, ২০২৪ (বিকাল ৫টা আইএসটি)।
ঘ) এই সময়ের মধ্যে, কোম্পানির সদস্যরা, ফিজিক্যাল আকারে বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা ইলেকট্রনিকভাবে তারা তাদের ভোট দিতে পারেন। বুধবার ৬ নভেম্বর ২০২৪ তারিখ বিকাল ৫:০০টার পর ই-ভোটিং -এ অনুমতি দেওয়া হবে না এবং এটি এমনভাবে বিবেচনা করা হবে যেন এই ধরনের সদস্যদের কাছ থেকে উত্তর পাওয়া যায়নি।
ঙ) বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.somanyceramics.com, স্টক এক্সচেঞ্জসমূহর ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং www.nseindia.com এবং সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইট www.evotingindia.com -এ পাওয়া যাচ্ছে। যে সকল সদস্যরা পোস্টাল ব্যালট নোটিশ পাননি তারা উপরোক্ত ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করতে পারেন। ই-ভোটিং নির্দেশাবলীর জন্য, সদস্যরা বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া নির্দেশাবলীর মধ্য দিয়ে যেতে পারেন। ই-ভোটিং সুবিধার সাথে যুক্ত সমস্ত অভিযোগের জন্য, সদস্যরা শ্রী রাকেশ দালভি, সিনিয়র ম্যানেজার, সিডিএসএল, এ উইং, ২৬তম তল, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মাফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এনএম জোশী মার্গ, লোয়ার প্যারেল (পূর্ব), মুম্বাই - ৪০০০১৩ -কে জানান অথবা helpdesk.evoting@cdslindia.com -এ একটি ইমেল পাঠান বা ১৮০০ ২১ ০৯৯১১ নম্বরে কল করুন। পোস্টাল ব্যালট সম্পর্কিত সমস্ত অভিযোগ/প্রশ্নগুলি কোম্পানির আরটিএ-এ mdpldc@yahoo.com -এ পাঠানো যেতে পারে।

পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল শুক্রবার ৮ নভেম্বর ২০২৪ তারিখ বা তার আগে ঘোষণা করা হবে এবং স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্টের সাথে স্টক এক্সচেঞ্জসমূহ (বিএসই এবং এনএসই), সিডিএসএল এবং কোম্পানির আরটিএ-তে জানানো হবে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.somanyceramics.com - তে ও প্রদর্শিত হবে।

পরিচালনা পর্ষদের আদেশ দ্বারা
সোমানি সিরামিকস লিমিটেড -এর পক্ষে
(অম্বরীশ জুলকা)
সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার
(লিগাল) এবং কোম্পানি সেক্রেটারি
সদস্য নং- F4484

স্থান: নয়ডা
তারিখ: ৭ অক্টোবর, ২০২৪


# হামাসের হামলার বর্ষপূর্তিতে দেশের সেনাকে উজ্জীবিত করলেন নেতানিয়াহু

**জেরুজালেম, ৭ অক্টোবর:** গত বছর ৭ অক্টোবর ইজরায়েলের মাটিতে হামলা চালিয়েছিল হামাস। এরপর থেকেই উত্তপ্ত মধ্যপ্রাচ্য। গাজাকে কার্যত ধ্বংস করার পর এখন লেবাননে হেজবোল্লা ও ইরান দুই ‘শত্রু’র সঙ্গে লড়তে হচ্ছে তেল আভিভকে। তবে যুদ্ধের এক বছর পেরিয়ে গেলেও দমে যাওয়ার পাত্র নন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। বরং দেশের সেনাবাহিনীকে উজ্জীবিত করে তিনি বার্তা দিলেন, ‘আমরাই জিতব।’

ইজরায়েলের মাটিতে হামাসের হামলার বর্ষপূর্তির দিনে অতীত স্মরণ করিয়ে দেশের সেনাকে উজ্জীবিত করেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘আমরাই জিতব। গাজাতে জিতব, লেবাননে জিতব। ইরানেও হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছি।’ একইসঙ্গে দেশের সেনাবাহিনীকে তিনি নির্দেশ দেন, ‘শত্রুদের গুঁড়িয়ে দাও, একেবারে ধ্বংস করে দাও। আজ থেকে এক বছর আগে আমরা ভয়ানক ধাক্কা খেয়েছিলাম। কিন্তু গত ১২ মাসে সেই ছবিটাকে আমরা সম্পূর্ণরূপে পালটে দিয়েছি।’ অন্যদিকে, এই দিনকে আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করতে দেখা গিয়েছে হামাসকে। ৭ অক্টোবরের হামলাকে গর্বের দিন বলে উল্লেখ করে হামাস জানিয়েছে, এই দিনটি প্যালেস্টাইনের নিরাপত্তায় এক ঐতিহাসিক দিন। গাজায় ইজরায়েলের হামলার পর হামাসের পাশে দাঁড়িয়েছিল হেজবোল্লা। যার জেরে চলতি বছরের সেপ্টেম্বর থেকে হেজবোল্লাকেও সবক শেখাতে শুরু করেন নেতানিয়াহু। যার ফল, লেবাননে একের পর এক হামলা ও হেজবোল্লা প্রধান নাসারুল্লার মৃত্যু। এই ঘটনার পর ইজরায়েলের মাটিতে রকেট হামলা চালায় ইরান। ইজরায়েল এখনও তার প্রত্যুত্তর না দিলেও বিশেষজ্ঞদের ধারণা, চুপ করে বসে থাকার পাত্র নন নেতানিয়াহু। ইরানকে দুরমুশ করতে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে তারা।

# বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল পাকিস্তানের করাচি বিমানবন্দরের নিকটবর্তী এলাকা

**ইসলামাবাদ, ৭ অক্টোবর:** ভয়াবহ বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল পাকিস্তানের করাচি বিমানবন্দরের কাছের এলাকা। রবিবার রাতে আচমকাই এই বিস্ফোরণের পর এলাকা ঢেকে যায় ঘন ধোঁয়ায়। জানা যাচ্ছে, গোটা শহর থেকেই নাকি বিস্ফোরণের বিকট শধ শোনা গিয়েছে। গোটা এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।



এক সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা যাচ্ছে, ঘটনাস্থলে উপস্থিত সাংবাদিকদের দাবি, বিস্ফোরণ ঘটেছে বিমানবন্দরের দিকে যাওয়ার যে রাস্তা, সেখানে। যার জেরে একটি গাড়িতে আগুন লেগে গিয়েছে। অন্যান্য পার্ক করে রাখা গাড়িতেও আগুন লাগার কথা জানা গিয়েছে। টেলিভিশন ফুটেজ থেকে দেখা যাচ্ছে, কীভাবে ঘন ধোঁয়া ও আগুনের লকলকে শিখা বহু দূর থেকেই দৃশ্যমান। বিস্ফোরণে হতাহত সম্পর্কে এখনও কিছু জানা যায়নি। পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্তে প্রশাসন। করাচি বিমানবন্দর সংলগ্ন ওই এলাকায় বহু বিদেশি নাগরিকদের বাস। মনে করা হচ্ছে, তাঁদের লক্ষ্য করে হয়তো এই হামলা চালানো হতে পারে।

এদিকে এখনও পর্যন্ত কোনও জঙ্গি গোষ্ঠী এই বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করেনি। তবে বিশেষজ্ঞদের অনুমান, এর পিছনে থাকতে পারে তেহরিক-ই-তালিবান। সংক্ষেপে টিটিপি। চলতি কথায় পাক তালিবান। দুই দশক আগে পাক-আফগান সীমানায় জন্ম নেওয়া জঙ্গি গোষ্ঠীটি ক্রমেই পাক প্রশাসনের মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠছে। তারাই এই সাম্প্রতিক হামলার দায় স্বীকার করে কিনা সেটাই দেখার।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

**নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড**-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

ক ক ক ক
বি বি বি বি
তা তা তা তা

## দুর্গতি-দুর্গা

**সুজিত রেজ**

বাঙালির দুর্গাপুজোর মুণ্ডু ও লেজ গজিয়েছে;
ভাগচাষি যেমন আল কেটে কেটে
জমির দাগ খতিয়ান ঘুলিয়ে দেয়।

এখন বেণীমাধব শীলও জানে না
কখন তিনি ছেলেপুলে নিয়ে নাছদুয়োরে এসে পৌঁছবেন।

দ্বারে বসে , বাঘছাল বিছিয়ে মহাকাল অপেক্ষা করে,
গঞ্জিকা ফুরোয়।
কখন তাঁর বৌ ছাড়া পাবে,
তা নিয়ে ছক্কুমামার সঙ্গে শলা করেই যায়।
তৎকাল কেটে ফিরতে হবে জেনে
নন্দীকে হাওড়া স্টেশনে পাঠায়।

## দেবীপক্ষ

**রামানুজ মুখোপাধ্যায়**

এখনও আমাকে ডাকে ঢোলের লহর আর
ভোরের সানাই
এলামাটি, ঘাম তেল ,ছোট ছোট রাঙতার কুচি
শীর্ণ ব্রাহ্মণের কাঁধে ঝুলে থাকা ক্লান্ত উপবীত
ভিজে ভিজে এলোচু , শিউলি মলিন ...
উদ্যত খড়্গের শোভা
দেখছে ন্যাংটোপুটু ছেলে!
উঠোনে বিষন্ন হাড়িকাঠ!

## ঘরের আনন্দ

**সুকমল দালাল**

শিশির ভেজা ঘাসের উপর
ঝরে পড়ছে শিউলি ফুল।
নতুন দিনের নীলাকাশ
আঙিনায় শরতের রোদ্দুর।
অজয় তীরে শুভ্র কাশের সারি
আনন্দে মেতেছে নদীর দুকূল।
ঘরের মানুষের অপেক্ষায় সবাই
চণ্ডীমণ্ডপে আড্ডা হবে প্রচুর।

গ্রাম ছেড়ে শহরের পথে
ঢাকির দলের ডাক পড়েছে।
তালে তালে জমাবে পুজো
ঘরের আনন্দ ঘরে রয়ে গেছে।
প্রিয়জনের মুখে হাসিটুকু দেখার
কাঁধের বোঝাতে চেষ্টা চলেছে আজও।

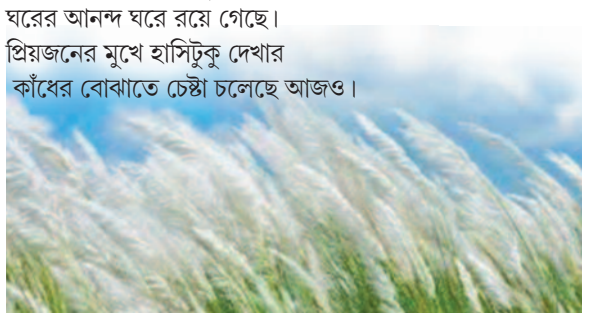

**তন্ময় সিংহ**

**সাল-২১৬০**
**স্থান- পরিত্যক্ত টিনের শেড, শাঙ্গুর, বঙ্গদেশ।**
চারদিক থেকে শব্দ ছুটে আসছে মারণাস্ত্রের, একাগ্রচিত্রে মহড়ায় রত বছর ২৫-২৬ এর জনা কুড়ি যুবক। পরিত্যক্ত এলাকাতে কেউ কোথাও নেই, চারদিকে বড় বড় কাশফুল ফুটে আছে, তারই মাঝে ট্রেনিং ক্যাম্প নির্মাণ করেছে এখানের কিছু নব্য যুবকেরা, লক্ষ্য একটাই স্বাধীনতা। মুখে স্লোগান 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হে' সশস্ত্র সংগ্রামের পথে নিবিড় প্রশিক্ষণে মগ্ন তারা। দূরে আকাশ দিয়ে চলে যায় সাময়িক যুদ্ধবিমান। চারদিকে কুন্ডলী পাকিয়ে ওঠা ধোঁয়া, কোনটাই শিল্প থেকে নয়। চারিদিক জুড়ে ধ্বংসের চিহ্ন সভ্যতার বুকে, আমরা -ওরার দ্বন্দ্ব আজ চরমসীমায়। অনিমেষ এদের নেতৃত্বে, শুধুমাত্র সামরিক সজ্জা নয়, বিভিন্ন কলা কৌশল ও প্রাচীন বাংলার সমস্ত লোকগান ও নাচ তারা আয়ত্ত করেছে সভ্যতায় তাদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে
**স্থান- কর্মতলা, সময়- ২১৬০ সাল।**
রাজধানী শহরকে বড় খাল কেটে ঘিরে রাখা হয়েছে, সেই সুবিশাল খালে সব সময় উচ্চ স্রোতে ইলেকট্রিক যুক্ত জলস্রোতের প্রবাহ। গঙ্গা থাকলেও প্রবাহকে রুদ্ধ করে মাঝে মাঝে ইলেকট্রিক তারের বান্ডিল ফেলা আছে নদীতে। সব মিলিয়ে সমাজের উপরের তলার মানুষের একটা চেষ্টা তাদের সাম্রাজ্যের মধ্যে যেন প্রবেশ ঘটতে না পারে গরিব গুর্বো মানুষের। প্রত্যেক বাড়িতে কাজের লোক সিস্টেমটাই তুলে দেয়া হয়েছে। সমস্ত ট্রেন পথ নির্মাণ করে দেয়া হয়েছে, আকাশ পথে। বুলেট ট্রেন ছুটে চলেছে শহর থেকে অন্য শহরের দিকে। সাধারণ মানুষের ট্রেন রুদ্ধ করা আছে প্রাচীরের ওপারে। ফসলের জন্য তারা নির্ভরশীল হলেও, নাগরিক সমাজের ক্যান্টিন থেকে সময়মতো খাবার পৌঁছে যায় প্রত্যেকের বাড়িতে। সমাজের উঁচুতে থাকা মানুষেরা সমাজতন্ত্রের এক নতুন পাঠ শেখাচ্ছে তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্প্রদায় কে কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে। প্রত্যেকের বাড়িতে পৌরসভার থেকে দুজন করে প্রযুক্তি মানব নিয়োগ করা হয়েছে বাড়ির সাধারণ কাজ করার জন্য। সমাজের উঁচুতলার মানুষেরা শুধুমাত্র তাদের ধন বৃদ্ধির গতি বজায় রাখার জন্য যা যা করার দরকার, সেই দিকেই তাদের নজর রাখতে অনুরোধ জানিয়েছে, বাজার সরকার।
**স্থান- চন্ডীগ্রাম বাজার ২১৬০ সাল।**
চন্ডীগ্রামে শুরু হয়েছে এক সশস্ত্র বিপ্লব। শিল্প শোধনাগারের এর দখল নেওয়ার জন্য লড়াই শুরু হয়েছে খালের দুই পাশের মানুষের। একদিকে শিল্প শোধনাগার ঘিরে থাকা সমাজতন্ত্রীরা ও তাদের লাল পোশাকের সেনারা। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সমাজতান্ত্রিক সেনা লড়াই করছে সাধারণ মানুষের অধিকার রক্ষাবাহিনী সেনার সাথে। সমাজতন্ত্রীদের উপগ্রহকে হ্যাক করে অনিমেষের নেতৃত্বে ইয়ং ব্রিগেড সারা বিশ্বের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে ভারত আর ইন্ডিয়ার মধ্যে এই লড়াইয়ের প্রত্যেক মুহূর্তের আপডেট। যদিও বিশ্বের সমস্ত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গুলি সরাসরি সাপোর্ট করছে ভারতের নব্য সমাজতান্ত্রিক সমাজকে ও তার কর্পোরেট প্রশাসনকে, তবু এখন রাষ্ট্রসঙ্ঘের মতন কিছু সংস্থা শান্তির পক্ষে মানুষের সহাবস্থানের পক্ষে। আর তাদের পক্ষে আছে পৃথিবীর ম্যাপ থেকে প্রায়ই মুছে যাওয়া যেখানে হাড়গিলে পাখির মতো আফ্রিকার মানুষেরা তাদের বেঁচে থাকা অস্ত্রশস্ত্র পাঠিয়ে সাহায্য করছে গরিব মানুষের অধিকার ফিরে পাওয়ার এই লড়াই কে।
**স্থান - চেতাই। সময় ২১৬০ সাল।**
টিভির ক্যামেরায় ছড়িয়ে পড়ছে ব্রেকিং নিউজ হয়ে সারা পৃথিবীতে সমাজতান্ত্রিক দলের সৈন্য বাহিনীর সাথে লড়াইয়ে প্রাণ হারিয়েছে ৭০ জন পৃথিবীর সম্পদহীন মানুষেরা। প্রাচীর ভেঙে তাদের শহরের পুনরায় দখল নিতে আসার চেষ্টা করার সাথে সাথেই সমাজ তান্ত্রিক সেনাদের সাথে বেধেছে লড়াই। তবুও প্রতিরোধের পরে সমাজতান্ত্রিক দলের সেনাবাহিনী পালিয়ে গেছে দেশ ছেড়ে এবং সারা বিশ্বের মানুষ দেখেছে লাশ হয়ে যাওয়া, ভারতের আম আদমি দের। অনিমেষ ঘোষণা করেছে, এই মৃত্যুর উপত্যকা ওদের দেশ না, ওদের দেশ ওরা পুনরুদ্ধার করবেই, শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও তারা ক্ষ্মআমরা আর ওরাক্ষ্ম র দূর্গের প্রাচীর ভাঙ্গবেই।
**স্থান - কলেজ স্কোয়ার, সময় ২১৬০ সাল।**
নাগরিক সমাজের বছরে একবারই দরকার হয় খালের ওপারে থাকা মানুষগুলোকে সেটা দুর্গাপূজার সময়। সারা বিশ্ব থেকে ইউনেস্কো নিয়ে আসে বাছাই করা নাগরিকদের কলকাতার দুর্গাপূজা দেখাতে। ঠিক এক মাস আগে থেকে চলে প্রস্তুতি। খালপাড়ের বাসিন্দাদের লেবার প্রয়োজন হয় প্রতিমা তৈরীর থেকে মন্ডপ সজ্জা সবকিছুতেই। তাছাড়া এখনো মাঝে মাঝে আর্ট নামক এক গ্যালারিতে পৃথিবীর প্রাচীন মানুষদের পরিচয় করানো হয় নাগরিক সমাজের বাচ্চাদের সাথে। তখন অনেকটা চিড়িয়াখানার মতো খাল পাড়ের মানুষদের কাজে লাগে যন্ত্র সভ্যতায়। শহরের পরিত্যক্ত হাসপাতালের বিল্ডিং গুলোতে রাখার ব্যবস্থা করা হয় এই খালপাড়ের মানুষ দের। চারপাশে থাকে উঁচু প্রাচীর আর সশস্ত্র পাহারা। তারের মধ্যে প্রবাহিত হয় উচ্চ গতির কারেন্ট, কোনরকম ভাবে প্রাচীরের তারের বেড়া টপকানোর চেষ্টা করলেই যাতে শেষ করে দেয়া যায়। এত অত্যাচারের পরেও সারা বছরে ভালো টাকা রোজগারের জন্য ভিড় করে নাগরিক সমাজের সবচেয়ে বড় উৎসব এর প্রস্তুতিতে যোগ দেয় তারা।
**স্থান - হাসপাতালের ছয় তলা, সাল ২১৬০।**
পুরুলিয়ার থেকে এসে পৌঁছেছে ছৌ নাচের দল নিয়ে মদন রুইদাস। তার সাথে ৪০-৫০ জন বিভিন্ন ধরনের মুখোশ নিয়ে কসরত দেখায় শহরের বাবুদের সামনে। যোগ দেয় অনিমেষ ও তাদের দলে, সাথে অনিমেষের পুরো দল। কথায় কথায় ইয়ে আজাদি ঝুটা হে বলা, অনিমেষকে সকলেই সমঝে চলে। অনিমেষরা তাদের সাথে কয়েকদিনের মেলামেশাতে শিখে নেয় ছৌ নাচ, সাথে পুরুলিয়ার ভাষা। লক্ষ্য তাদের একটাই আনতে হবে চূড়ান্ত আঘাত। দশমীর কার্নিভালের দিন ভেঙ্গে দিতে হবে অত্যাচারীর মুখোশকে। ক্ষমতার থেকে ফুরিয়ে ফেলতে হবে নাগরিক সমাজের তালেবর দের। নিজের লক্ষ্যে চূড়ান্ত স্থির অনিমেষরা। উপান্নে তুলতে হবে তাদের পতাকা, দখল করতে হবে কালোবাজার, উপকরণ সহ শহরের সমস্ত ক্ষমতার কেন্দ্রগুলিকে। শুধুমাত্র অর্থের অভাবে সমাজে আমরা ওরা করে যাদেরকে ঠেলে সরিয়ে দেয়া হয়েছে প্রথম বিশ্ব থেকে, একই পৃথিবীতে একই আলো বাতাসের নিচে থাকার পরেও, একই সূর্যের আলোতে লালিত পালিত হওয়ার পরেও যার কাছে নেই ভোগের অধিকার এবং নাগরিকের অধিকার, তাদের জন্যই লড়াই আজকে অনিমেষদের। নবজাতকের কাছে অঙ্গীকার তাদের এ বিশ্বকে আবার তারা পুনরায় শিশুর বাসযোগ্য করে যাবে। শেষ পর্যন্ত দশমীর কার্নিভালের দিনে ঠিক হলো সরাসরি গত অভ্যুত্থানের। শিক্ষিত হয়েও যারা নাগরিক সমাজের কাছে তাদের শিক্ষার মর্যাদা পায়নি বরং পরিত্যক্ত হয়েছে সমাজ থেকে তাদের জন্য কার্নিভালের দিন নিজেদের অস্তিত্ব জানান দিয়ে দখল নেওয়ার দিন।
**স্থান - এলিজাবেথ মেমোরিয়াল সংলগ্ন রাজপথ সময় ২১৬০ সাল**
নাগরিক সমাজের গর্বের নিশান এই এলিজাবেথ মেমোরিয়াল। সেখানে প্রধান ফটকে সুবিশাল তোরণ কার্নিভাল এর জন্য, আর নাগরিক সমাজ সব গ্যালারিতে বসেছে আর দুদিকের দরবার বসিয়েছে বিশ্ব থেকে আগত অতিথিরা। সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে, বিজয় উল্লাসে শুরু হয়েছে কার্নিভাল। একের পর এক প্রোগ্রাম হয়ে চলেছে, মাইকে ঘোষণা করল এলো সেই মুহূর্ত। গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখা পুরুলিয়ার ছৌ নৃত্য যা বিশ্বের দরবারে আগে প্রশংসিত হয়েছিল তা আপনাদের জন্য আজ নিয়ে আসছেন বিখ্যাত শিল্পী মদন রুইদাসের দল। তালে তালে নাচ চলতে চলতে হঠাৎ জায়েন্ট স্ক্রিনে এবং সাউন্ড সিস্টেমে বেজে উঠলো ঢাকের শব্দ। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের মহালয়া গান ব্যাকগ্রাউন্ডে, আর ছবিতে ভেসে উঠছে সাধারণ মানুষের ওপর এই নাগরিক সমাজের অত্যাচারের কথা তাদের এক ঘরে করে পৃথিবীর বাইরে চিড়িয়াখানায় রেখে দেওয়ার জীবন কাহিনী। সকলকে অনুরোধ জানানো হলো নীরব থাকার, দেখার এই আমরা ওরার সংগ্রামকে। সারা বিশ্ব পর্দায় দেখছে গণতন্ত্রের নগ্নরূপ, আর সমস্ত শিকল গুলি ভেঙে দিচ্ছে ওই ২৫-৩০ জন তরুণদের দল। অনিমেষের বজ্র কঠিন গলায় ঘোষণা হচ্ছে —

*'ওঁ করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাম্ ।*
*কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুন্ডমালাবিভূষি তাম্।।'*

## সারাবছর পিতলের অভিনব দুর্গা বরণ আমতার কুমারিয়া গ্রামে

**দীপংকর মান্না**

কুড়ি ঘর এক উঠান। উঠানের মাঝে মন্ডলবাড়ির ছোট্ট ঠাকুর ঘর।ঠাকুর ঘর থেকে বাড়ির সব রাস্তা, উঠান, স্নানের ঘাট কংক্রিটের ঢালাই। সকালে বিকালে ঠাকুর দালানে বাড়ির বয়স্কদের সেকাল একালের গল্প, স্মৃতি চরণা ও মন্ডলবাড়ির শুভকামনা।

ঠাকুর ঘরের মধ্যে এক ফুট উচ্চতার পিতলের সিংহাসন। পিতলের সিংহাসনের ওপর কাঠের বড় সিংহাসন। পিতলের সিংহাসন সুসজ্জিত। সুন্দর পরিপাটি বিছানা বালিশ। তার ভিতরে আট ইঞ্চি কারুকার্যময় পিতলের দুর্গা। দেবীর দু'হাত। এক হাতে বরাভয় আর এক হাতে কল্যাণ মঙ্গলাময়ী মুদ্রা। দেবীর সাথে থাকে না লক্ষী, সরস্বতী, কার্তিক ও গনেশ। পরিবর্তে দেবীর ডানদিকে থাকে মা মনসা। এই দেবী এখানে অভয়া দুর্গা নামে পরিচিতি। বৈচিত্রময় ব্যাতিক্রমী এই 'অভয়া দুর্গা' দেখা যায় হাওড়া আমতার কুমারিয়া গ্রামে।সারাবছর ধরেই হয় দেবীর নিত্য পুজো। দেবী দুর্গার সাথে চার দিন ধরে চলে মন্ডল বাড়ির রীতিনীতি মেনে 'অভয়া দুর্গা'র আরাধনা।

দামোদর নদ ও মান্দারিয়া খাল দিয়ে ঘিরে রাখা রসপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন কুমারিয়া গ্রাম। একেবারে পিছিয়ে পড়া গ্রাম। গ্রামে তফসিলি, নাপিত, কুমোর, কাঁহার, রাজবংশী ও মাহিষ্য মানুষের বাস। গ্রামের মাঝামাঝি স্থানে মন্ডল বাড়ি। বেশিরভাগ মানুষই ব্যবসার সাথে যুক্ত। বর্তমানে মন্ডল বাড়িতে গোবদ্ধন মন্ডল, নকুর মন্ডল, বনমালী মন্ডল, স্বপন মন্ডল, বিকাশ মন্ডল, সনৎ মন্ডল, বিশ্বজিৎ মন্ডল, রেখা মান্না, অমর মান্না সহ উনিশ কুড়ি ঘর। ১৫০-২০০ মানুষের বাস।

গোটা গ্রামে বাস করেন আনুমানিক সাড়ে তিন হাজার মানুষজন।

যতদূর জানা যায় আজ থেকে প্রায় ২০০ বছর আগে বর্ধমানের রাজা কুমারিয়া গ্রামের মন্ডল বাড়িকে পিতলের এই ধাতুর মূর্তিটি উপহার দেন।রাজার নির্দেশেই চলে দেবীর আরাধনা। প্রথা অনুযায়ী দেবীকে প্রতিদিন সকালে স্নান করিয়ে পুজো করা হয়। দেবীর পরনের বেনারসী কাপড় প্রতিদিন পরিবর্তন করা হয়। এক কেজি চাল ও আটটি বাতাসা দিয়ে দেওয়া হয় নৈবেদ্য।এই পরম্পরা চলে আসছে গত দু'শো বছর ধরে।সন্ধায় আবার পুজো, সন্ধারতি, শাঁখ বাজানো। পুজো শেষে অভয়া দেবী শুইয়ে দেওয়া হয় পিতলের সিংহাসনে। সিংহাসনের ওপর টাঙিয়ে দেওয়া হয় মশারি। এখানে উল্লেখ্য, যেহেতু দেবীর মন্দিরে শাঁখ বাজে, তাই সকাল সন্ধ্যা কোন মন্ডল বাড়িতে বাজে না কোন শাঁখ। দেবী অভয়ার নামে আছে দুটো বড় বড় পুকুর ও কয়েকবিঘা জমি। পুকুর ও জমির আয়ে চলে দেবীর আরাধনা।

পরম্পরা মেনে ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও দশমীতে হয় দেবী অভয়া দুর্গার আরাধনা। অষ্টমী পুজোয় দেওয়া হয় দেড় মন আতপ চালের নৈবেদ্য। পুজোর নৈবেদ্য ভাগ পায় ব্রাহ্মন, কুমোর, মালাকার, নাপিত, ঢাকী ও দায়ী মা। নবমীতে দেওয়া হয় মুড়ি, মুড়কি ও নারকেল নাড়ুর নৈবেদ্য। এখানে সন্দেশ পুরোপুরি বর্জিত। নৈবেদ্যর প্রসাদ বিতরণ করা গরিব দুঃখী সহ গ্রামবাসীদের। দশমীর বিসর্জন প্রথা বেশ অভিনব। দেবী ঘট ও মনসা ঘটকে সাজিয়ে সারিবদ্ধভাবে মন্ডল বাড়ির পুরুষ মহিলারা নিয়ে আসে দেবীর নির্দিষ্ট বড় পুকুরে। প্রথা অনুযায়ী পুকুড় পাড়ের তিন বার ঘোরায় পর ঘট বিসর্জন করা হয় পুকুরের দক্ষিণ পূর্ব কোনে। যদি বন্যা বা বর্ষায় পুকুর ডুবে যায় তাহলে ঘট দু'টি তালগাছের ডিঙিতে চাপিয়ে পুকুরের চারপাশ ঘুরিয়ে বিসর্জন করে হয়। অভিনবত্ব দেখা যায় লক্ষী পুজোতেও। ঢাক ঢোল বাজিয়ে নিকটবর্তী ব্রাহ্মন বাড়ি থেকে শ্রদ্ধা সহকারে আনা হয় নারায়ণ। পুজো শেষে আবার একই পদ্ধতিতে ব্রাহ্মন বাড়িতে দিয়ে আসা হয় নারায়ণ। তবে একই রাস্তায় নয়, যে রাস্তা দিয়ে নারায়ণ আনা হয় তার উল্টো রাস্তা দিয়ে নারায়ণ পৌঁছে দিয়ে আসা হয়। যারা নারায়ণ দিয়ে আসতে যায় তাদের সকলকে ব্রাহ্মন বাড়ি থেকে সুরু চাকরি পিঠে খাওয়ানো হয়। এই রীতি আজও চলে আসছে। আবার রীতি আছে, যেহেতু দেবীর অভয়ার পায়ে নূপুর আছে, তাই মন্ডল বাড়ির বিবাহিত অবিবাহিত কোন মহিলার পায়ে থাকে না নূপুর। দুটো চিল দেখা গেলে তবেই সাজানো ও প্রস্তুতি নেওয়া হয় বিসর্জনের ঘট। গ্রামে আগে একমাত্র দেবী অভয়াই ছিল দেবী দুর্গা। মন্ডল বাড়ি সহ গোটা কুমারিয়া গ্রাম পুজোর চার দিন মেতে থাকতেন হৃদয়ের টানে। গত ৫৪ বছর ধরে কুমারিয়া গ্রামে সর্বজনীন দুর্গোৎসব চলে আসছে। তবে কুমারিয়া মন্ডল বাড়ির সাবেকিয়ানা ও কুমারিয়া সর্বজনীন দুর্গোৎসব এর আধুনিকতা দুই পুজোর মেলবন্ধনকে আঁকড়ে রেখেছে গ্রামের সহজ সরল মানুষের আন্তরিকতা।

# নারীদের অন্ধকার থেকে আলোয় ফেরার লড়াইয়ের ইতিহাস কাশী বোস লেনে

**শুভাশিস বিশ্বাস**

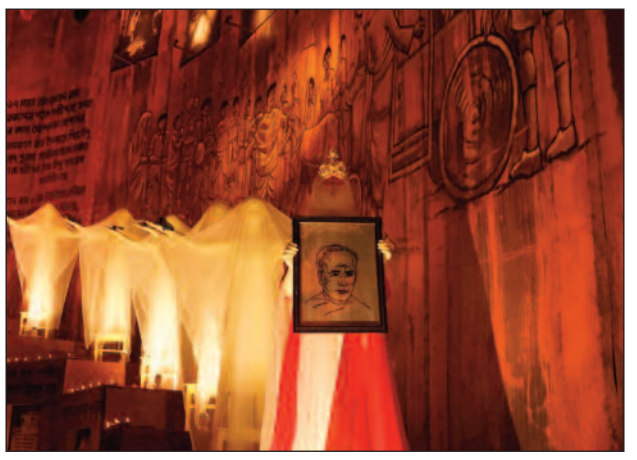

## আসছে মা সাজছে শহর

উত্তর কলকাতার যে কটি পুজোর নাম ঘোরাফেরা করে দর্শনার্থীদের মুখে তার মধ্যে অবশ্যই থাকবে কাশী বোস লেনের পুজোও। কাশী বোস লেনের পুজোর যে সব থিম গত কয়েক বছরে করা হয়েছে তাতে মানবতার এক স্পষ্ট বার্তা পুজো উদ্যোক্তাদের থেকে গেছে দর্শনার্থীদের কাছে। ২০২৪-এও এর কোনও ব্যতিক্রম হচ্ছে না বলেই জানালেন পুজো উদ্যোক্তারা।

এদিকে এই মূহুর্তে আরজি কর থেকে শুরু করে জয়নগর কাণ্ডের ঘটনায় প্রশ্নের মুখে নারী নিরাপত্তা। রাস্তাঘাটে, অফিসে-বাড়িতে, সম্পর্কের সমীকরণে এই রাজ্যের মহিলারা কতটা নিরাপদ তা নিয়ে বড় প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হয়েছে একের পর এক ঘটনায়। এমনই এক আবহে এবার নারী তথা আরও স্পষ্ট ভাবে বললে মায়েদের একটি বিশেষ দিক তাদের থিমে তুলে ধরল কাশী বোস লেন দুর্গোৎসব কমিটি। এই প্রসঙ্গে বলতেই হয়, মায়েরাই গর্ভে ধারণ করছেন এই বিশ্বের সব প্রাণশক্তি। তাঁদের হাতেই যেন প্রথম থেকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বাঁধা পৃথিবীর সকল জন্ম ও মৃত্যুর হিসেব। আর এই কাহিনীই ফুটে উঠেছে কাশী বোস লেনের পুজোর থিম 'রত্নগর্ভা'য়। একইসঙ্গে এই থিমেই তুলে ধরা হয়েছে ভারতের রত্নগর্ভা নারীদের কথাও।

খুব সত্যি কথা বলতে নারীদের এই মাথা তুলে দাঁড়ানোর ঘটনা তো আদতে এক লড়াইয়ের ইতিহাস। আর সেই লড়াইয়ের কথা তুলে ধরতেই এবারের পুজোর থিমে হাজির ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর থেকে রাজা রামমোহন রায়ও। যাঁদের দেখানো পথে আঁধার সমাজের নারীরা খুঁজে পেয়েছেন আলোয় ফেরার পথ। বঙ্গ তথা ভারতীয় নারীদের এই আঁধার থেকে আলোর পথ কথা বলতে গেলে সর্বপ্রথম যে নামটা আমাদের মনে পড়ে তা হল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের। যিনি রদ করেছিলেন বাল্যবিবাহ। পাশপাশি তাঁর হাত ধরেই শুরু বিধবা বিবাহ প্রচলনের। শুধু তাই নয়, মেয়েদের কষ্ট ঘোচাতে ও বিদ্যা যে সর্বপ্রথম প্রয়োজন তা মর্মে-মর্মে উপলব্ধি করতেন তিনি। আর সেই কারণেই বিভিন্ন জায়গায় মেয়েদের জন্য নির্মাণ করেন স্কুল। এরই পাশাপাশি আরও একজনের নাম না বললেই নয়, তিনি হলেন রাজা রামমোহন রায়। তাঁর নানা কীর্তির কথাও তুলে ধরা হচ্ছে এই পুজো মণ্ডপে। কারণ, তাঁর উদ্যোগেই বন্ধ হয়েছিল সতীদাহের মতো নারকীয় প্রথা।

কাশী বোস লেনের পুজোর সম্পাদক সোমেন দত্ত জানান, সমাজে স্রোতে মহিলাদের ফিরতে সাহায্য করার এই ইতিহাসকে তুলে ধরা হবে থিমে। পাশাপাশি শিল্পী রিন্টু দাস জানান, তাঁর মূল লক্ষ্য, এই শিল্প সৃষ্টির মধ্য দিয়ে ভারতীয় নারীরা যাঁরা আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছে ভারতমাতাকে গৌরবান্বিত করেছেন তাঁদের কথা সবার সামনে তুলে ধরা। আর সেই কারণেই তাঁদের নিয়েই এবারের এই পুজোর থিম। যেখানে এই থিমে উঠে এসেছে দ্রৌপদী মুর্মু, কল্পনা চাওলাসহ একাধিক নাম। 'রত্নগর্ভা' এই থিমে যে মণ্ডপ তৈরি হয়েছে তার ঢোকার মুখে থাকবে ইতিহাসের দীর্ঘ প্রতিচ্ছবি। দেওয়াল জুড়ে নজরে আসবে বাংলায় মেয়েদের অধিকাররক্ষার লড়াই। সতীদাহ, বিধবা বিবাহ সবই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এই থিমে। এরপর ভিতরে এগোলে দেখা যাবে একরাশ আলো। আলোর বন্যায় যেন ভেসে যাচ্ছে সব।

এই প্রসঙ্গে শিল্পী রিন্টু দাস জানান, মণ্ডপের প্রথমাংশে থাকছে বাংলার রত্নদের লড়াইয়ের ছবি। এর পরের ধাপে থাকছে একরাশ আনন্দ। যেই আনন্দ বা সুবিধা বা অর্জিত অধিকার আজকের নারীরা উপভোগ করছেন। এই আনন্দের ছবি ফুটিয়ে তুলতেই এত আলোর সমারোহে মণ্ডপের মূল অংশ সাজানো হয়েছে। তবে এই পুজোর চমক শুরু হয়েছে মায়ের চক্ষুদানের অনুষ্ঠানকে ঘিরে। কাশী বোস লেনের পুজোর উদ্যোক্তারা মনে করেন পুজো সবার। পুজোর আলোর রোশনাইয়ের মাঝেও কারও চোখের সামনে সবটাই অন্ধকার। সে চোখে নেই আলোর জ্যোতি। তবে মায়ের এই পুজো তো সকলের। কোনও শারীরিক প্রতিবন্ধকতা সেখানে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। আর সেই কারণেই যাদের চোখে আজীবনের অন্ধকার, মহালয়ায় তাঁদেরকেই মনের 'আলো' দিয়ে দেবীর চক্ষুদান 'দর্শন' করানো হল। এক অভিনব উদ্যোগ তা মানতেই হবে। দৃষ্টিহীনদের চক্ষুদান 'দেখানোর' জন্য ব্রেইল পদ্ধতির সাহায্য নেন পুজো উদ্যোক্তারা। যেখানে দৃষ্টিহীনদের সামনে ব্রেইলে চক্ষুদান পর্বের গোটা বিষয়টি বিস্তারিতভাবে রাখা হয়। তাঁরা হাত দিয়ে স্পর্শ করে বুঝেছেন ঠিক কীভাবে চোখ আঁকা হচ্ছে, কোন রং দেওয়া হচ্ছে, কোন চোখ আগে আঁকা হচ্ছে সবটাই। কমিটির তরফে জানানো হয়েছে, যেভাবে চোখ আঁকা হবে, ঠিক সেভাবেই পরপর ঘটনাপ্রবাহ ব্রেইল অক্ষরে বোর্ডের মধ্যে লেখা ছিল। সেটা ছুঁয়ে অনুভব করে মন দিয়ে মায়ের চক্ষুদান 'দর্শন' করেন ৪৫ জন দৃষ্টিহীন।